লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ৩য় সংখ্যা

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ শ্রাবণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ২৯ শাওয়াল, ১৪৩৬ হিজরি | ১৫ জহুর, ১৩৯৪ হি. শা. | ১৫ আগস্ট, ২০১৫ ঈসাব্দ

জার্মানির ভেক্টা'তে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নবনির্মিত মসজিদ "বায়তুল ক্বাদির"
মসজিদটি নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত ৯ জুন, ২০১৫ উদ্বোধন করেন

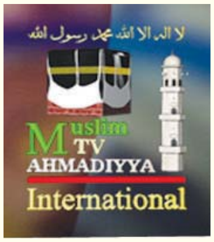


MTA INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

## এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

## এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

১। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

২। শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

৩। রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

৩। বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

**এছাড়া বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন রাত ৮.০০-৯.০০ পর্যন্ত।**

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)** রচিত **'সবুজ ইশতেহার'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **আহমদ তারেক মুবাশ্বের।**

বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- (বিশ টাকা)।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

**আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

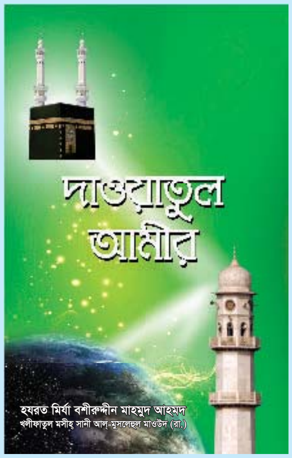


হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম।**

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)।**

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

**আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

**Hakim Watertechnology**

"Best Water, Best Life"

House hold/Official — Commercial/Industrial — Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000, Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

## সম্পাদকীয়

# যুক্তরাজ্য সালানা জলসা-২০১৫ সফল হোক

মহান আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও অনুগ্রহক্রমে ২১, ২২ ও ২৩ আগষ্ট ২০১৫ তিনদিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪৯তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসা ২০১৫, যুক্তরাজ্যের হাদীকাতুল মাহদী-তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহুতা'লা বিনাসরিহিল আযীয-এর পবিত্র সত্তার উপস্থিতিতে এই জলসার শুভ উদ্বোধন হবে, ইনশাআল্লাহ্। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল এর শক্তিশালী নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে এ জলসার অনুষ্ঠান সারা বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশ জুড়ে Live telecast হবে এবং প্রায় ২৫ কোটি আহমদীসহ গোটা বিশ্ব তা প্রত্যক্ষ করবে।

> **এই জলসা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। পারস্পরিক সংস্পর্শে আর যুগ-খলিফার পবিত্র সান্নিধ্য লাভের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের এক মিলন-মেলা।**

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জলসা এখন বিশ্বরূপ ধারণ করেছে। বিশ্বের ২০৬ টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ এই জলসায় অংশগ্রহণ করবেন বলে আমরা আশাবাদী। আহমদীয়া জামা'তের জলসা সাধারণ কোন জন-সমাবেশ নয়। পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন সম্মেলনও এটা নয় বরং এই জলসা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। পারস্পরিক সংস্পর্শে আর যুগ-খলিফার পবিত্র সান্নিধ্য লাভের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের এক মিলন-মেলা।

আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহেস সালাম-এর খলীফার পবিত্র সান্নিধ্য-সংস্পর্শ ও তাঁর আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ নসিহতমূলক জীবন-প্রদায়ী পবিত্র কালাম শুনার জন্য মধুমক্ষিকার ন্যায় বিশ্বের ২০৬ টি দেশের পাগলপারা পিপাসার্তের দল প্রবল এই বাসনায় সমবেত হচ্ছেন যে, যুক্তরাজ্যের এই জলসায় যুগ খলীফার প্রেম-প্রীতিপূর্ণ সহাস্য-বদন অবলোকনে আর তাঁর মুখ:নিসৃত আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের পবিত্র কালাম শ্রবণে তারা ধন্য হবেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ থেকেও আহমদীরা এই জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। আমাদের দেশ থেকে যারা এই মহতি জলসায় অংশগ্রহণ করছেন তারা হুযূর (আই.)-এর পবিত্র সাহচর্যে ধন্য হোন আর আমাদের জন্য হুযূরের আশিসপূর্ণ সওগাত বয়ে নিয়ে আমাদের মাঝে সহি সালামতে প্রত্যাবর্তন করুন, পরম করুণাময়ের সমীপে এটাই আমাদের যাচনা।

হুযুর (আই.) জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে জামা'তকে আশিস বিতরণকারী মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করবেন আর রবিবার ২৩ আগষ্ট আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায়। সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হবে রাত ৮ টায়।

জলসার সব অনুষ্ঠানমালা MTA-তে দেখে আমরা হুযুর (আই.)-এর পবিত্র দর্শন লাভ করব ইনশাআল্লাহ্। আসন্ন এই জলসার সার্বিক সফলতার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'লার সমীপে আমাদের সকরুণ দোয়া নিবেদন করছি। সেই সাথে সকল আহমদীদের প্রতি এই নিবেদন যে, জলসার সব অনুষ্ঠান মনোযোগের সাথে এমটিএ-তে দেখুন এবং নিজেকে ইসলামের আলোকে গড়ে তুলুন।

**[জলসার বিস্তারিত অনুষ্ঠান সূচী ৪৬ পাতায়]**

# সূচিপত্র

১৫ আগষ্ট, ২০১৫


কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৭ জুলাই, ২০১৪-এর **জুমুআর খুতবা**। ৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১০ জুলাই, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা**। ১৩

আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন) ২০
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

কলমের জিহাদ ২৪
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

সময়ের দাবি–
শিশুর জন্য ভালোবাসা ২৬
মাহমুদ আহমদ সুমন

প্রসঙ্গ : এখরাজে নেযাম ২৮
কৃষিবিদ ঃ ফজল-ই-ইলাহী

গিবত একটি জঘন্য পাপ ৩২
মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন

ঈমান কী,
মু'মিন-মুত্তাকী কারা ৩৫
খন্দকার আজমল হক

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের
শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস ৩৮
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

'চলে গেলেন
প্রাণের প্রিয় মানুষটি' ৪০
লায়লা নার্গিস (শেলী)

সংবাদ ৪১

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৫

Programme Jalsa Salana UK 2015 ৪৬

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ৪৭

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক
তাহরীককৃত দোয়াসমূহ ৪৮


**'পাক্ষিক আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন
**www.ahmadiyyabangla.org**

**অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:**
www.youtub.com/shottershondhane
**Please visit it**

# কুরআন শরীফ

## সূরা আল হিজর-১৫

৯৭। অতএব যারা আল্লাহ্‌র সাথে ভিন্ন উপাস্য দাঁড় করিয়ে থাকে তারা শীঘ্রই (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۚ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮। আর নিশ্চয় আমরা জানি তাদের কথায় তোমার অন্তর সংকুচিত হয়[১৫২৬]।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا
يَقُولُونَ ﴿٩٨﴾

৯৯। অতএব তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসাসহ (তাঁর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সিজদাকারীদের দলভুক্ত হও।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٩﴾

১০০। আর তোমার মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক[১৫২৭]।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿١٠٠﴾

---

১৫২৬। রসূল পাক (সা.) অবিশ্বাসীদের বিদ্রূপের কারণে ব্যথিত ছিলেন না এবং তিনি ব্যথিত ছিলেন আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য দেব-দেবীর শরীক করার কারণে। তাঁর দুঃখের কারণ ছিল একদিকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অকৃত্রিম ও গভীর ভালবাসা, অন্যদিকে তাঁর জাতির জন্য উৎকণ্ঠা ও চিন্তা।

১৫২৭। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, যেহেতু মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত হওয়ার মুখ্য ও মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ প্রতিষ্ঠা করা যা পূর্ণ হওয়ার পর্যায় ও সময় উপস্থিত, সেজন্য আনন্দপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য তাঁকে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কায়মনোচিত্তে কৃতজ্ঞ হয়ে সিজদায় প্রণত হতে হবে।

# হাদীস শরীফ

# হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর কাজ হলো দ্বীনকে সঞ্জীবিত করা

**কুরআন :**

'যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে' (সূরা তাকভীর : ১৪)।

সেই সময়ে ইসলাম নামেমাত্র বাকী থাকবে, কুরআনের ওপর আমল থাকবে না। ঈমান সপ্তর্ষি মন্ডলে উঠে যাবে। পৃথিবীতে অন্যায়-অবিচার ছড়িয়ে পড়বে, পৃথিবীর এমতাবস্থায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে হযরত মসীহ্ বা ইমাম মাহ্‌দীর আগমন হবে। তাঁর কাজ হবে শরীয়তকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা ও দ্বীনকে সঞ্জীবিত করা।

**হাদীস :**

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আগমনকারী মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ অনুসারীদেরকে তাদের জান্নাতের বেশী (স্থান) সম্বন্ধে জ্ঞাত করবেন' (মুসলিম)।

**ব্যাখ্য :**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব যুগ-কাল সম্বন্ধে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, সেই সময়ে ইসলাম নামেমাত্র বাকী থাকবে, কুরআনের ওপর আমল থাকবে না। ঈমান সপ্তর্ষি মন্ডলে উঠে যাবে। পৃথিবীতে অন্যায়-অবিচার ছড়িয়ে পড়বে, পৃথিবীর এমতাবস্থায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে হযরত মসীহ্ বা ইমাম মাহ্‌দীর আগমন হবে। তাঁর কাজ হবে শরীয়তকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা ও দ্বীনকে সঞ্জীবিত করা।

উপরোক্ত হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই সময়ে দুনিয়া পাপে এমনভাবে ভরে যাবে যে, পার্থিব মোহে ও পাপে নিমজ্জিত হবার কারণে মানুষের পক্ষে নেক আমল করা দুরূহ হবে। মানুষের জন্য নেক আমল করা বা শরীয়তের ওপর আমল করতে পারাটা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনে শরীয়ত ও দ্বীন জীবিত হবার কারণে যারা তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করে হযরত রসূল করীম (সা.) এর প্রকৃত দাসে পরিণত হবেন তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

এই হাদীসে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনবে তাদেরকে চরম বিরোধতার সম্মুখীন হতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারীরা তখন তাদের ঈমানের দৃঢ়তা ও সংকল্প প্রদর্শন করবে। তাই তাদেরকে সূরা হা-মীম-সাজদার ৩১, ৩২ আয়াতে বর্ণিত খোদার অঙ্গীকার অনুযায়ী ফেরেশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করবেন। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) কর্তৃক এই ভবিষ্যদ্বাণীটি কিভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর অনুসারীদের মধ্যে বহুজনকে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতের শুভ সংবাদ দান করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.), খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.), হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব এবং আরও অনেকে।

সুতরাং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য– আমরাও যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে পরিপূর্ণ ভাবে মেনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত দাস হতে পারি এবং প্রতিশ্রুত জান্নাতের অধিকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

*আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ*
মুরব্বী সিলসিলাহ্

# অমৃতবাণী

# নৈরাজ্যের উপচে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে

## হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে বরং তা ফুঁসে ওঠে উত্তাল রূপ ধারন করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে তারা গালি দেয়। উম্মত মৃতপ্রায়। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং এর বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা এ অপদস্থ ধর্মের প্রতি করুণা কর, কেননা বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছো না? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে জাগতিক ধন- সম্পদের বিনিময়ে কি পরিত্যাগ করা হচ্ছে না?

> এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় আস্ফালন রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্যপশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভুমি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপচে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।

আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সাক্ষ্য দাও, হ্যাঁ সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য-নাকি মিথ্যা? আমরা খ্রীস্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত দেখিনি। আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। তারা দুষ্কৃতির আশ্রয় নিলে ইবলীসকেও হার মানায়। দুঃখ-কষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছেয়ে গেছে আর মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমন্ত্রণাদাতার কুমন্ত্রণার অনুসরণ করছে আর 'তাকওয়া ও খোদাভীতি'র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বরং তারা এ রীতির বিরোধীতা করে হীন-পতিত বস্তু সদৃশ হয়ে গেছে। আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে এর খুব কমই বর্ণনা করেছি।

আল্লাহ্‌র কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় আস্ফালন রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্যপশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভুমি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপচে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ্‌র নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে খ্রীস্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। সমুজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে তারা আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে।

এ ভয়াবহ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে।

আল্লাহ তা'লা আমাকে এদের মতভেদ দুর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মুমিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' আর আমিই খ্রীস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'।

(সিররুল খিলাফা পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা ৭৬ থেকে উদ্ধৃত)

# জুমুআর খুতবা

## জুমুআর নামাযের গুরুত্ব

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৭ জুলাই, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করেন,

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞

রমযান মাস সমাপ্তির পথে। কোন কোন স্থানে আজ হয়তো শেষ রোযা হবে আর কোন কোন স্থানে আগামীকাল। আর এভাবে খোদা তা'লার উক্তি অনুসারে হাতে গোনা কয়েকটি দিন কেটে গেছে। আমাদের অনেকেই এই দিনগুলোর আশিস এবং বরকত থেকে কল্যাণমন্ডিত হয়ে থাকবে। কতকের হয়তো এই দিনগুলোতে নতুন অভিজ্ঞতাও লাভ হয়ে থাকবে। এখন এই দোয়া এবং চেষ্টা থাকা উচিত যেন এই কল্যাণরাজি, এই আশিস এবং এই নতুন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনের স্থায়ী

বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় আর আমাদের খোদামুখী পদক্ষেপ যেন এখানেই থেমে না যায় বরং তা যেন চির অগ্রসরমান থাকে আর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন অশেষ কল্যাণরাজির ধারক এবং বাহক হয়।

আজ রমযানের শেষ জুমুআও বটে। আমাদের অধিকাংশই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যথাযথ প্রস্তুতি ও সচেতনতার সাথে জুমুআ পড়ে থাকে কিন্তু অনেকেই এমনও হবেন যারা আজকে রমযানের এই শেষ জুমুআকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং হয়ত গুরুত্ব দিচ্ছে। পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত এখন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ আহমদীয়াতভুক্ত হচ্ছে। পুরোনো শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবও তাদের মাঝে রয়েছে আর কতিপয় এমনও হবে যারা সচরাচর সারা বছর জুমুআকে তত গুরুত্ব দেয় না কিন্তু রমযানের শেষ জুমুআকে অসাধারণ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত সাধারণ ধারণার কারণে তারা মনে করে, এই জুমুআয় যোগ দেয়া বা এই জুমুআ পড়া যা জুমুআতুল বিদা নামে মুসলমানদের মাঝে সুপরিচিত তা তাদের গত বছরের সমস্ত পাপ এবং দুর্বলতা থেকে পরিত্রাণ দেবে বা পরিত্রাতা হবে আর সারা বছরের ইবাদতের দায়িত্ব হয়তো এই শুক্রবার জুমুআ পড়ার ফলে পালিত হয়ে যাবে। অতএব এমন মানুষ গুটি কতক হলেও আমি তাদের স্মরণ করাতে চাই, তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই জুমুআয় যোগদানের ফলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাবে না।

আল্লাহ্ তা'লার বাণী এবং মহানবী (সা.)-এর উক্তি থেকে প্রমাণিত যে, কেবল রমযানের শেষ জুমুআ পড়া মুক্তির কারণ হয় না বা মুক্তি বয়ে আনবে না। মানুষ যদি কেবল মুক্তির উদ্দেশ্যে এই জুমুআ পড়ে তাহলে তার ইহ এবং পরকাল সুনিশ্চিত হয়ে যাবে! কোথাও এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের যুবসমাজ এবং জুমুআ পড়ার বিষয়ে যারা আলস্য প্রদর্শন করে তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত, অ-আহমদীদের মাঝে জুমুআতুল বিদার ধারণা থাকলেও আহমদীয়া জামাতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে জুমুআতুল বিদার কোন ধারণা নেই আর থাকা উচিতও নয়।

অবশ্য আজকের জুমুআয় যারা যথাযথ প্রস্তুতির সাথে অংশগ্রহণ করে তাদের হৃদয়ে যদি এই চেতনার উদয় হয় যে, আজ থেকে আমি অঙ্গীকার করছি, সেসব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলব যা জুমুআয় অংশ গ্রহণ না করার ফলে আমার মাঝে প্রকাশ পাচ্ছিল আর ভবিষ্যতে সর্বদা পূর্ণ সচেতনতা ও প্রস্তুতির সাথে জুমুআয় অংশ গ্রহণ করব; তাহলে অবশ্যই এমন লোকদের জন্য এই জুমুআর গুরুত্ব রয়েছে বরং এই দিনের গুরুত্ব রয়েছে। আর শুধু এই জুমুআই তার জন্য আশিসময় হবে না বরং এই পবিত্র পরিবর্তনের কারণে এমন ব্যক্তির জন্য এই মুহূর্ত যাতে তার জীবনে এই পবিত্র পরিবর্তন এসেছে এবং এই চেতনাবোধ জাগ্রত হয়েছে আর এই ধারণা তার হৃদয়ে একটি দৃঢ় সংকল্পের জন্ম দিয়েছে যে, এখন আমি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধকে গুরুত্ব দিব এবং সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব; তাহলে তার জন্য এই দিন এবং এই মুহূর্ত লায়লাতুল ক্বদরে পর্যবসিত হবে। একটি অমানিশাপূর্ণ রাতের পর তার মাঝে আধ্যাত্মিক আলো সৃষ্টি হবে। আর যেমনটি গত খুতবায়ও আমি বলেছিলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, মানুষের একটি লায়লাতুল ক্বদরের সময় হলো, তার ইসফার সময়। অর্থাৎ যখন সে নিজের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করে খোদা তা'লার প্রতি ঝুঁকে বা বিনত হয়, তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার অঙ্গীকার করে এবং সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; এটিও তার জন্য লায়লাতুল ক্বদর।

জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কি বলেছেন? আমি যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি তার প্রথমটিতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'হে যারা ঈমান এনেছ, জুমুআর দিনের একটি অংশে যখন তোমাদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন দ্রুত খোদা তা'লার স্মরণে নিবদ্ধ হও আর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ কর; এটি তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।'

এরপর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর নামায শেষ হওয়ার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং খোদার কৃপারাজির মধ্য থেকে কিছু সন্ধান কর আর অজস্র ধারায় খোদা তা'লাকে স্মরণ কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।'

অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ তা'লা জুমুআর নামাযে আসা এবং সমস্ত জাগতিক বিষয়াদিকে পিঠের পিছনে ঠেলে দিয়ে হৃদয়ে খোদা ভীতির চেতনা নিয়ে জুমুআয় অংশ গ্রহণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই

**মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত সাধারণ ধারণার কারণে তারা মনে করে, এই জুমুআয় যোগ দেয়া বা এই জুমুআ পড়া যা জুমুআতুল বিদা নামে মুসলমানদের মাঝে সুপরিচিত তা তাদের গত বছরের সমস্ত পাপ এবং দুর্বলতা থেকে পরিত্রাণ দেবে বা পরিত্রাতা হবে আর সারা বছরের ইবাদতের দায়িত্ব হয়তো এই শুক্রবার জুমুআ পড়ার ফলে পালিত হয়ে যাবে। তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই জুমুআয় যোগদানের ফলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাবে না।**

আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা রমযানের জুমুআ বা রমযানের শেষ জুমুআয় যোগদানের নির্দেশ দেন নি বরং কোন বিশেষত্ব ছাড়াই সাধারণভাবে জুমুআর নামাযের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বলেছেন সব জুমুআই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই যদি মু'মিন হয়ে থাক, যদি ঈমানের দাবী করে থাক তাহলে জুমুআর বিশেষ দিন যা সাধারণ দিনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যা খোদার স্মরণের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়েছে; এতে নিজের কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য ব্যস্ততা পরিত্যাগ করে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে অংশগ্রহণ কর। "ইয়া আয়্যুহাল্লাযিনা আমানু" বলে এ কথার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন যে, ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হলো, জুমুআ পড়া এবং সকল জুমুআয় অংশ গ্রহণ করা।

অতএব কোন যথাযথ কারণ ছাড়া যারা জুমুআ পড়ে না তাদের নিজেদের ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে ভাবা উচিত। তাদেরও চিন্তা করা উচিত যারা জুমুআর নামাযে দেরীতে আসে। কাজ যদি শেষ করতে হয় বা গুটাতে হয় তাহলে জুমুআর পূর্বেই তা শেষ করুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'যখন তোমাদেরকে জুমুআর জন্য ডাকা হয়'; এখানে যারা জুমুআয় আসে তাদের সবার জানা আছে যে, জুমুআর সময় হলো একটা বাজে বা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় সময় অনুযায়ী তা পূর্ব নির্ধারিত থাকে। বিশেষ করে এখানে অর্থাৎ ইউরোপে, সফরের বিষয়টিও দৃষ্টিতে রাখা চাই। আর সেই মার্জিনকে দৃষ্টিতে রেখেই জুমুআর প্রস্তুতি নেয়া উচিত। এসব দেশে তো যানজট এবং পার্কিং ইত্যাদির ব্যাপারেও সচেতন থাকা উচিত। অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয় বিশেষ করে যখন ভিড় থাকে। অতএব এই সমস্ত বিষয়কে জুমুআর দিন দৃষ্টিগোচর রাখা চাই আর সময় নিয়েই বের হওয়া উচিত।

মহানবী (সা.) জুমুআয় প্রথম আগমনকারীকে বড় পুণ্যের ভাগী আখ্যায়িত করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, 'জুমুআর দিন মসজিদের সব দরজায় ফিরিশ্‌তারা দাঁড়িয়ে যায়। আর তারা মসজিদে প্রথমে প্রবেশকারীর নাম প্রথমে লিখে আর এভাবে মসজিদে আগমনকারীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে থাকে। ইমামের খুতবা প্রদান যখন শেষ হয় তখন ফিরিশতারা সেই রেজিষ্টার বা খাতা বন্ধ করে দেয়।'

অতএব প্রত্যেক আগমনকারী ব্যক্তি জুমুআর দিন মসজিদে আসা এবং খোদাকে স্মরণ করার ফলে বিশেষ পুণ্যের ভাগী হয়। ইমামের জন্য অপেক্ষমান অবস্থায় ও খুতবা চলাকালেও তারা এই পুণ্য বা এই সওয়াব থেকে অংশ পেতে থাকে। জুমুআকে যারা গুরুত্ব দেয় না তাদেরকে মহানবী (সা.) ভীষণভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিনা কারণে একাধারে তিনটি জুমুআ পড়ে না আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেন'। অতএব এই গুরুত্বকে আমাদের সবার দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা আর হাদীসে মহানবী (সা.) কোথাও বলেন নি যে, রমযানের শেষ জুমুআ খুবই গুরুত্বপূর্ণ! বরং সব জুমুআকেই গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন। বরং একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'হে মুসলমান-গণ! আল্লাহ্ তা'লা জুমুআর দিনকে তোমাদের জন্য ঈদ নির্ধারণ করেছেন। তাই এই দিনে বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে নেয়ে ধুয়ে বা গোসল ইত্যাদি করে প্রস্তুতি নিবে'।

অতএব এহলো জুমুআর গুরুত্ব যা আমাদের কাছে এই দাবী করে যে, আমরা যেন প্রত্যেক জুমুআকে সমান গুরুত্ব দেই, যেন সকল জাগতিক ব্যস্ততা পরিত্যাগ করে, সকল কাজ-কর্ম এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরতি দিয়ে জুমুআর নামায পড়ার জন্য আমরা মসজিদে আসি। হাদীস থেকে যেভাবে প্রমাণিত যে, মহানবী (সা.) কত সুস্পষ্টভাবে এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। অতএব একথা প্রমাণ করে যে, মু'মিনের ঈমানের মানকে উন্নত করার জন্য জুমুআর নামায পড়া প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক এবং অবধারিত। আর শুধু তাই নয় বরং জুমুআ না পড়ার ক্ষতিকর দিকও উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে সতর্কবাণী বর্ণনা করে বলেন, অ-কারণে জুমুআ পরিত্যাগকারীর হৃদয় পুণ্য করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

অতএব এটি সত্যিই ভয়ের বিষয়। যারা আলস্য প্রদর্শন করে তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত আর অযথা ও অনর্থক আলস্য পরিহার করা উচিত। ইসলাম শুধু কঠোরতাই প্রদর্শন করে না। ইসলাম একটি যুক্তির ধর্ম, এতে শুধু সতর্কই করা হয়নি বা কঠোরতাই প্রদর্শন করা হয়নি বা শুধু এমনটিই নয় যে, জুমুআয় না আসলে এই হবে সেই হবে বলে ভয় দেখানো হয়েছে বরং যেমনটি আমি বলেছি, যৌক্তিক কারণ যদি থাকে তাহলে ঠিক আছে কিন্তু যৌক্তিক কারণ ছাড়া যদি কেউ না আসে তাহলে সে ধরা পড়বে। কোন বৈধ কারণ ছাড়া জুমুআর নামায পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ। আর এই বৈধ কারণগুলোর ব্যাখ্যাও রসূলে করীম (সা.) দিয়ে গেছেন যে, তারা কারা! যাদের জুমুআয় না আসার যৌক্তিক বাধ্য-বাধকতা থাকতে পারে। তিনি (সা.) বলেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জামাতের সাথে জুমুআর নামায পড়া আবশ্যক শুধু চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া'। আর যে চার ব্যক্তিকে ব্যতিক্রম আখ্যা দেয়া হয়েছে তারা হলো, 'গোলাম বা দাস, মহিলা, শিশু এবং রুগ্ন ব্যক্তি'।

অতএব এই হলো ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা, যারা নিরুপায় এবং বৈধ কারণ যাদের আছে তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে। সকল মহিলা, শিশু, রুগ্ন ব্যক্তি এবং সেসব গোলাম বা দাস যারা নিজ মালিকের কঠোরতার কারণে অপারগ, তারা যদি জুমুআয় না আসে তাহলে তাদের হৃদয় তমসাচ্ছন্ন হয়ে যাবে; এমন নয়। তারা এথেকে ব্যতিক্রম। এদের সম্পর্কে বলা হয়নি যে, তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হবে। মহিলারা যদি জুমুআয় আসেন তাহলে ভাল কথা। বাজামাত নামায, জুমুআ ছাড়া যে পাঁচ বেলার নামায আছে তা মসজিদে এসে জামাতের সাথে পড়া, শুধু পুরুষদের জন্য ফরয বা আবশ্যক। মহিলাদের জন্য মসজিদে আসা আবশ্যক নয় কিন্তু জুমুআয় যদি মহিলারা আসেন তাহলে এটি পছন্দনীয়। তারা না আসলেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কতক মহিলা আসেন যাদের সঙ্গে ছোট্ট বাচ্চাও থাকে।

তারা যখন আসেন তখন অনেক সময় ডিসটার্বও হয়ে থাকে। এছাড়া কোন কোন মহিলার পারিবারিক ব্যস্ততাও থেকে থাকে।

তাই তাদের ঘরে অবস্থানের অনুমতি রয়েছে। বরং যে সমস্ত মহিলার ছোট বাচ্চা বা শিশু সন্তান রয়েছে, তারা আসতে পারলেও বা তাদের আসার সুযোগ থাকলেও আসা উচিত নয় কেননা যেমনটি বলেছি, এতে ডিস্টার্ব হয়, অনেক সময় বাচ্চাদের কারণে অন্যান্য নামাযীদের নামায এবং খুতবায় বিপত্তি দেখা দেয়। কেবল ঈদের নামাযে আসা সব মহিলার জন্য ফরয বা আবশ্যক। নামায না থাকলেও তারা যেন খুতবা শুনে। অনুরূপভাবে যারা কৃতদাস তারা নিজ মালিকদের কারণে নিরুপায় হয়ে থাকে।

কিন্তু আজকাল তো এমন কোন গোলাম বা কৃতদাস নেই। অতীত কালে কৃতদাস সংক্রান্ত যেই পরিস্থিতি ছিল তা এখন আর নেই। চাকুরিজীবি মানুষ অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তারা দাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এই যে ছাড় দেয়া হয়েছে তার অধীনে চাকুরিজীবিদের নিজেদেরকে কৃতদাসদের শ্রেণীভুক্ত মনে করা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ! কেউ যদি একেবারেই নিরুপায় হয়ে থাকে আর মালিক অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে ছুটি না দেয় আর আয় উপার্জনের অন্য কোন উপায়ও না থাকে এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অনাহারে জীবন কাটানোর আশঙ্কা যদি দেখা দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। এটি উপায়হীনতা আর উপায়হীনতার মুহূর্তে তো কোন কোন সময় হারাম খাওয়ারও অনুমতি থাকে। কিন্তু এই উপায়হীনতার পরিস্থিতিও সাধারণত দেখা যায় না। মালিকদের মাঝে যদি চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় তাহলে তারা খ্রিষ্টান হলেও কিছু সময় বা এক জুমুআ ছেড়ে অন্য জুমুআ পড়ার অনুমতি দিয়ে থাকে। বরং এমনও অনেক আহমদী আছে যারা আমাকে বলেছেন, জুমুআর দিন ছুটি না থাকার কারণে চাকরি ছেড়ে দিলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য পূর্বের চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করেছেন।

অতএব আমরা যদি এ কথাটি দৃষ্টিতে রাখি যে, জুমুআকে আমাদের গুরুত্ব দিতেই হবে, একই সাথে যদি তারা দোয়াও করে যে, পরিস্থিতি কঠিন আর জুমুআ নষ্ট হচ্ছে অতএব হে আল্লাহ্! তুমি স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি কর তাহলে বেদনার্ত হৃদয়ে কৃত দোয়া গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাও করেন এবং স্বাচ্ছন্দ্য বা সহজ সাধ্যতাও সৃষ্টি করেন। অনুরূপভাবে ছোট শিশুদেরও জুমুআয় আনা উচিত নয় কেননা, এরফলে অন্য নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন ঘটে। মহিলাদের কথা পূর্বেই বলেছি, ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আসবেন না। কোন কোন পুরুষও নিয়ে আসেন তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত বা যদি কেউ একান্তই নিয়ে আসেন তাহলে তাদেরকে শিশুদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ স্থানে বসানো উচিত বা তাদের নিজেদেরও সেখানে বসা উচিত। যাহোক, এই হলো চারটি ব্যতিক্রম যা মহানবী (সা.) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বাকি সবার জন্য জুমুআর নামাযে আসা এবং জুমুআর দিন বিশেষ প্রস্তুতি নেয়া বা ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মহানবী (সা.) সেই উৎকর্ষ, সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ শরীয়ত নিয়ে এসেছেন এবং সেই শিক্ষা নিয়ে এসেছেন যা বান্দাকে খোদার সাথে মিলিত করে। তিনি তাঁর অনুসারীদের সুমহান আধ্যাত্মিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন। মানুষের কীভাবে পাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত, কীভাবে খোদার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা উচিত, কীভাবে নিজ পুণ্য সমূহ বা সৎকর্মকে স্থায়ী রূপ দেয়ার চেষ্টা করা উচিত, কীভাবে নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অর্জনের চেষ্টা করা উচিত; তিনি (সা.) বিভিন্নভাবে আমাদের মনোযোগ এসব বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করেছেন।

তিনি (সা.) বলতেন বা বলেছেন, 'পাঁচ বেলার নামায, এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ এবং এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। শর্ত হলো, মানুষ যদি বড় বড় গুনাহ্ বা পাপ এড়িয়ে চলে'। অতএব এই হলো আমাদের জন্য মহানবী (সা.)-এর দিক-নির্দেশনা বা পথ নির্দেশনা যা শুধু পাপ থেকেই মুক্ত রাখে না বরং মুক্তি এবং পরিত্রাণের বিধান এবং ব্যবস্থা হয় এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নত করে। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের কথা ভাববে; কোন পাপী, অত্যাচারী এবং অন্যের অধিকার বা সম্পদ আত্মসাৎকারী তো কখনও এ কথা ভাববে না যে, আমার পরের নামাযেও যেতে হবে, নামাযের প্রস্তুতি নিতে হবে। এটি হতে পারে না যে, সে নামায পড়ে এসে পাপে লিপ্ত হবে বা মানুষের অধিকার হরণ করবে বা অন্যের ওপর যুলুম করা আরম্ভ করবে। আর কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তার নামায নামায নয় বরং সে গুনাহে কবীরা বা সবচেয়ে বড় পাপ করছে। কেউ যদি আত্মসাৎকারী হয়ে থাকে তাহলে তার নামায খোদার সন্তুষ্টির জন্য

**মহানবী (সা.) জুমুআয় প্রথম আগমনকারীকে বড় পুণ্যের ভাগী আখ্যায়িত করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, 'জুমুআর দিন মসজিদের সব দরজায় ফিরিশ্‌তারা দাঁড়িয়ে যায়। আর তারা মসজিদে প্রথমে প্রবেশকারীর নাম প্রথমে লিখে আর এভাবে মসজিদে আগমনকারীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে থাকে। ইমামের খুতবা প্রদান যখন শেষ হয় তখন ফিরিশতারা সেই রেজিষ্টার বা খাতা বন্ধ করে দেয়।'**

নয়। নিজের পাপকে দৃষ্টিতে রেখে নয়। এমন নামাযী মূলত সেসব নামাযীর অন্তর্ভুক্ত যাদের নামায তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে আর কুরআনের আয়াত অনুসারে এমন নামায তাদের মুখে ছুড়ে মারা হয়। মহানবী (সা.) পাঁচ বেলার নামাযের কথা বলে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এই পাঁচ বেলার নামায তোমাদের জন্য আবশ্যক আর এগুলো সেই সকল শর্ত সাপেক্ষে বা অনুসঙ্গ সহ পড়া উচিত যা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন।

অনুরূপভাবে জুমুআর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, জুমুআয় যোগ দিয়ে বা জুমুআর নামায পড়ে যে সমস্ত আশিস এবং কল্যাণরাজি হতে বা ইমামের খুতবার ফলে তোমাদের মাঝে পুণ্যের যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তা পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে। সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বা মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। যদি এমনটি হয় তাহলে এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ তোমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করবে। তোমাদের পাপের ক্ষমার ব্যবস্থা করবে। এখানেও এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআর কথা বলে মহানবী (সা.) সকল জুমুআর আবশ্যকীয়তা ও গুরুত্ব স্পষ্ট করেছেন, অনুরূপভাবে রমযানের গুরুত্বও বর্ণনা করেছেন।

অতএব পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ক্রমাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে। তাই যথাযথভাবে নামায পড়াও আবশ্যক, রীতিমত জুমুআ পড়াও আবশ্যক, আর সকল শর্ত সাপেক্ষে রমযানের কল্যাণ লাভ করা প্রায়শ্চিত্তের কারণ হয় আর পুণ্য বৃদ্ধি করে অর্থাৎ যেই শর্তগুলো আল্লাহ্ তা'লা রমযানের রোযার প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেছেন। যদি সত্যিকার অর্থে তাক্বওয়ার পথে চলতে হয় তাহলে এই জিনিসগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। খোদা তা'লার নৈকট্য যদি অর্জন করতে হয় তাহলে এইগুলো শিরোধার্য করা আবশ্যক। পাপের ক্ষমা যদি পেতে হয় তাহলে খোদা তা'লা আমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন সে অনুসারে চলতে হবে। এসব বিষয় অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একটি দৈনিক কর্মপন্থাও দান করেছেন, একটি সাপ্তাহিক আর একটি বার্ষিক কর্মপন্থাও জানিয়ে দিয়েছেন যা মানুষের আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য আবশ্যক। আর যারা এই ধাপগুলো অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকবে তারা খোদা তা'লার ক্ষমা এবং মাগফিরাত লাভ করবে।

অতএব এসব কথার মাধ্যমে এই বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জুমুআর গুরুত্ব কত বেশি। বছরান্তে আধ্যাত্মিক উন্নতির কর্মসূচিতে আল্লাহ্ তা'লা রমযান মাসকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, জুমুআতুল বিদাকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি যে, বছরান্তে রমযান মাসের একটি জুমুআ পড়ে নাও বরং সম্পূর্ণ রমযান মাসকে রেখেছেন। মহানবী (সা.) জুমুআর আশিস এবং কল্যাণরাজি থেকে লাভবান হওয়ার জন্য প্রত্যেক সাত দিন পর আগত জুমুআকেই গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমার মাধ্যম আখ্যায়িত করেছেন। অতএব প্রতিটি আগত জুমুআ আমাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য প্রদানকারী হওয়া উচিত যে, আমরা খোদা-ভীতির মাঝে এই দিনগুলো কাটিয়েছি আর এমন কোন কাজ করিনি যা খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করতে পারে বা জেনেশুনে এমন কোন কাজ করিনি যা আমাদেরকে খোদার ক্রোধভাজন করতে পারে। তাহলে খোদা তা'লা ছোট-খাট ভুল-ভ্রান্তি, অলসতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে থাকেন। প্রতিটি জুমুআ খোদা তা'লার সন্নিধানে বা খোদা তা'লার দরবারে এই সাক্ষ্য দেয় যে, এই বান্দা মোটের ওপর ভয়-ভীতির মাঝে এই দিনগুলো অতিবাহিত করেছে। অনুরূপভাবে দৈনন্দিন নামাযের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। খোদার সন্তুষ্টির কথা মাথায় রেখে যদি সেগুলো পড়া হয় তাহলে তা আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে আর একই কথা রমযানের রোযার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রায়শ্চিত্ত বা কাফ্‌ফারার অর্থ এটিই, এসব ইবাদতের সাক্ষ্য আমাদের পক্ষে গিয়ে আমাদের জন্য ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করবে।

এছাড়া জুমুআর গুরুত্ব এবং সৌন্দর্য্য সম্পর্কে এক জায়গায় মহানবী (সা.) এভাবে বলেন যে, 'সব দিনের মাঝে সর্বোত্তম দিন হলো জুমুআর দিন। এদিন আমার প্রতি সমধিক দরূদ প্রেরণ কর কেননা এদিন তোমাদের এই দরূদ আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়'। আল্লাহ্ তা'লা তিনি (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের স্থায়ী নির্দেশ দিয়েছেন। এটি খোদা তা'লারই নির্দেশ। অতএব এই দরূদ তাঁর (সা.) সামনে পরিবেশন করা একটি স্থায়ী বিষয়। এমন নয় যে, তিনি (সা.) যখন একথা বলেছেন কেবল সে সময়ের জন্য বা তাঁর জীবদ্দশার জন্যই ছিল। অতএব এটি জুমুআর আরেকটি চির প্রবাহমান কল্যাণ। কোথাও বলা হয়নি, জুমুআতুল বিদার দরূদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে পরিবেশন করা হবে বরং প্রত্যেক জুমুআয় এটি পরিবেশন করা হয়। আমাদের মাঝে তারা সৌভাগ্যবান যারা এই কল্যাণধারা থেকে লাভবান হয় আর সেই সকল দরূদ প্রেরণকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়।

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।"

অতএব এই হলো জুমুআর আশিস বা কল্যাণ যা অর্জনের জন্য আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। খোদা তা'লা মানুষকে প্রভূত দানে ভূষিত করে থাকেন। তিনি বলেন, জুমুআর গুরুত্বকে দৃষ্টিপটে রেখে যখন তোমরা জুমুআ পড় আর নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জাগতিক ব্যস্ততাকে জুমুআর কারণে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি অর্জনের জন্য যদি উপেক্ষা কর তাহলে আধ্যাত্মিকভাবে তো তোমরা উন্নতি করবেই কিন্তু জাগতিক কল্যাণরাজি থেকেও বঞ্চিত থাকবে না। জুমুআর নামাযের পর নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ফিরে যাও এবং খোদার কৃপারাজি সন্ধান কর। দ্বিতীয় আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের কাজ-কর্মকে

বরকত মন্ডিত করবেন। অতএব এটিও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা, খোদার কৃপাগুণেই কাজে বরকত বা কল্যাণ দেখা দেয়। তাঁর খাতিরে যদি জুমুআর স্বল্প সময়ের জন্য ত্যাগ স্বীকার কর তাহলে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দেখা দিবে এবং তোমরা তাঁর কৃপারাজি অর্জনকারী হবে। আর যদি তোমরা খোদা তা'লার খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য নিজের কাজের ক্ষতি কর তাহলে খোদা তা'লা সকল কাজের নিয়ামক ও নিয়ন্তা এবং সর্বশক্তির আধার। তিনিই তোমাদের জাগতিক এবং বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে দেন এবং সেই সকল ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত সৃষ্টি করে নিজ কৃপাতে ধন্য করেন। এক কথায় এটিও বলা হয়েছে যে, এক মু'মিনের জাগতিক আয়-উপার্জনও খোদা তা'লার কৃপারাজিরই অংশ। খোদা তা'লা জাগতিক আয়-উপার্জনে বারণ করেন না কিন্তু স্থানকাল ভেদে তা করার প্রতি এবং সম্পূর্ণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অতএব এসব কৃপাতে ধন্য হওয়ার জন্য যেসব কষ্ট এবং পরিশ্রম তুমি করবে তা জুমুআর নামাযের পর কর আর খোদার করুণা এবং কৃপা থেকে অংশ লাভের চেষ্টা কর কিন্তু স্মরণ রাখবে এসব জাগতিক বা বৈষয়িক কাজ-কর্ম সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলবে না বরং সব সময় খোদা তা'লার স্মরণে রত থাক এটিও আল্লাহ্ তা'লাই বলেছেন। জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যও খোদা তা'লার ইচ্ছা এবং তাঁর আদেশ নিষেধের অধীনস্ত হওয়া উচিত। কোন ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যা, আলস্য যেন স্থান না পায়। যদি তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বা কাজ-কর্মে এসব দিক থেকে থাকে তাহলে তোমরা পাপ করছ এবং খোদার স্মরণে আলস্য প্রদর্শন করছ। খোদা তা'লার স্মরণ এসব বিষয় থেকে তোমাদের বিরত রাখ উচিত। যেভাবে গত খুতবায়ও বলা হয়েছে, প্রতিটি কাজ করার সময় একথা যেন আমাদের মন-মস্তিষ্কে বিরাজ করে যে, খোদা তা'লা আমাকে দেখছেন। যদি এই চেতনা থাকে তাহলে খোদার স্মরণের দায়িত্বও পালিত হবে আর মানুষের ওপর অন্যান্য যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তাও মানুষ যথাযথভাবে পালন করতে পারবে।

অতএব আজকের দিনটিকে যদি গুরুত্ববহ করে তুলতে হয় তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের তা করার চেষ্টা করা উচিত যে, আমরা আজ বা কাল এক বছরের জন্য রমযানের ইবাদত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু জুমুআর ইবাদত থেকে এক বছরের জন্য বের হচ্ছি না বরং পরবর্তী জুমুআও আমাদের জন্য সেভাবেই গুরুত্বপূর্ণ যেভাবে আজকের জুমুআ। আর যেসব দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ঘাটতি অতীতে আমাদের মাঝে ছিল আগামী দিনে তা দূরীভূত করার আমরা অঙ্গীকার করছি। যদি এই চিন্তা-চেতনা থাকে তাহলে আমরা জুমুআকে বিদায় জানাব না বরং নিজেদের পাপ, দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং আলস্যকে বিদায় দিয়ে স্থায়ীভাবে তা এড়িয়ে চলার জন্য আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করব। রমযানে যেসব পুণ্যের বা সৎকর্মের তৌফিক আমরা পেয়েছি সেগুলোর সাথে কিছু যোগ করতে না পারলেও নিদেনপক্ষে সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যেন পরবর্তী রমযানকে আমরা স্বাগত জানাই; একেই বলে রমযানের বরকত থেকে কল্যাণ লাভ করা।

অতএব আমাদের মাঝে যেন এই মন-মানসিকতা না থাকে যে, আমরা জুমুআকে বিদায় দিয়েছি। আমাদের মাঝে এই মন-মানসিকতাও যেন না থাকে যে, আমরা রমযানকে বিদায় জানিয়েছি। আমাদের মাঝে এই ধারণাও যেন না আসে যে, আমরা আমাদের ইবাদতকে বিদায় জানিয়েছি যা রমযানে আমরা উপভোগ করেছিলাম। যদি কখনও কারও মাথায় এমন চিন্তা-ভাবনা উদয় হয় তাহলে সে নিজ জন্মের উদ্দেশ্য থেকে দূরে বা বিচ্যুত। আর সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে যে দূরে বা বিচ্যুত সে তাক্বওয়া থেকে বিচ্যুত। আর যে তাক্বওয়া থেকে বিচ্যুত সে খোদার কৃপারাজি অর্জন করতে পারে না। এক কথায় রমযানে আমরা যা কিছু অর্জনের চেষ্টা করেছিলাম তা আমরা নিজেরাই যেন ধ্বংস করেছি। আর আল্লাহ্ তা'লা যেই সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা থেকে আমরা বিচ্যুত হলাম। আল্লাহ্ তা'লা রোযার নির্দেশ এবং রোযা সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশাবলী মেনে চলার যেই ফলাফলের কথা বলেছেন তাহলো তাক্বওয়া। রোযা সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে এটিই বলা হয়েছে। অতএব আজ আমাদের এটিই খতিয়ে দেখতে হবে, আমরা এই ফল লাভ করতে পেরেছি কিনা? বা অন্তত পক্ষে এই প্রচেষ্টায় আমরা কিছুটা অগ্রসর হয়েছি কিনা আর আমরা কি এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা রমযানে যা কিছু অর্জন করেছি তার ওপর অবিচল এবং সুদৃঢ় থাকব এবং একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাক্বওয়া এবং এর সুক্ষ্ম দিকগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে বিষদভাবে বুঝিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, 'কুরআন শরীফ বারংবার পাঠ কর আর পাপের

**জুমুআকে যারা গুরুত্ব দেয় না তাদেরকে মহানবী (সা.) ভীষণভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিনা কারণে একাধারে তিনটি জুমুআ পড়ে না আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেন'। অতএব এই গুরুত্বকে আমাদের সবার দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, 'হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্ তা'লা জুমুআর দিনকে তোমাদের জন্য ঈদ নির্ধারণ করেছেন। তাই এই দিনে বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে নেয়ে ধুয়ে বা গোসল ইত্যাদি করে প্রস্তুতি নিবে'।**

খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তোমাদের লিপিবদ্ধ করা উচিত। পবিত্র কুরআন যেসব কাজকে পাপ আখ্যা দিয়েছে তার বিস্তারিত দিকগুলো লিপিবদ্ধ কর এরপর খোদা তা'লার ফযল এবং সমর্থনে এসব পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা কর। এটি তাক্বওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হবে। পাপ এড়িয়ে চলা তাক্বওয়ার প্রথম ধাপ হবে।'

অতএব রমযানের দিনগুলোতে আমরা দরসও শুনেছি, নিজেরাও সাধ্যমতো কুরআন পাঠের চেষ্টা করেছি এবং আমাদের অনেকেই তা বুঝারও চেষ্টা করেছে। পাপের ধারণাও স্পষ্ট হয়েছে, পুণ্যের ধারণা লাভ হয়েছে। আর এখন সৎকাজ করার ধাপ আসবে। তিনি (আ.) বলেন, তাক্বওয়ার প্রথম ধাপ হলো, কুরআনে যে সমস্ত পাপের উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর তালিকা প্রস্তুত করে তা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা আর পাপ বর্জনের এই চেষ্টা এবং পাপ এড়িয়ে চলা মানুষকে তাক্বওয়ার প্রথম ধাপে স্থান দেয় বা নিয়ে যায়।

তিনি (আ.) বলেন, 'পাপ বর্জন করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, এটি তাক্বওয়ার প্রথম সোপান।' এটি পুণ্যের প্রথম ধাপ বা প্রথম পদক্ষেপ কিন্তু এখানেই পুণ্যের শেষ নয়। তিনি (আ.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, শুধু এতটুকু করলেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হবেন না। পাপ এড়িয়ে চলা উচিত আর অপরদিকে সৎকর্মও করা উচিত।' এছাড়া পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। যদি পুণ্যকর্ম না কর তাহলে একথা মনে করো না যে, পাপ এড়িয়ে আমি তাক্বওয়া অর্জন করে ফেলেছি। খোদার নৈকট্য যদি পেতে হয় তাহলে নেক বা পুণ্য কাজ করা ছাড়া নিস্তার নেই। পুণ্য কর্ম বা নেক কর্ম অবশ্যই করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, 'যে ব্যক্তি এ কথায় গর্বিত যে, সে পাপ করে না, অনেকেই এটি নিয়ে বড় গর্ব করে যে, আমরা পাপ করি না, এমন মানুষ নির্বোধ। ইসলাম মানুষকে শুধু এ পর্যায়ে পৌঁছিয়েই ছেড়ে দেয় না বরং তা উভয় দিক সম্পূর্ণ করাতে চায় অর্থাৎ পাপকে পুরোপুরি বা একশত ভাগ পরিহার কর আর সম্পূর্ণ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে পুণ্য বা নেকীও কর।' তিনি (আ.) আরো বলেন, 'যতক্ষণ এই উভয়টি অর্জিত না হবে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়।'

অতএব এই রমযান, এই জুমুআ আর আমাদের সকল ইবাদত এদিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণকারী হওয়া উচিত যে, তাক্বওয়ার প্রথম ধাপে যেখানে আমাদের পাপকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে বা পরিহার করেছি সেখানে তাক্বওয়ার পরবর্তী ধাপে চলতে গিয়ে সকল প্রকার সৎকর্ম পুরো নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে করতে হবে। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, 'একথা বলা কোন সৎকর্ম নয় যে, আমার নামাযের অভ্যাস হয়ে গেছে আর নামায পড়ার পর সেই মসজিদে বসেই একে অন্যের কুৎসা করা আরম্ভ করবে বা এমন কথা আরম্ভ করবে পুণ্যের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। এটি থাকলে তো তোমার প্রথম পদক্ষেপই অতিক্রম হয়নি।'

অতএব জুমুআর দিন যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উক্তি অনুসারে দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে, তিনি (সা.) বলেছেন, 'জুমুআর দিন এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন দোয়া গৃহীত হয়'। এ সম্পর্কে পূর্বেই আমি আপনাদের অবহিত করেছি। রমযান আমাদের পাপ হতে একশত ভাগ মুক্ত করে পুরো আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সৎকর্ম করার শক্তিতে শক্তিমান ছেড়ে যাবে আর আমরা প্রকৃত তাক্বওয়ার ওপর বিচরণকারী হবো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী হবো এবং ইসলামী শিক্ষাকে নিজেদের জীবনের অঙ্গীভূত করে এই আকর্ষণীয় শিক্ষা সম্পর্কে পৃথিবীবাসীকে অবহিত করবো যে, এটিই সেই ধর্ম যা বান্দাকে জীবন্ত খোদার সাথে নিবিড় সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ করে আর এটিই সেই ধর্ম যা পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি সর্বোত্তমভাবে পথের দিশা প্রদান করে এবং মনোযোগ আকর্ষণ করে; এ দোয়াই আমাদের বিশেষভাবে করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই সামর্থ দান করুন। এই দোয়াও করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা সমস্যা কবলিত সকল আহমদীকে তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি দিন আর যারা যে কোনভাবে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ তাদের দুঃশ্চিন্তারও অবসান ঘটুক। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুসলেমাকেও যুগ ইমামকে মেনে দুঃখ-দুর্দশা এবং উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি লাভের তৌফিক দিন। পরস্পরের ওপর তারা যে অন্যায় এবং যুলুম করছে এ সমস্ত যুলুম এবং অন্যায় থেকে খোদা তা'লা তাদের বিরত রাখুন। আর ইসলাম স্বীয় সত্যিকার মহিমা এবং সম্মানের সাথে সকল মুসলমান দেশ হতে পৃথিবীর সামনে আত্মঃপ্রকাশ করুক। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

**তাক্বওয়া এবং এর সুক্ষ্ম দিকগুলো সম্পর্কে মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, 'কুরআন শরীফ বারংবার পাঠ কর আর পাপের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তোমাদের লিপিবদ্ধ করা উচিত। পবিত্র কুরআন যেসব কাজকে পাপ আখ্যা দিয়েছে তার বিস্তারিত দিকগুলো লিপিবদ্ধ কর এরপর খোদা তা'লার ফযল এবং সমর্থনে এসব পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা কর। এটি তাক্বওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হবে। পাপ এড়িয়ে চলা তাক্বওয়ার প্রথম ধাপ হবে।'**

# জুমুআর খুতবা

# আল্লাহ্‌র দয়া, ক্ষমা ও পুরস্কার

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১০ জুলাই, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ١ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٢ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٣ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ٧

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ বাইশ রোযা অতিবাহিত হয়েছে বা হচ্ছে আর এভাবে আমরা রমযানের শেষ আশারা বা শেষ দশকে রয়েছি। মহানবী (সা.)-এর এক উক্তি অনুসারে আমরা খোদা তা'লার রহমত ও মাগফিরাতের দশক অতিক্রম করে এখন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাতা আশারা বা দশক অতিক্রম করছি। অতএব এটি খোদা তা'লার একান্ত অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের এই সুযোগ দান করেছেন, কিন্তু এক মু'মিন যে খোদার সত্তায় বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বনের চেষ্টা করে, যার হৃদয় খোদা-ভীতিতে পরিপূর্ণ থাকে, সে শুধু এটি নিয়ে আনন্দিত হতে পারে না যে, এদিনগুলো বা এই দশক যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অতিবাহিত করার সুযোগ দিয়েছেন তা আমার মুক্তির কারণ হয়েছে।

লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর নামাযের খুতবা শ্রবণরত মুসল্লীগণ

এদিনগুলো নিঃসন্দেহে রহমত, মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির দিন, কিন্তু প্রশ্ন হলো, এদিনগুলোর কল্যাণরাজি সত্যিকার অর্থে আমরা লাভ করতে পেরেছি কি? আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধ বা উক্তি নিঃশর্ত হয় না বরং এগুলো শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে। অতএব এই দিনগুলোর রহমত থেকে অংশ পাওয়ার জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে আর এদিনগুলোতে আল্লাহ তা'লার মাগফিরাত বা ক্ষমা থেকে অংশ পাওয়ার জন্যও কিছু শর্ত আছে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্যও কিছু শর্ত মেনে চলা আবশ্যক।

অতএব এসব বিষয় থেকে লাভবান হওয়ার জন্য আমাদের সেসব বিষয় সন্ধান করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করে তাঁর ফযল এবং কৃপারাজিতে ধন্য হতে পারি। কোন কোন মুফাস্‌সির খোদা তা'লার রহমতের দু'টো প্রকারভেদের উল্লেখ করেন। প্রথম প্রকার রহমত বা করুণা খোদার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ হয়ে থাকে। তা অর্জন বা লাভের জন্য মানুষ বিশেষ কোন চেষ্টা সাধনা করে না। এর দৃষ্টান্ত হলো, খোদা তা'লার একথা বলা যে, "ওয়া রাহমাতি ওয়াসিয়াত কুল্লু শায়ইন" অর্থাৎ, আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর আল্লাহ্ তা'লার এই রহমত হতে সকল মানুষ বা সকলেই অংশ লাভ করছে। কোন প্রকার সৎকর্ম ছাড়াই তারা সেই রহমত থেকে অংশ লাভ করছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিষয়টি এভাবে বলেছেন, এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, রহমত সার্বজনীন এবং ব্যাপক আর আল্লাহ্‌র ক্রোধ অর্থাৎ আদল (অন্যায়ের যথাযথ শাস্তি দেয়া) বিশেষ কোন কারণে জন্ম নেয়। অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্য ঐশী আইন লঙ্ঘনের ফলেই কার্যকর হয়। আর এর জন্য প্রথমে ঐশী আইন বিদ্যমান থাকা আবশ্যক আর সেই ঐশী আইন লঙ্ঘনের ফলে পাপ সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। এরপরেই খোদার এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং স্বীয় দাবী পূরণ করতে চায়।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা আপন বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং দয়া প্রদর্শন করেন। কিন্তু ঐশী আইন লঙ্ঘনের পর মানুষ যখন গযব বা শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত হয় তখন ছোট-খাটো ভুল-ভ্রান্তি তো আল্লাহ্ তা'লা সব সময় ক্ষমা করতে থাকেন কিন্তু মানুষ যখন চরমভাবে সীমা লঙ্ঘন করা আরম্ভ করে তখন খোদা তা'লার আদল বা ন্যায় বিচার এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য স্বীয় রূপ প্রকাশ করে। কিন্তু সার্বজনীনভাবে খোদা তা'লার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। কিন্তু অনেক সময় আদল বা ঐশী বিধান লঙ্ঘণের ফলাফল স্বরূপ শাস্তি পাওয়া আবশ্যক হয়ে থাকে কিন্তু তাসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা করুণাবশতঃ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এই অবস্থা মু'মিনদের সাজে না। প্রকৃত মু'মিনদের অবস্থান এবং মর্যাদাই ভিন্ন। কিন্তু যদি সত্যিকার অর্থে ঈমান থেকে থাকে তাহলে ঈমানের দাবী হলো, ঈমানী অবস্থাকে সোধরানো এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

আর সকল চেষ্টা- প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি কোন পাপ হয়ে যায় তাহলে খোদা তা'লার রহমত এবং করুণা সেই পাপকে ঢেকে রাখেন। শুধু সেটিই নয় যেমনটি আমি গত কোন খুতবায় বলেছিলাম, অনেক সময় মানুষ পাপে ধৃষ্ট হয়ে যায় আর একথা বলে বেড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'লার রহমতের সমুদ্র অতি ব্যাপক তাই কোন চিন্তা নেই। এমন মন-মানসিকতা খোদা তা'লার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানায়। খোদা তা'লার রহমত বা করুণা কীভাবে তাঁর ক্রোধকে ঢেকে রাখে বা পরিবেষ্টন করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

সর্তকবাণীতে আসলে কোন প্রতিশ্রুতি থাকে না। শুধু যা থাকে তাহলো খোদা তা'লা স্বীয় কুদ্দূসিয়্যত বা পবিত্রতার কারণে অপরাধীকে শাস্তি দিতে চান আর কখনও কখনও এই নিরিখে নিজ ইলহামপ্রাপ্ত বান্দাদের এ সম্পর্কে অবহিতও করেন, অর্থাৎ যাদের ওপর ইলহাম করেন অর্থাৎ মনোনীতদের ও নবীদের বলে দেন যে, অমুক ব্যক্তি ধৃষ্ট হয়ে উঠছে, আমি তাকে শাস্তি দিতে যাচ্ছি। কিন্তু এরপর কি পরিস্থিতি দাঁড়ায়? কিন্তু সেই প্রয়োজন দেখা দেয়া সত্ত্বেও অপরাধী ব্যক্তি যখন সত্যিকার

অর্থে তওবা, ইস্তেগফার, আহাজারী ও আকুতি-মিনতি করে তখন খোদার করুণার দাবী তাঁর গযব বা ক্রোধের দাবীর ওপর প্রাধান্য লাভ করে। অনেক সময় সংবাদও এসে যায়, শাস্তির সিদ্ধান্তও হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় সে যদি তওবা করে, ইস্তেগফার করা অব্যাহত রাখে তাহলে শাস্তি এড়াতেও পারে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, অতএব ঐশী রহমতের দাবী শাস্তি বা ক্রোধের দাবীর ওপর ছেয়ে যায় আর সেই গযব বা ক্রোধকে নিজের মাঝে লুকিয়ে ফেলে, প্রচ্ছন্ন করে, পর্দাবৃত করে এবং আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দেন। আয়াত "আযাবি উসিবু বিহি মাইয়াশাউ, ওয়া রাহমাতি ওয়াসাআত কুল্লু শায়ইন" এর অর্থ এটিই অর্থাৎ "রাহমাতি সাবাকাত গাযাবি" এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর ছেয়ে গেছে। অতএব অপরাধীদেরও তওবা ও ইস্তেগফারের কারণে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দেন। যারা সকল সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যায় তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দেন। তিনি (আ.) বলেন, এমন অপরাধীরাও যাদের জন্য শাস্তি আবশ্যকীয় বা অবধারিত হয়ে যায় তারাও যখন বিগলিত চিত্তে ক্রন্দন ও আহাজারী করে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন বরং যেমনটি আমি বলেছি, অনেকের শাস্তি সম্পর্কে স্বীয় মনোনীতদের অবহিতও করেন কিন্তু তারপরও অপরাধীর বিগলিত চিত্তের ক্রন্দন, তার আহাজারি এবং ইস্তেগফার করা খোদার করুণাবারিকে আকর্ষণ করে।

যাহোক মু'মিনের এটি সাজে না যে, প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার নিয়মকে লঙ্ঘন করবে বা নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এরপর আহাজারি করবে এরপর খোদার করুণা যাচনা করবে। মু'মিনদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। আর দ্বিতীয় প্রকার রহমত বা করুণা কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। আর এর প্রতিশ্রুতি সৎকর্মশীলদের এবং তাক্বওয়ার পথে বিচরণকারীদের সাথে শর্তযুক্ত। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "ইন্না রাহমাতাল্লাহি কারিবুম মিনাল মুহসিনীন" অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার রহমত মুহসিন বা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী বা সাথে আছে।

মুহসিন শব্দের অর্থ হলো, এমন ব্যক্তি যে অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, তাক্বওয়ার পথে বিচরণকারী, জ্ঞানী, সকল শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কাজ সমাপ্তকারী। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, খোদার রহমত তাদের সাথে যারা জেনেশুনে পাপ করে না, শাস্তির ভয়ে তারা পাপ করে না। যারা নিজেদের পাপের শাস্তির ভয়ে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকে, হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করে। তারা এমন মানুষ যারা জেনেশুনে পাপ করে না বরং অজান্তে কোন পাপ হয়ে গেলেও তাক্বওয়ার সাথে তারা খোদা তা'লাকে ডাকে। তখন খোদা তা'লার রহমত তাদের ওপর বর্ষিত হয় এবং তাদের দোয়া গৃহীত হয়। এটি খোদা তা'লার এক বিশেষ কৃপা বা রহমত যে, তিনি দোয়া গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে কোন জোর খাটে না আর না কেউ কোন জোর করতে পারে যে, অবশ্য অবশ্যই তিনি আমাদের দোয়া গ্রহণ করবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্ তা'লার দয়া এবং করুণা মুহসেনীনদের সাথে রয়েছে, তাদের সাথে রয়েছে এবং তাদের ওপর নাযিল হয় যারা তাক্বওয়ার সাথে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে, তাদের সাথে রয়েছে যারা অন্যদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী।

অতএব যদি চান যে, দোয়া দোয়া গৃহীত হোক তাহলে মুহসিন বা সৎকর্মশীল হওয়া আবশ্যক আর মুহসিন শব্দের এই সকল অর্থ সামনে রেখে মুহসিন বা সৎকর্মশীল হওয়া আবশ্যক। অতএব এটি সামান্য কোন বিষয় নয়। সাধারণ বা তুচ্ছ সৎকর্ম করে মানুষ মুহসিন হতে পারে না বরং এই মর্যাদায় উপনীত হওয়ার জন্য নিজেদের সৎকর্মকে উন্নত মানে পৌঁছানো আবশ্যক। মহানবী (সা.) মুহসিনের যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন সেটি যদি মানুষ দেখে তাহলে মানুষের ভয়ে কেঁপে উঠার কথা যে, আমাদের ইবাদতের অবস্থা কি এমন? আমরা যে কাজই করি প্রতিটি কাজের সময় আমাদের অবস্থা কি এমন হয় যেরূপ মহানবী (সা.) বলেছেন। আর সেই অবস্থা কি? মহানবী (সা.) বলেন, মুহসিন হলো সে যে প্রতিটি সৎকর্মের সময় এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, সে আল্লাহ্ তা'লাকে দেখছে। একথা তার দৃষ্টিতে রাখা চাই বা অন্ততঃপক্ষে এ বিশ্বাস থাকা চাই যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে দেখছেন। আমাদের ইবাদতের অবস্থাও যদি এমন হয় এবং আমাদের অন্যান্য কাজ করার সময়ও যদি অবস্থা এমন হয় তাহলে অন্যায় কাজ কখনও হতেই পারে না, আমরা কখনও তাক্বওয়া থেকে বিচ্যুত হতেই পারি না, কখনও কারও সাথে মন্দ আচরণ করতেই পারি না, কখনও কারও অধিকার খর্ব করতেই পারি না বরং কারও ক্ষতি করা বা অধিকার পদদলিত করার কথা ভাবতেও পারি না। অতএব ইসলামী শিক্ষা বা আদেশ-নিষেধ তো এমন যে, যেদিক থেকেই এগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা আমল করা আরম্ভ করুন না কেন বা আল্লাহ্

**যদি চান যে, দোয়া দোয়া গৃহীত হোক তাহলে মুহসিন বা সৎকর্মশীল হওয়া আবশ্যক আর মুহসিন শব্দের এই সকল অর্থ সামনে রেখে মুহসিন বা সৎকর্মশীল হওয়া আবশ্যক। অতএব এটি সামান্য কোন বিষয় নয়। সাধারণ বা তুচ্ছ সৎকর্ম করে মানুষ মুহসিন হতে পারে না বরং এই মর্যাদায় উপনীত হওয়ার জন্য নিজেদের সৎকর্মকে উন্নত মানে পৌঁছানো আবশ্যক।**

তা'লার যেই নির্দেশকেই নিন না কেন বা তাঁর রসূল (সা.)-এর যে কোন উক্তি বা নির্দেশকেই দেখবেন, তা আমাদের সবাইকে ঘিরে একসাথে যেদিকে নিয়ে যাবে তা হলো হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার এবং হুকুকুল ইবাদ বা বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান অর্থাৎ অধিকার প্রদানের দিকে পরিচালিত করবে।

আমরা আকুল বাসনা রাখি যে, আমাদের দোয়াও গৃহীত হোক, আমরা খোদার রহমত বা করুণাবারিরও উত্তরাধিকারী হই, তাঁর করুণাবারি যেন আমাদের ওপরও বর্ষিত হয়; কিন্তু তা অর্জনের জন্য আমরা সেই মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করি না বা আমাদের বেশির ভাগ মানুষ করে না বা আমরা রীতিমত সেই চেষ্টা করি না যা একজন মু'মিনের করা উচিত। আমরা একথায় উৎফুল্ল হয়ে যাই যে, খোদা তা'লার রহমতের দশক আমরা অতিবাহিত করেছি কিন্তু আমরা ভাবি না যে, এই রহমত লাভের জন্য আমরা কি করেছি বা আমাদের কি করা উচিত ছিল। আমরা কি সেসব পাপী এবং অপরাধীর মতই সময় অতিবাহিত করেছি যারা সাময়িক আহাজারি করে খোদার রহমত লাভ করে সেই শাস্তি এড়াতে পেরেছে যা কারও কোন বিশেষ অপরাধ বা কতক অপরাধের কারণে নির্ধারিত ছিল, নাকি আমরা মুহসেনীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেদের জীবনকে সেভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করছি যারা তাক্বওয়ার ওপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার করে, যারা অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহারের স্থায়ী অঙ্গীকার করে, যারা রমযানকে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের স্থায়ী মাধ্যমে পরিণত করার চেষ্টা করে এবং পরিণত করে?

অতএব আমাদের এই রহমত এবং করুণাবারি আকর্ষণের চেষ্টা করা প্রয়োজন এবং করা উচিত যা আমাদের স্থায়ী সঙ্গী হবে। তা সাময়িকভাবে আমাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে এবং সময় কেটে যাওয়ার পর আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাব; এমনটি যেন না হয়। এই একটি মাত্র শব্দ রহমতের মাধ্যমে মহানবী (সা.) আমাদের জীবনের জন্য কর্মপন্থার এক ভাণ্ডার রেখে গেছেন যে, রমযানের প্রথম দশ দিনে তোমরা এই রহমত সন্ধান কর আর যখন এই রহমত লাভ হয় তখন এই অঙ্গীকার কর যে, একে জীবনের স্থায়ী অংশ করে নেব। এক মু'মিনকে এই দশ দিনের তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণ তাকে পরবর্তী পথ দেখাবে। কিন্তু শয়তান যেহেতু প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের পিছু ধাওয়া করছে, যে নিজের কাজে রত, বিভ্রান্ত করার কাজে রত, পুণ্য থেকে বিচ্যুত করার কাজে রত তাই এই রহমত বা করুণা লাভের পর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য খোদার সাহায্যের প্রয়োজন। আর এই সাহায্য অর্জনের জন্য আমাদের কোন রীতি অবলম্বন করতে হবে? বলা হয়েছে পরের দশ দিন খোদার সাহায্য এবং শক্তি যাচনা কর যেন তোমাদের কর্ম স্থায়ী কর্মে রূপ নেয় আর সেই শক্তি হলো, ইস্তেগফার। তিনি বলেন, দ্বিতীয় দশক হলো মাগফিরাতের আশারা।

যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আহাজারি বা আকুতি মিনতিকারীর পাপ ক্ষমা করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় ক্ষমা বা মাগফিরাতের চাদরে আবৃত করেন এবং তাদের ওপর রহমত বারি বর্ষণ করেন বা কৃপা করেন কিন্তু মু'মিন তারা যারা এই সাত্তারী এবং রহমতকে জীবনের অংশ এবং অঙ্গীভূত করে নেয়। যার বহিঃপ্রকাশ তাদের ইবাদতের মাধ্যমেও হয় এবং অন্যান্য কর্মের মাধ্যমেও হয় এবং স্থায়ী ইস্তেগফারের মাধ্যমে যেন হয় আর নিজেদের কর্মের ওপর দৃষ্টি রেখে যেন হয়। আর যখন এমন হবে তখন খোদার মাগফিরাত বা ক্ষমা আমাদেরকে পরিবেষ্টন করবে, তাঁর রহমতের দ্বার আমাদের জন্য ক্রমাগতভাবে উন্মোচিত হতে থাকবে। আর যখন এমন হবে তখন পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিকও আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ক্রমাগতভাবে দিতে থাকবেন।

এক মু'মিনের জন্য মাগফিরাতের প্রকৃত মর্ম বা তত্ত্ব কী আর এটি লাভের উপায় কী আর কীভাবে ইস্তেগফার করা উচিত সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, ইস্তেগফারের প্রকৃত এবং সত্যিকার অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই নিবেদন করা যে, মানবীয় কোন দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায় আর আল্লাহ্ প্রকৃতিকে যেন স্বীয় শক্তিতে শক্তিমান করেন এবং স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের গণ্ডিভুক্ত করেন। এই শব্দটি 'গাফার' থেকে উদ্ভূত যা ঢেকে দেয়া বা আবৃত করাকে বলা হয়। অতএব এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় শক্তি বলে ইস্তেগফারকারী ব্যক্তির প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে আবৃত করেন। ইস্তেগফারকারী ব্যক্তির প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে যেন তিনি ঢেকে দেন আর অবিরত ইস্তেগফারের ফলে আল্লাহ্ তা'লা ঢেকেও রাখেন।

তিনি (আ.) বলেন, ইস্তেগফারের আসল এবং প্রকৃত অর্থ হলো, খোদা তা'লা স্বীয় শক্তি বলে ইস্তেগফারকারীকে অর্থাৎ যে ইস্তেগফার করে তাকে প্রকৃতগত দুর্বলতা থেকে রক্ষা করা এবং স্বীয় শক্তি বলে তাকে শক্তি যোগানো, স্বীয় জ্ঞান বলে তাকে জ্ঞান দান করা এবং স্বীয় আলো থেকে আলো দান করা কেননা আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করে তার থেকে পৃথক হয়ে যাননি বরং তিনি যেভাবে মানুষের খালেক বা স্রষ্টা আর তার সকল আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শক্তি-বৃত্তির স্রষ্টা একইভাবে তিনি মানুষের কাইয়্যুমও অর্থাৎ যা কিছু বানিয়েছেন তাকে স্বীয় বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে হিফাযতকারীও বটে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে সৃষ্টি করেছেন স্বীয় বিশেষ সমর্থনের মাধ্যমে তার সুরক্ষাও করেন কেননা তিনি কাইয়্যুমও। অতএব খোদা তা'লার নাম যেহেতু কাইয়্যুমও অর্থাৎ নিজ সাপোর্ট বা সমর্থনের মাধ্যমে সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী তাই মানুষের জন্য আবশ্যক হলো যেভাবে সে খোদার খালিকিয়্যাতের কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে একইভাবে সে যেন স্বীয় সৃষ্টির ছাপকে আল্লাহ্ তা'লার কাইয়্যুমিয়াতের মাধ্যমে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।

অতএব মানুষের জন্য এটি একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন ছিল যার কারণে ইস্তেগফারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার কাইয়্যুমিয়াত থেকে অংশ লাভের জন্য, নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য কি করা উচিত? আল্লাহ্ তালা বলেন, ইস্তেগফার কর।

অতএব রমযানে মাগফিরাতের দিকে আমাদের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে এই প্রেরণা বা স্পিরিটের প্রতি মনোযোগ রাখার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার রহমত থেকে যদি স্থায়ী অংশ পেতে চাও তাহলে ইস্তেগফার কর, আল্লাহ্ তা'লার কাছে

মাগফিরাত যাচনা কর। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যিনি এদিন গুলোতে নিজ বান্দাদের প্রতি খুবই সদয় হয়ে থাকেন, তাঁর করুণার উভয় ধারা প্রবাহমান রয়েছে। একটি হলো সাধারণ কল্যাণ ধারা যা থেকে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবাই অংশ পায় আর একটি বিশেষ কল্যাণধারা যা শুধু সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা থেকেও যেন আমরা অংশ পেতে পারি। আর এক মু'মিন যেখানে এই কল্যাণধারা থেকে অংশ পাওয়ার জন্য যা সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং পুণ্য করার শক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করবে সেখানে ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদা তা'লার আলো থেকে আলো নেয়া এবং খোদার শক্তি থেকে তার শক্তি অর্জন করা উচিত যেন কখনও সে খোদার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু না খায় বা খোদা তা'লার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে শয়তানের ক্রোড়ে গিয়ে পতিত না হয়। কেননা খোদার শক্তি যদি সাথে না থাকে তাহলে শয়তানের আক্রমন বড় ভয়াবহ। তা তাৎক্ষণিকভাবে মানুষকে করতলগত করে ফেলে। তাই ইস্তেগফার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেন মানুষ খোদার শক্তি থেকে শক্তি লাভ করে এবং শয়তানের কাছ থেকে সব সময় নিরাপদ থাকে।

তিনি (আ.) বলেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল আর এই দুর্বলতা এড়িয়ে খোদার শক্তিতে শক্তিমান হওয়ার জন্য ইস্তেগফার আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মানুষের পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এবং খোদার কৃপা ও রহমতকে নিজের জীবনে স্থায়ী করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাপোর্ট বা সমর্থন প্রয়োজন। এটি ছাড়া আমরা কিছুই করতে সক্ষম নই আর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নাম কাইয়্যুম রেখে তাঁর বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এই নেকী অব্যাহত রাখার জন্য এবং খোদা তা'লার করুণা ও ক্ষমা থেকে স্থায়ীভাবে অংশ পাওয়ার জন্য খোদা তা'লার সাহায্য এবং তাঁর সাপোর্টের প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম কাইয়্যুমই বলছে, কোন কিছুকে যদি স্থায়ী রূপ দিতে হয় তাহলে তোমাদের আমার সাপোর্ট এবং সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে, আমার দিকে এসো। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অতএব এই সাপোর্টকে কখনও ছেড়ে দিও না যা চিরস্থায়ী অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে– যিনি চিরস্থায়ী এবং স্থিতিদাতা আর সবচেয়ে দৃঢ় সাপোর্ট বা সমর্থন।

অতএব আমাদের একথা বুঝতে হবে, মধ্যবর্তী দশকের মাগফিরাতের আশারা হওয়ার অর্থ এটি নয় যে, এই দশ দিনে যত পার ইস্তেগফার করে নাও আর এভাবে তোমাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যাবে বরং মহানবী (সা.) এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, রমযান এসেছে, খোদা তা'লা নিজ বান্দাদের নিকটবর্তী হয়েছেন। তোমাদের মনোযোগও দোয়া এবং রোযার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে তাই এখন নিজেদের নেকী বা পুণ্যকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার রহমত এবং করুণা সিন্ধু থেকে স্থায়ীভাবে অংশ লাভের জন্য, নিজেদের প্রকৃতিগত দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য খোদা তা'লার দরবারে ইস্তেগফারের মাধ্যমে তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনিতে আশ্রয় নাও আর চেষ্টা কর যেন এই অবস্থা চিরস্থায়ী হয়। আমি আশা করি, আমাদের অধিকাংশ এই চেতনার সাথে খোদার মাগফিরাত যাচনার মাধ্যমে দ্বিতীয় আশারা বা দ্বিতীয় দশক অতিবাহিত করেছেন; দ্বিতীয় আশারা যেহেতু সমাপ্ত তাই এখন এই চেতনা নিয়ে তৃতীয় আশারায় প্রবেশ করছেন বলে আশা রাখি যে, আল্লাহ্ তা'লা থেকে প্রাপ্ত আলো এবং শক্তি আমাদেরকে খোদার সন্তুষ্টির জান্নাতে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

মহানবী (সা.) বলেছেন, শেষ দশ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশারা, এসময় মানুষ খোদার রহমতের চাদরে আবৃত হয়, তাঁর আলো থেকে অংশ নিয়ে তাঁর শক্তির বলে যখন এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জানা কথা যে, সে খোদার নৈকট্য অর্জনকারীই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা কাউকে প্রতিদান শূন্য রাখেন না। তিনি বড়ই দয়ালু এবং অনেক বড় দাতা। মানুষ যখন খোদার সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করে বা নেককর্মের চেষ্টা করে তখন খোদা তা'লা শুধু এতটুকুই বলেন না যে, ঠিক আছে আমি তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো না, তুমি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়েছ বরং জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশারা আখ্যা দিয়ে তিনি (সা.) সত্যিকার অর্থে আমাদেরকে একথাই বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা এরূপ সৎকর্মশীলদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে স্বীয় জান্নাতের শুভ সংবাদ দেন। রমযান মাস আসার পর দোযখের দ্বার যে বন্ধ করা হয়েছিল যদি স্থায়ীভাবে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে থাক, ইস্তেগফার করতে থাক, পুণ্যের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য স্থায়ীভাবে যদি খোদার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখ তাহলে জাহান্নামের দ্বার শুধু রমযানেই নয় বরং এই ত্রিশ দিনের ইবাদত, অঙ্গীকার আর অধিকার প্রদান আর তওবা ও ইস্তেগফারের স্থায়ী অভ্যাস জাহান্নামের দ্বার চিরতরে বন্ধ করে দেবে। জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্বৃতি উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন,

ধর্মের উদ্দেশ্য কি? ধর্মের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তা'লার সত্তা এবং তাঁর উৎকর্ষ গুণাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত ঈমান অর্জিত হয়ে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে মানুষের মুক্তি লাভ করা আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধন রচিত হওয়া; কেননা সত্যিকার অর্থে সেটিই জান্নাত যা পরলোকে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাবে। আর সত্যিকার খোদা সম্পর্কে অনবহিত থাকা এবং সেই খোদা থেকে দূরে থাকা এবং তাঁর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা না রাখা এটিই সত্যিকার অর্থে জাহান্নাম যা পরলোকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাবে।

অতএব এই গূঢ় তত্ত্ব আমাদের বুঝতে হবে যে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের ধারাও এই পৃথিবীতেই সূচিত হয় আর জান্নাত লাভও এই পৃথিবীতেই আরম্ভ হয়ে যায় আর এই উভয়টির যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে যা বিভিন্ন অবস্থা এবং রূপে মানুষ লাভ করবে তা মূলত পরকালে হয়ে থাকে।

অতএব খোদা তা'লার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক, তওবা, ইস্তেগফার মানুষকে এই পৃথিবীতেই জান্নাতে ধন্য করে যার ব্যাপকতর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে পরকালে আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং ভালবাসা, তাঁর করুণা এবং ক্ষমা প্রতিনিয়ত যাচনা না করা তাঁর আদেশ-নিষেধকে জেনেশুনে লঙ্ঘন করারই নামান্তর। এটি খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের বরাতে বিষয়টিকে এভাবে

খোলাসা করেছেন, তিনি বলেন, কুরআন শরীফ জান্নাত এবং জাহান্নামের যে চিত্র তুলে ধরেছে অন্য কোন গ্রন্থ তা করেনি। এটি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছে যে, এ পৃথিবীতেই এই ধারার সূচনা হয় তাই তো বলা হয়েছে, "ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বাহি জান্নাতান" অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা ভেবে ভীত তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে অর্থাৎ একটি জান্নাত তো এই পৃথিবীতেই লাভ হয় কেননা খোদার ভয় এবং ভীতি তাকে পাপ থেকে বিরত রাখে আর পাপ থেকে বিরত থাকলে জান্নাত লাভ হয়। আর পাপের দিকে ধাবিত হওয়া হৃদয়ে এক প্রকার ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি সৃষ্টি করে যা নিজেই একটি ভয়াবহ জাহান্নাম। খোদা-ভীতি পাপ থেকে বিরত রাখে আর মানুষ যখন পাপ থেকে বিরত থাকে তখন সে এই পৃথিবীতেও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পায় আর পাপের দিকে ধাবিত হওয়া তথা কোন পাপী কখনও শান্তি পায় না। কোন না কোন স্থানে তার ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি লেগেই থাকে। আর পাপ করার পর মানুষের এই যে অবস্থা এটি স্বয়ং এক জাহান্নাম। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার ভয়ে ভীত থাকে, সে পাপ বর্জন করে এই আযাব এবং বেদনা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে রক্ষা পায় যা রিপুর তাড়না এবং কামনা-বাসনার দাসত্বের ফলে সৃষ্টি হয়। যারা রিপুর তাড়না এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাসত্ব করে খোদা-ভীতি থাকলে তারা এগুলো এড়াতে পারে।

তিনি (আ.) আরও বলেন, আর বিশ্বস্ততা এবং খোদার প্রতি ঝুঁকা এবং তাঁর সামনে বিনত হওয়ার ক্ষেত্রে তার উন্নতি হয়। আর মানুষ যখন এগুলো এড়িয়ে চলবে তখন খোদা তা'লার প্রতি বিনত হওয়ার ক্ষেত্রে সে উন্নতি করবে যারফলে এক স্বাদ এবং প্রশান্তি সে লাভ করে আর এভাবে তার জন্য এ পৃথিবীতেই জান্নাতি জীবনের সূচনা হয়।

অতএব ইহলৌকিক জান্নাতী জীবন বা পরকালে জান্নাত লাভের প্রচেষ্টা এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া কি এবং কীভাবে সম্ভব? তিনি একথাই বলেছেন, পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুসারে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করা শুধু পারলৌকিক জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এই পৃথিবীর বা ইহলৌকিক জান্নাত এবং জাহান্নামও রয়েছে। আর এই জাহান্নাম থেকে তখনই রক্ষা পাওয়া সম্ভব যদি মানুষ খোদা তা'লাকে ভয় করে। আর যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে মহানবী (সা.) বলেছেন, সত্যিকার মুহসিন বা সৎকর্মশীল হলো সে যার মন-মস্তিষ্কে সব সময় এই ধারণা বিরাজমান থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দেখছেন। আর যখন এই চেতনা থাকে যে, খোদা তা'লা আমাকে দেখছেন তখনই খোদা-ভীতি সৃষ্টি হয় আর কেবল তবেই মানুষ পাপ এড়াতে সক্ষম হয়। আর যে পাপ বর্জনে সক্ষম হয় সে হৃদয়ের উৎকণ্ঠা থেকেও রক্ষা পায়। যদি কোন ব্যক্তি চোর হয়ে থাকে বা যে কোন ভ্রান্ত বা ভুল কাজ করে তার সব সময় কোন না কোনভাবে এই আশংকা থাকে যে, কোথাও আমি ধরা না পড়ি বা কোন প্রকার দুর্নাম না হয়ে যায়।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আর এই ভয় তাকে এই পৃথিবীতেই জাহান্নামে বা দোযখে নিপতিত করে। সুতরাং যার খোদা-ভীতি আছে সে এই জগতেও এবং পরকালেও জান্নাত লাভ করে। আর যে রিপুর তাড়নার শিকার এবং কামনা-বাসনার দাসত্বে লিপ্ত সে এই পৃথিবীতেও আর পরকালেও জাহান্নামের ভাগী হয়। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হওয়া এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনই আসলে জান্নাত আর আল্লাহ্ থেকে দূরে যাওয়াই হলো জাহান্নাম। অতএব জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে চলা এবং খোদা-ভীতি আর খোদার তাক্বওয়াকে সবসময় দৃষ্টিগোচর রাখা।

অতএব এই সংক্ষিপ্ত হাদীসে তিনটি কথা উল্লেখ করে মহানবী (সা.) যেখানে খোদা তা'লার রহমতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেখানে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ইস্তেগফারের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর এরপর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, মানুষ যদি এটি অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে তাঁর প্রতিটি কথা এবং কর্ম খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হয়, পাপের প্রতি ঘৃণা এবং পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। রমযানের স্থায়ী কল্যাণ ধারা তার জীবনে প্রবাহিত হয় এবং তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয় এবং ইহ ও পরকালে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করে সে তাঁর জান্নাতে ধন্য হয়।

অতএব এ কথা সর্বদা আমাদের সামনে রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ভাবতে হবে। রমযানের শেষ দশকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আর ঈমানকে চিরকাল নিরাপদ রাখার জন্য এবং তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আরও একটি কথা এবং আরও একটি বিষয়ের প্রতিও মহানবী (সা.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বরং সুসংবাদ প্রদান করেছেন আর তাহলো, রমযানের শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদর। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে

**ধর্মের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তা'লার সত্তা এবং তাঁর উৎকর্ষ গুণাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত ঈমান অর্জিত হয়ে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে মানুষের মুক্তি লাভ করা আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধন রচিত হওয়া; কেননা সত্যিকার অর্থে সেটিই জান্নাত যা পরলোকে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাবে।**

এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে রমযানের রোযা রাখে তার অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে লায়লাতুল ক্বদরের রাতে নামাযের জন্য দন্ডায়মান হয় তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। লায়লাতুল ক্বদরের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু রমযানের রোযাও একই গুরুত্ব রাখে। ঠিক আছে যদিও এক রাতে পাপ ক্ষমা করা হয় কিন্তু অতীতের কর্মও সামনে থাকে আর রমযানের ত্রিশ দিনেও একই কাজ করতে হয় বা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এগুলো হলো সেই শর্ত যা আবশ্যকীয়।

রমযানের রোযা রাখা এবং লায়লাতুল ক্বদর পাওয়া ও পাপের ক্ষমা লাভ করা, ঈমানী চেতনা এবং আত্মজিজ্ঞাসা এগুলো আবশ্যক। যদি রমযানের প্রথম দিনগুলোতে কোন দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে শেষ দিনগুলোতে তা দূর করার চেষ্টা থাকা উচিত। মহানবী (সা.) শুধু এই কথা বলেন নি যে, শুধু তার পাপই ক্ষমা করা হবে যে লায়লাতুল ক্বদর লাভ করবে বরং প্রত্যেক ব্যক্তি যে রোযা এবং লায়লাতুল ক্বদর ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে অতিক্রম করে তার আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করে থাকেন। মু'মিনের অনেক বিশেষত্ব এবং মু'মিন সংক্রান্ত অনেক শর্তের কথা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা যেখানেই এই শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে অনেক জায়গায় ঈমানকে সৎকর্মের সাথে যুক্ত করেছেন। অতএব এদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে যে, ঈমান কাকে বলে? আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় ঈমান এবং একই সাথে নেককর্ম বা সৎকর্মের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মু'মিনের অনেক চিহ্ন এবং লক্ষণ বর্ণনা করেছেন।

উদাহারণ স্বরূপ একটি লক্ষণ হলো, "ইন্নামাল মু'মিনুনাল্লাযিনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াযালাত কুলুবুহুম" অর্থাৎ, মু'মিন কেবল তারাই যাদের সামনে যখন আল্লাহ্ তা'লার কথা উল্লেখ করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভীত এবং ত্রস্ত হয়। কাজেই মু'মিনের পরিচয় হলো, সে যেন সব সময় এই চিন্তা-চেতনার মাঝে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ অনুসারে জীবন যাপন করা আবশ্যক আর আল্লাহ্ তা'লাও এই নির্দেশ দিয়েছেন। যখনই আল্লাহ্ তা'লার বরাতে বা প্রেক্ষাপটে কোন কথা তাকে স্মরণ করানো হয় তখন সে তাৎক্ষণিকভাবে ভীত হয় এবং সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করে।

অতএব যখন বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'লার বরাতে সৎকর্ম করার এবং অন্যের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের নির্দেশও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে রয়েছে এবং এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাই এগুলো সব সময় আমাদের দৃষ্টিতে রাখা প্রয়োজন। খোদা তা'লার বরাতে যখন বলা হয় যে, এগুলো পালন কর আর মানুষ তাসত্ত্বেও সেগুলো পালনের প্রতি মনোযোগ না দেয় তাহলে প্রশ্ন হলো, এই আয়াতের অধীনে সে কি মু'মিনদের শ্রেণীভুক্ত হয়? বা আমরা যদি মনোযোগ না দেই তাহলে আমরা কি মু'মিনদের জামাতভুক্ত? তিনি বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে এবং নিজ ঈমানের অবস্থা বিশ্লেষণ করে রোযা রাখে এবং লায়লাতুল ক্বদর অতিক্রম করে তাহলে তার পাপ ক্ষমা করা হবে।

অতএব রমযান এবং লায়লাতুল ক্বদরের কল্যাণ শর্ত সাপেক্ষ। যেমনটি আমি শুরুতেও বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের নিদের্শাবলী শর্ত সাপেক্ষ হয়ে থাকে। মানুষের ঈমানে যদি দুর্বলতা থাকে আর অন্যের অধিকার যদি সে পদদলিত করে তারপরও যদি সে লায়লাতুল ক্বদর দেখেছে বলে দাবী করে, যদি তার মাঝে দোয়ার বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়, জীবনে পূর্ণ বিপ্লব আসে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ফযল এবং রহমত তাকে ধন্য করেছে। আর এর দাবী হলো, এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলা। যদি অবস্থা এমন না হয় তাহলে হতে পারে যাকে সে লায়লাতুল ক্বদর মনে করেছে সেটি এক আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি (আ.) বলেছেন, ঈমান পরিপূর্ণ হওয়া চাই এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনাও থাকা চাই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই বিষয়টি আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন যে, শুধু সেই বিশেষ রাতই লায়লাতুল ক্বদর নয়। লায়লাতুল ক্বদরের তিনটি রূপ রয়েছে। একটি হলো সেই রাত যা রমযান মাসে আসে। একটি হলো, সেই যুগ যা নবীর যুগ হয়ে থাকে। আরেকটি হলো, মানুষের জন্য বা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য লায়লাতুল ক্বদর হলো সেটি যখন সে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, জাগতিক সকল নোংরামি এবং কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, নিজ ঈমানের ওপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে সকল পাপকে যখন সে ঝেড়ে ফেলে। অতএব এটিই সেই লায়লাতুল ক্বদর। যদি এটি লাভ হয় আর আমরা সম্পূর্ণভাবে যদি খোদার হয়ে যাই এবং তাঁর নিদের্শাবলী মান্যকারী হই, নিজেদের ইবাদতের মানের উন্নয়নকারী হয়ে যাই তাহলে এটি আমাদের সেই লক্ষ্য যা অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যদি এই মর্যাদায় উপনীত হই বা এটি যদি আমরা করতে পারি তাহলে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত আমাদের দোয়া গৃহীত হওয়ার সময় বলে গণ্য হবে। আমরা যারা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিকের মান্যকারী, আমাদের নিজেদের অবস্থায় বিপ্লব সাধন করে নিজেদের ঈমানকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন যেখানে আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্ম খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হবে। আমরা আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণা নিয়ে নিজেদের জীবন অতিবাহিতকারী হবো আর রমযানের কল্যাণ আমাদের মাঝে চিরস্থায়ী হোক এ দোয়াই করি।

খোদা করুন আমাদের মাঝে অনেকেই সেই লায়লাতুল ক্বদরের অভিজ্ঞতা লাভ করুক যা দোয়া গৃহীত হওয়ার বিশেষ সুযোগ নিয়ে আসে, যা সেই শেষ দিনগুলোতে আসে যার কথা মহানবী (সা.) আমাদেরকে অবহিত করেছেন। এটি পাওয়া আমাদেরকে যেন পুণ্য এবং তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত করে বরং এক্ষেত্রে যেন আমাদেরকে উন্নত করে। আমাদের অতীতের সকল পাপের যেন ক্ষমা লাভ হয় আর ভবিষ্যৎ পাপ বর্জনের জন্যও আল্লাহ্ তা'লা নিজ বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের মাঝে শক্তি এবং সামর্থ সৃষ্টি করুন। (আমীন)

*কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।*

# আল্ ইস্তিফতা
## বিবেকের কাছে প্রশ্ন

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

**হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ**
**প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)**
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُ اللهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيْمَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

رَبَّنَا إِنَّنَا جِئْنَاكَ مَظْلُوْمِيْنَ فافرُقْ بيننا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ، آمين

*আমরা মহা গরিয়ান ও মহিয়ান আল্লাহ্‌র প্রশংসা-কীর্তন করি এবং তাঁর সম্মানিত রসূলের প্রতি দরুদ প্রেরণ করি।*

*হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়ে তোমার কাছে এসেছি, সুতরাং আমাদের ও অত্যাচারী জাতির মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দাও* (আমীন)।

প্রিয় ভাইয়েরা, আল্লাহ্ আপনাদের স্বীয় করুণায় সিক্ত করুন; অবগত থাকুন যে, আমি দু'অধ্যায় সম্বলিত এই পুস্তিকাকে দু'ভাগে ভাগ করেছি। এর উদ্দেশ্য হলো শত্রুতা পোষণকারীদের কাছে সত্যের প্রমাণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। অশ্রুদিয়ে, গভীর মর্মবেদনা নিয়ে আমরা এই বই লিখেছি। মানবকূলের প্রতিপালক–প্রভুর ওপর ভরসা রেখে একটি পরিশিষ্টের মাধ্যমে এর সমাপ্তি টেনেছি।

## ইস্তিফতার প্রথম অধ্যায়ঃ

হে মুসলমান আলেম ও শ্রেষ্ঠ মানবের অনুসারী প্রাজ্ঞজনেরা! সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনাদের কী ধারণা যিনি মহা সম্মানিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার দাবি করেন আর আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন শরীফ) এবং তাঁর মমতাশীল ও দয়াময় রসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখেন? আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জন্য অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটিয়েছেন এবং তার পক্ষে সমুজ্জ্বল সকল নিদর্শনাবলী ও বিস্ময়কর সাহায্য-সমর্থন প্রকাশ করেছেন। তিনি

এমন এক যুগে আবির্ভূত হয়েছেন যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোন দিক থেকে ছিল নগ্ন আর ইসলামের বক্ষে ছিল ধারালো বর্শা-তুল্য। সে যুগের আলেমরা ছিল এমন এক ব্যক্তির মত যার পা দু'টো চলার শক্তি হারিয়ে বসেছে। পাদ্রীরা সে যুগে এমন এক বীরের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করে যার হাতে রয়েছে দুটো তীর। সেগুলোর একটিকে তারা শাণিত করে মিথ্যা ও বহুবিধ অপবাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মতকে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য, আর অপরটি ব্যবহার করে মানুষকে ক্রুশীয় মতবাদে দীক্ষিত করার অপপ্রয়াসে।

তোমরা দেখবে যে, তারা এমন নেকড়ে-তুল্য, যে অকারণে মেষের ক্ষতি করে বা এমন চোরের মতো যার কাজ হলো সহায়-সম্পত্তি চুরি করা। তাদের কাছে রওয়ায়েত বা গতানুগতিক কতগুলো শব্দের বিকৃত অর্থ ছাড়া আর কিছু নেই যা বিবেকের কাছে কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের ধর্মের খুঁটি হলো প্রায়শ্চিত্ববাদের কাঠখড়ি (অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ববাদ) যার মাধ্যমে অবাধ্য প্রবৃত্তির মন্দবাসনা চরিতার্থ করার সকল দ্বার অবারিত করা হয়েছে।

এ বিশ্বাসের চেয়ে বেশি পুণ্যবানদের দৃষ্টিতে অধিক সাংঘাতিক, অশ্লীল ও অগ্রহণযোগ্য বিশ্বাস আর কিছু হতে পারে কি? কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা আল্লাহ্ ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির বা শ্রেষ্ঠ মানবের ধর্মকে গালমন্দ করে। ইসলামের জন্য এটি সবচেয়ে কঠিন একটি সমস্যা। সে ধর্ম যার ভিত্তি শুস্ক কাঠের ওপর অর্থাৎ ক্রুশিয় বিশ্বাসের ওপর তা নিয়ে গবেষণা করা বা চিন্তা-ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই আর বিবেকও এর সত্যায়নের বিষয়ে কাউকে অনুপ্রেরণা যোগায় না। পূত-পবিত্র প্রকৃতি এ বিশ্বাসকে ঘৃণা করে, এর সাথে দূরত্ব বজায় রাখে বরং তা ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসকে তিন তালাক দেয় (সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে)। হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে আরোহন ও অবতরণের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা এমন একটি বিষয় যাকে সুস্থ-বিবেক ও ঐশী গ্রন্থ কুরআন, মিথ্যা সাব্যস্ত করে। এটি শিশুর ঘুম-পাড়ানি গান বা ছেলে-ভোলানো খেলার পুতুলের চেয়ে বেশী গুরুত্ব রাখে না আর এর সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই।

সার কথা হলো, এ যুগে আগমনকারী এই দাবিকারক, সীমাহীন নৈরাজ্য, বিদাতের আধিক্য ও ইসলামের দুর্বলতার সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রৌঢ়ত্ব বলুন বা যৌবন, এ দাবির পূর্বেও, জীবনের কোনো অংশে তাঁর মিথ্যা বলা বা প্রতারণার কোনো অভ্যাস ছিল না। তাঁর কোনো কর্ম শ্রেষ্ঠ রসূলের সুন্নত বা রীতিনীতি পরিপন্থী ছিল না বরং রসূল করীম (সা.) যে সকল শিক্ষা ও সংবাদ নিয়ে এসেছেন এবং মুত্তাকীকূলের শিরোমণি (সা.)-এর পক্ষ থেকে যা কিছু প্রমাণিত তিনি সবকিছুর প্রতিই ঈমান রাখেন। আর তিনি এ বিশ্বাসও রাখেন যে, তিনি (সা.) অবাধ্য প্রবৃত্তির নীচ কামনা-বাসনার চিকিৎসক। পাপে জর্জরিতদের তিনি চিকিৎসা ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এসেছেন সৃষ্টির মাঝে মীমাংসার জন্য আর শেষ উম্মতকে পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর সাথে মিলিত ও সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে। যদি তুমি তাঁর আদর্শ বিশ্লেষণ কর তাহলে দেখবে যে, তাঁর মাঝে মুস্তফার (সা.) আদর্শ রয়েছে। হিদায়াতের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে তাঁরই অনুসরণ করেন। শত্রু তাঁর বিরোধিতায় সকল হীন পন্থা অবলম্বন করেছে আর বিপদ বা সমস্যার পাহাড় হয়ে তাঁর ওপর আছড়ে পড়েছে।

তারা তাঁর কথায় ত্রুটি সন্ধান বা আলোকিত উম্মতের বিরুদ্ধাচারমূলক কোনো কথা খুঁজে বের করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে বা সবকিছু খতিয়ে দেখেছে। বিদ্বেষ ও শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তাঁর জীবনী বিশ্লেষণ করেছে। কিন্তু চরম শত্রুতা সত্ত্বেও, অপবাদ দেয়া, দোষারোপ করা ও হেয় প্রমাণের কোনো উপায় তারা বের করতে পারে নি বা তাঁর এমন কোনো কাজ তারা খুঁজে পায় নি যা স্বার্থান্ধতা ও কামনা-বাসনার দাসত্ব বলে গণ্য হতে পারে।

তাঁর জীবনের প্রথম অংশে তিনি মানব-চক্ষুর অন্তরালে, নিভৃত কোণে জীবন কাটাতেন। কেউ তাঁকে চিনত না আর তাঁকে নিয়ে কোনো মাতামাতিও ছিল না। তাঁর কাছে কোনো আশা বা তাঁর পক্ষ থেকে কোনো আশঙ্কাও ছিল না। তাঁর কোনো পরিচিতি ছিল না আর তাঁকে সম্মান দেয়ারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। সাধারণ্যে ও জ্যেষ্ঠদের মাঝে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো, তাতেও তাঁকে বিবেচনায় আনা হতো না বরং মনে করা হতো যে তার কোনো পদমর্যাদাই নেই। জ্ঞানী-গুণীদের বৈঠকে তাঁর কথা এড়িয়ে যাওয়া হতো। সে যুগে তাঁর প্রভু তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর সাথে আছেন আর তাঁকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে প্রিয়জনদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আর এই সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর নাম সমুন্নত করবেন এবং তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করবেন। তাঁর সত্যতার প্রমাণকে সমধিক গুরুত্ব ও মাহত্ম্য প্রদান করবেন যার ফলশ্রুতিস্বরূপ তিনি মানবকূলে খ্যাতি লাভ করবেন। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও প্রশংসার সাথে স্মরণ করা হবে। স্বর্গের অধিপতির নির্দেশে জগতময় তাঁর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে দেয়া হবে। মর্যাদাবান খোদার পক্ষ থেকে তাঁকে সাহায্য করা হবে। সুদূরের পথ পাড়ি দিয়ে দলে-দলে মানুষ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় তাঁর কাছে ছুটে আসবে; এমনকি তাদের সংখ্যাধিক্যে তাঁর ক্লান্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হবে এবং তাদের দেখে তাঁর বক্ষ সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। এক দরিদ্র ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের সংখ্যাধিক্য ও তাদের বোঝা বহন এবং অর্থের স্বল্পতার কারণে যেভাবে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাঁরও সেভাবেই

দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেবে। আল্লাহ্ মানুষের হৃদয়ে তাঁর প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন সে সুবাদে তারা স্বদেশ পরিত্যাগ করে তাঁর গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করবে। তারা তাঁর সাক্ষাতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে সঙ্গী-সাথীদের সাথে মেলামেশা বর্জন করবে। তাঁর সাহচর্য লাভের জন্য মানুষের মন উদ্বেলিত হবে, আর তাঁর দর্শনে হৃদয় বিগলিত হবে।

খোদার বান্দারা সবকিছু পরিত্যাগ করে পরম নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও হৃদয়ের স্বচ্ছতার সাথে আকুল হয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। হরেক রকম বিপদাপদ তাঁর জন্য তারা সানন্দে বরণ করবে। তাদের মাঝে একটি শ্রেণী এমনও থাকবে যাদের আসহাবে সুফ্‌ফা *[মহানবী (সা.)-এর প্রিয় সাহাবীদের মাঝে কতক এমন ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর মুখ-নিঃসৃত পবিত্র বাণী শোনার জন্য, জগতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মসজিদে নববীতে বসে থাকতেন; তাঁদের আসহাবে সুফফা বলা হয় -**অনুবাদক**]* আখ্যায়িত করা হবে আর তাঁর ঘরে তারা ফকীরবেশে (স্বেচ্ছায় দারিদ্র বরণকারী) জীবন কাটিয়ে দেবেন। তাদের কামনা-বাসনা লোপ পাবে এবং তাদের হৃদয় জলধারার ন্যায় প্রবাহিত হবে। সত্য অনুধাবন এবং স্বর্গীয় আলোর অভিজ্ঞতার কল্যাণে তুমি তাদের চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবহমান দেখবে, আর তারা বলে–

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ

[*অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছি (সূরা আলে ইমরান : ১৯৪) অনুবাদক*]। আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি ও সুগভীর অনুরাগের বশবর্তী হয়ে তাঁরা তত্ত্বজ্ঞানীদের ন্যায় বিগলিত চিত্তে কাঁদবে। তারা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতার চেতনায় সমৃদ্ধ কেননা; তিনি তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়েছেন আর তাঁদের আত্মা মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র দরবারে সেজদাবনত থাকে।

অনুরূপভাবে এই দাসের জন্য চতুর্দিক থেকে উপহার-উপঢৌকন, অর্থ-সামগ্রী এবং হরেক প্রকার জিনিসপত্র আসবে। তাঁর জন্য আদি থেকে অবধারিত সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁর প্রভু তাঁকে মহা-কল্যাণ, বিজয়ী আত্মা এবং প্রবল আকর্ষণে ভূষিত করবেন। মানুষ সবকিছু ছেড়ে তাঁর দ্বারে ছুটে আসবে। বাদশাহ তাঁর পোশাকে কল্যাণ সন্ধান করবে। বাদশাহ ও সম্পদশালীরা তাঁর পথপানে চেয়ে থাকবে। সকল জাতির মানুষ তাঁর বিরোধিতায় দন্ডায়মান হবে। তারা তাঁকে সমূলে উৎপাটনের আপ্রাণ চেষ্টা করবে। তারা তাঁর আলো নিভিয়ে দেয়া, তাঁর আগমন-সংবাদ চাপা দেয়া এবং তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার সকল ষড়যন্ত্র করবে। তারা তাঁর সত্যতার প্রমাণাদিতে খুঁত বের করা, তাঁকে হত্যা করা, ক্রুশে দেয়া, দেশান্তরিত করা অথবা দীনহীন ভিখারি প্রতিপন্ন করা, তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ ও বানোয়াট অভিযোগ এনে তাঁকে সরকারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো বা তাঁকে সবচেয়ে ভয়াবহ কষ্ট দেয়ার সকল ষড়যন্ত্র করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা স্বর্গীয় কৃপায় তাঁকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবেন, তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করবেন এবং তাদের লাঞ্ছিত করবেন। বিফল মনোরথ ও ক্ষয়ক্ষতিতে জর্জরিত অবস্থায় তারা ঘরে ফিরবে আর অবস্থা এমন হবে যেন জীবিতদের মাঝে তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যে সকল নিয়ামত ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি তা রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ নিজ বান্দাকে প্রদত্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি বা শত্রুর জন্য শাস্তির অঙ্গীকারের ব্যত্যয় ঘটান না।

এ হলো খোদা-প্রদত্ত সংবাদ যা ঘটার পূর্বেই এই বান্দার প্রতি ওহী করা হয়েছে, আর তা মুদ্রণ করে বিভিন্ন দেশে ছোট-বড় সবার মাঝে প্রচার করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির প্রতি তা প্রেরণ করা হয়েছে। এ সকল জাতিকে এর সাক্ষী রাখা হয়েছে। এ সকল প্রচার হওয়ার পর আজ প্রায় ২৬টি বছর কেটে গেছে। তখন এর ফলাফল প্রকাশের কোনো লক্ষণও ছিল না আর কোনো সুচিন্তাশীল মানুষ এমনটি ঘটার বিষয়ে কোনো জ্ঞানই রাখত না বরং প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করত যে তা ঘটা অসম্ভব। সকলেই এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত আর একে প্রতারণা মনে করতো বা প্রবৃত্তির তাড়নায় কামনা-বাসনার ফসল গণ্য করত। অথবা তারা বলত, এটি শয়তানের কুমন্ত্রণা; মহামর্যাদাবান খোদার কথা নয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী বারাহীনে আহমদীয়ায় বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে যা উর্দূ (ভারতীয়) ভাষায় লিখিত এই অধমের একটি গ্রন্থ। কারো যদি এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহলে তার উচিত, খোদাভীতির সাথে স্বচ্ছ হৃদয়ে এটি পাঠ করা। একই সাথে এই সংবাদের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও সুমহান মর্যাদা এবং এতে প্রদত্ত প্রমাণাদির মহিমা আর সংবাদ দেয়া ও সংবাদ পূর্ণ হওয়ার যুগের দূরত্ব ও এর ঔজ্জ্বল্য এবং প্রভা সম্পর্কে চিন্তা করা। সর্বজ্ঞানী সত্তা যদি জ্ঞান না দেন তাহলে কোনো ব্যক্তি নিজ ক্ষমতায় এমন সংবাদ দিতে পারে কি? এমন সংবাদ অনেক আছে, যার কিছু মাত্র আমরা উল্লেখ করলাম আর অনেক এমন আছে যা উল্লেখ করিনি। খোদাভীতিসম্পন্ন প্রত্যেক মুত্তাকীর জন্য এটুকুই যথেষ্ট। সত্যের সন্ধান পেলে তাদের হৃদয় কেঁপে উঠে আর তারা দুর্ভাগাদের ন্যায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না বরং তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদেরকে তোমার মু'মিন বা বিশ্বাসী বান্দা ও সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মাওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

# পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী নবুওয়তের সত্যতা আর ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার অকাট্য দলীলে সমৃদ্ধ অবিস্মরণীয় পুস্তক ‘বারাহীনে আহমদীয়া’র অনুবাদ পাঠ করুন

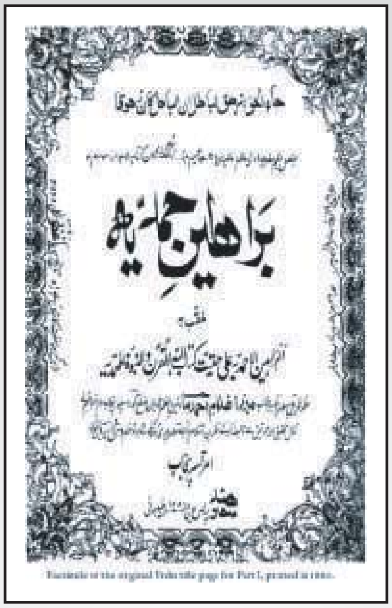

বহুল প্রতিক্ষিত এবং যুগান্তকারী এ পুস্তক, যা হযরত ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারত বর্ষে বহু মানুষ স্বত:স্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ’ বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

সেই মহামূল্যবান পুস্তক ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ পাক্ষিক আহমদীর আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ।

নিজে তা পাঠ করুন। অন্যকেও পাঠে উৎসাহিত করুন। ইসলামের জ্যোতির্ময় আলোকে জগতকে সমুজ্জল করুন।

-সম্পাদক

# কলমের জিহাদ

**মুহাম্মদ খলিলুর রহমান**

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৩৫)

**খৃষ্ট-ধর্মের পরিচিতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের পর্যালোচনাঃ**

পৃথিবীতে বর্তমানে খৃষ্ট-ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা সর্বাধিক। 'খৃষ্টান' (Christian) শব্দটি প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছিল যীশু-খৃষ্টের 'ক্রুসিফিকশন' ঘটনার পর সেই সব লোকের জন্য যারা 'খৃষ্ট' (গ্রীক ভাষায় Christos)-এর শিক্ষার অনুসারী হিসেবে পরিচিত ছিল। মূল হিব্রু ভাষায় যীশুখৃষ্টের নাম 'মেসাইয়াহ' (Messiah), 'ঈসা আল-মসীহ' এবং আরবীতে তাঁর নাম ঈসা এবং মসীহ ইবনে মরিয়ম এবং ইংরেজীতে Jesus বা Jesus Christ (জেসাস ক্রাইস্ট)।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, যীশু-খৃষ্ট এমন একজন ধর্ম-প্রবর্তক বা নবী যাঁর জন্ম , জীবন, মৃত্যু এবং শিক্ষা সম্পর্কে ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের ভিন্নতা রয়েছে। খৃষ্টানদের দ্বারা কালক্রমে খৃষ্ট-ধর্মের ব্যাপকভাবে অপ-ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আদি-পাপ, প্রায়শ্চিত্তবাদ এবং ত্রিত্ববাদের মত ধ্যান-ধারণা এবং মতবাদ বর্তমানে খৃষ্ট-ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিনত হয়েছে। মূলতঃ খৃষ্টধর্মের প্রথম দিকে খৃষ্টানরা ছিল ইহুদীদেরই অংশ। খৃষ্টের আগমন হয়েছিল ইহুদীদের ধর্মীয় অবক্ষয় এবং বহু উপ-দল ও মতবাদের বিভক্তির প্রেক্ষাপটে (৭২ দলে বিভক্ত ইহুদী দলের নাম অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে)। ইহুদী রাব্বী তথা পন্ডিতদের কলহ-কোন্দল এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি এবং তৌরাতের অপব্যাখ্যা মূলক ধ্যান-ধারণা দূর করার জন্য ঐশী প্রতিশ্রুত সংস্কারক এবং সংশোধনকারী আধ্যাত্মিক পরিত্রানকারী রূপে যীশুর আবির্ভাব হয়েছিল।

যীশু-খৃষ্টের জন্ম হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্য-ভুক্ত 'জুডিয়া' প্রদেশের (বর্তমান প্যালেস্টাইন-ইস্রায়েলের অংশ) অন্তর্গত বেথলেহেম অঞ্চলে ৪ থেকে ৭ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে। সেই সময় ঐ প্রদেশের হেরোদ (Herod) নামক একজন অত্যাচারী শাসক ছিল। খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করে যে, যীশুর জন্ম হয়েছিল তাঁর মাতা মরিয়মের গর্ভে কোন পুরুষের সাহায্য ছাড়াই। এই বিষয়টির মূলে ছিল একটি ঐশী পরিকল্পনা এবং এই ইসারা-ইঙ্গিত যে ইস্রায়েলী জাতি-গোষ্ঠির জন্য নবুয়ত পদ্ধতির অবসান ঘটবে যীশুর আগমনের মাধ্যমে। (উল্লেখ্য যে, ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যীশুর পরবর্তী সময়ে আধ্যাত্মিক কল্যান-ধারা প্রবাহিত হয়েছে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর অন্য একটি বংশধারা তথা হযরত ইসমাইল (আ.) এর বংশে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে। এ সম্পর্কে তৌরাত ও পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে)।

প্রসঙ্গতঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জীব-বিজ্ঞান অনুযায়ী পুরুষের স্পর্শ ছাড়া নারীর সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনাকে `Parthenogenesis' পদ্ধতি বলে। চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুযায়ী এই ধরনের পিতৃ-স্পর্শ ছাড়া সন্তানের জন্ম হওয়ার ঘটনা বিরল দৃষ্টান্ত হলেও কখনো কখনো সংঘটিত হতে পারে (এন সাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা: 'ভারজিন বার্থ' অধ্যায় এবং 'অ্যানোমেলিস এন্ড কিউরিসিটিস অব মেডিসিন' দ্রষ্টব্য)।

প্রসঙ্গক্রমে হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা হযরত মরিয়ম সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মরিয়মের মাতার নাম ছিল হান্না। তিনি খুবই ধার্মিক রমনী ছিলেন এবং তিনি মানত করেছিলেন যে তাঁর সন্তান হলে সেই সন্তানকে ধর্মের সার্বক্ষনিক সেবার জন্য ইহুদী গীর্জা ('সিনাগগ')-এর তত্ত্বাবধানে দান করবেন। ঘটনাক্রমে তিনি একটি কন্যা-সন্তানের জন্মদেন এবং তাঁর নাম রাখেন মরিয়ম। নাযারথ অঞ্চলের একটি গীর্জার অধীনে হযরত যাকারিয়া (যাকারিয়াস)-এর তত্ত্বাবধানে মরিয়ম প্রতিপালিত হন এবং অত্যন্ত সতী-সাদ্ধী নারী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তিনি উপাসনাকালে ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে ফেরেশতার সংগে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং সেই ফেরেশতা তাঁকে একটি পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। যথা সময়ে মরিয়ম গর্ভবতী হন। গীর্জার ইহুদী-রাব্বী ও অন্যান্য সদস্যগণ বিষয়টিকে চাপা দেওয়ার জন্য নাযারথের 'যোসেফ' নামক এক ব্যক্তির সঙ্গেঁ মরিয়মের বিয়ে দেন। পরে মরিয়মের সন্তান-সম্ভবা হওয়ার কথা জানতে পারলে যোসেফ তাঁকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সত্য-স্বপ্ন যোগে তিনি মরিয়মের সতীত্বের সংবাদ লাভ করেন এবং তালাকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন। কিছুকাল পরে মরিয়ম এবং যোসেফ নাযারথ থেকে পূর্ব দিকে প্রায় ৭০মাইল দূরবর্তী বেথলেহেম নামক শহরে গমন করেন। ঐ স্থানে কোন সরাইখানায় স্থান না পাওয়ায় তিনি গাছের নিচে ঐশী নির্দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে যীশুর জন্ম দান করেন (ইহুদী মাসগুলোর মধ্যে) Elul মাসে যখন খেজুর পাকার সময় এবং ঐ মাসটি ছিল ইংরেজী আগষ্ট-সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ যীশুর

জন্ম তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয় (Dictionary of the Bible by John D. Davis under the word 'Year' এবং Peak's Commentary of Bible, p-11 এবং Encl. Britt and Chambers Encl. Under the word "Christmas" দ্রষ্টব্য)। এমন কি বাইবেলের বর্ণনা থেকেও বিষয়টি সুস্পষ্ট যে ডিসেম্বর প্রচন্ড শীতের মৌসুমে মেষ-পালকেরা রাতে মাঠে মেষ তদারকী করার প্রশ্নটিও অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য। যেমন বলা হয়েছেঃ "There were the Shepherds in the same country (Judea) abiding in the fields and keeping watch by night over their flocks" (Luke 2:7-8)।

পবিত্র কুরআনে যীশুর জন্ম-বৃত্তান্ত, সময়-কাল এবং আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বর্ণনা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং সঠিক তাতে কোন সন্দেহ নেই (পবিত্র কুরআনের সুরা মরিয়ম, আলে ইমরান, আল 'মায়েদা', বাকারা, হাদীদ, মুমেনুন, নিসা, কাহফ, তাওবা, আনাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য)।

ইহুদী-পরিবারে যীশুর জন্ম হয়েছিল এবং ইহুদী শিক্ষা-দীক্ষা এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতিপালিত হওয়ার পর তিনি প্রথমতঃ একজন ইহুদী রাব্বী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সংস্কার-পন্থী মনোভাব এবং তৌরাতের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণের কারণে গোঁড়া-পন্থী ইহুদী পুরোহিতরা তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে জর্দান নদীর পানি দ্বারা তাঁকে অভিসিঞ্চন করে দীক্ষাদান (Baptism) করেন যোহন (John the Baptist) আরবী নাম ইয়াহইয়া (আ.)। ব্যাপটিজমের পর ঐশী নির্দেশে যিশুখৃষ্ট মুসায়ী শরীয়তের অধীন 'মসীহ' (Messiah) হওয়ার দাবি করেন। তাঁর দাবির সমর্থনে অনেক নিদর্শন এবং প্রমাণ পেশ করেন (বাইবেল এবং পবিত্র কুরআনে এরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ রয়েছে-এগুলোর পর্যালোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে করা হবে যাতে অতিরঞ্জন এবং অপব্যাখ্যামূলক ভ্রান্ত-ধারণা দূর হয়ে যায়)।

সেইযুগে ইহুদী ধর্মানুসারীগণ প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল-'সাদুসী' (Sadducees) এবং 'ফারিসি' (Pharisees)। 'এসেনিস' (Essenees) নামক আরো একটি স্বল্পসংখ্যক অনুসারী দল ছিল। সাদুসীরা ছিল সুবিধাবাদী উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ইহুদী যাজক যারা পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের জন্য রোমান শাসকদেরকে সমর্থন করতো। পক্ষান্তরে ফারিসিরা ছিল মৌলবাদী তথা গোঁড়া-পন্থী ইহুদী। উভয় সম্প্রদায়ের অনুসারীরা তৌরাতের প্রকৃত শিক্ষার পরিবর্তে অতিমাত্রায় বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি গুরুত্ব-আরোপ করতো। ফেতনা-ফ্যাসাদ-বিশৃংখলাপূর্ণ ঘটনাবলী এবং বহু দল-উপদলে বিভক্ত (ইহুদীদের ৭২দলে বিভক্তি-পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এবং তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রাজা দাউদ (King David)-এর মত শান্তির রাজ-পুত্র হিসাবে একজন পরিত্রানদাতা তথা মসীহার আগমনের জন্য ইহুদীদের আশা-আকাংখা ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছিল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বসূরী হিসেবে ইহুদীদের নিজস্ব বিশ্বাস ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী আকাশ থেকে 'এলীয়' (এলিজা বা ইলিয়াস)-এর সশরীরে পুনরাগমনের জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলমান আলেম-উলেমা প্রায় একইভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে গমন এবং শেষ যুগে সশরীরে আকাশ থেকে অবতরনের আশায় অপেক্ষা করেই যাচ্ছেন। প্রকৃত পক্ষে এই বিষয়গুলোর অন্তর্নিহিত ব্যাপক অর্থ, রূপকাবৃত রহস্য এবং আলংঙ্কারিক ভাষার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে ইহুদীরাও যেমন সেই যুগে চরম বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল, অনুরূপভাবে ইহুদীদের মতো বর্তমান মুসলমানগণ হাদীস অনুযায়ী নিজেরা ৭৩ দলে বিভক্ত এবং অনেকেই আন্ত-সাম্প্রাদায়িক কলহ-কোন্দলে, জঙ্গীবাদী এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে নিমজ্জিত রয়েছে এবং আকাশ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর সশরীরে পূনরাগমনের বিশ্বাস পোষণ করে চলেছে। [আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী পুনরাগমনের বিষয়টি অবশ্যই সত্য, কিন্তু আক্ষরিক অর্থে তা কখনই সম্ভব নয়। তাদের মতে ঈসা-সদৃশ ব্যক্তি (স্বশরীরে আগমনকারী বণী-ইস্রায়েলী ঈসা নয়) যথা সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন]।

যখন ইহুদীদের নিকট যীশু-খৃষ্ট তাঁর দাবি উপস্থাপন করেন তখন ইহুদীরা তাঁকে এলীজার আকাশ থেকে অবতরনের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, যোহন (John the Baptist)-এর মাধ্যমে এলীজার পুরনাগমনের ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণতা লাভ করেছে। রাজাবলী-২, মালাকী এবং মথি সুসমাচার থেকে নিম্নোক্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্যঃ

"...and Elijah went up by a whirlwind into Heaven." (2 Kings 2:11)

"Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the dreadful day of the Lord..." (Malachi 4:5)

"For all the prophets and the law prophesied until John. And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come."(Matthew 11:13,14)

"And his disciples asked him, saying, why then say the scribes that Elias must first come? And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things. But I say unto you, The Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist." (Matthew 17:10-13)

যীশুর এই জবাব সমকালীণ ইহুদী পন্ডিতরা গ্রহন করে নাই এবং অদ্যাবধি তারা এলীয় নবীর আশায় জেরুজালেম নগরীর ক্রন্দন-প্রাচীরে প্রতি বছর কান্না-কাটি করে চলেছে বিগত দু হাজার বছর যাবত। যীশু-খৃষ্টের উপরোক্ত জবাবের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আকাশ থেকে সশরীরে কেই আসতে পারে না, তবে ভবিষ্যদ্বাণীতে এরূপ রূপকাবৃত কথার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো এই যে, প্রতিশ্রুত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে অনুরূপ অন্য কোন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে (যেমন 'এলীয়'-এর স্থানে বাস্তবে যোহনের আগমন)। এই বিষয়টির মম্মার্থ ভালভাবে না বুঝার জন্য সেকালের ইহুদীরা ভুল করেছে এবং অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একালের অধিকাংশ মুসলিম আলেম-উলামা ইহুদীদের মতই ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত অবস্থায় তাদের পরিত্রানকারী এবং উদ্ধারকারী হিসেবে আকাশ থেকে সশরীরে আগমনকারী ঈসা (আ.)-এর জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। **যতদিন এই বিষয়টির প্রতি ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমানগণ বাস্তবতার নিরিখে যথার্থ সমাধানে উপনীত হবে না-ততদিন সত্যিকার অর্থে আন্তঃধর্মীয় ভুল-বুঝাবুঝি দূরীভূত হবে না। আজকে পৃথিবীবাসী এই বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করলে কাল থেকে বিশেষত তিনটি ধর্মের অনুসারীদের আন্তঃধর্মীয় সমস্যাবলীর সঠিক সমাধান হয়ে যাবে এবং সঠিকভাবে বিশ্ব-শান্তি নিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। কতই না ভাল হতো যদি ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান এবং পৃথিবীবাসী এই সহজ-সরল বিষয়টি উপলব্ধি করত: প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করতো।**

(চলবে)

# সময়ের দাবি–
# শিশুর জন্য ভালোবাসা

**মাহমুদ আহমদ সুমন**

গত ২৩ জুলাই মাগুরা শহরের দোয়ারপাড়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হন অন্তঃস্বত্ত্বা নাজমা বেগম। গুলিতে মায়ের পেটে থাকা শিশুটির শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কন্যা শিশুর জন্ম দেন নাজমা বেগম। শিশুটি এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। শিশুটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে হাসপাতালের ডাক্তাররা বলেন, কেবল মাত্র আল্লাহতাআলাই এ শিশুটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। শিশুটির পিঠের ডান পাশ দিয়ে বুলেটটি ঢুকে বুক ফুড়ে বেরিয়েছে। এ সময় ডান হাতের তালু, গাল ও ডান চোখে ক্ষত হয়। বিভিন্ন স্থানে সেলাই করা হয়েছে। এমন মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক ঘটনা আমাদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। হায় মানবতা! মাতৃগর্ভেও শিশু নিরপদ নয়। এমন নজিরবিহীন, নির্লজ্জ ঘটনা যেন আর কখনও শুনতে না নয় এই প্রার্থনাই করি। আজকে যারা এ ধরণের মর্মান্তুদ ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কিন্তু সেই মহান রসুলেরই উম্মদ হওয়ার দাবি করে। যিনি এসেছিলেন পশুতুল্য মানুষকে প্রকৃত মানুষ এবং ফেরেশতায় রূপান্তরিত করতে। আজকে সেই মহান রসুলের অনুসারী হওয়ার দাবি করে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ কিভাবে করতে পারলো এটা ভাবলেও যেন গা শিউরে ওঠে। কোন পশুকেও হয়তো এমন পাওয়া যাবে না এরা যা করেছে।

আমরা জানি, পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'লা এ বিশ্বের জন্য মহান আশীর্বাদ স্বরূপ মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে কিভাবে সম্মান করতে হয় তা শিখিয়েছেন এবং সমাজে শিশু ও নারীদের স্থান কোন পর্যায়ের তাও তিনি নিজ আমল দ্বারা দেখিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন।

দেশে একের পর এক নির্মম ও নৃশংসতার সাথে শিশু হত্যা চলছে। খুলনায় শিশু রাকিব হাওলাদারকে যেভাবে নৃশংস নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে, তা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এর আগে ৮ জুলাই চুরির অপবাদ দিয়ে সিলেটের শিশু সামিউলকে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সমাজে আজ শিশুর প্রতি নৃশংসতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যার ফলে আজকাল সচেতন মহলে শিশুহত্যা প্রতিরোধের আহ্বান জোরদার হচ্ছে। অথচ ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই শিশু হত্যাকে বারণ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রেও কোন শিশুকে হত্যা করতে বারণ করেছেন। রণাঙ্গনে ভুলক্রমে কোন ইহুদী শিশু মারা গেলে হুযূর পাক (সা.) সাহাবিদের প্রতি অনেক অসন্তুষ্ট হন। কারণ শিশুরা নিস্পাপ, মাসুম, তাদের কোন গোনাহ নেই। অথচ আজ সেই পবিত্র ও মানব দরদী রসুলের উম্মত হওয়ার দাবি করে এমন এমন ঘৃণ্য ও অমানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে যা বিশ্ব মানবতাকেই ক্ষত-বিক্ষত করা হচ্ছে।

একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন সে নিস্পাপ থাকে। মানুষ সাধারণত শিশুদের ভালোবাসতে চায়, আদর করতে চায়। আর শিশুদের ভালোবাসার প্রতি ইসলাম অত্যন্ত যত্নশীল। আসলে একটি শিশু বীজের মত। আমরা বীজকে যত ভালোভাবে পরিচর্যা করবো তার ফুল ও ফল তত ভালো হবে। আমরা জানি, নবী করীম (সা.) শিশুদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন, তাদের কাছে টেনে চুমু খেতেন। তাদের জন্য সর্বদা কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করতেন। এমনকি নামাযের সময় দুষ্টামি করলেও তাদের সুযোগ করে দিতেন। একটি

## নবী করীম (সা.) শিশুদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন, তাদের কাছে টেনে চুমু খেতেন। তাদের জন্য সর্বদা কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করতেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) একবার হাসানকে (তার দৌহিত্র শিশু) চুমু খেলেন। তখন নবী করীম (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রা.)। তিনি বিরক্ত সুরে বললেন, আমার ১০টি সন্তান রয়েছে। আমি কাউকে কোন দিন চুমু খাই নি। এ কথা শুনে নবী করীম (সা.) তার দিকে তাকিয়ে করুণার সুরে বললেন, যে দয়া করে না সে দয়া পায় না। (বুখারি) অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) আনসারদের দেখতে গিয়ে তাদের শিশুদের সালাম দিতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। তাদের জন্য সর্বদা কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করতেন। (নাসাঈ) অথচ আজ ইসলামের সমুহান শিক্ষার বিপরীতে অনেক লোককে দেখা যায় তারা শিশুর আচরণকে কিছুতেই মেনে নিতে চান না। কারণে-অকারণে তাদের গায়ে হাত তুলতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। অথচ শিশুদের গায়ে হাত উঠানোকে ইসলামে কঠোরভাবে নিশেধ করা হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে এ চিরসবুজ বাংলার মাটিতে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছি। শত দল-মত থাকা সত্ত্বেও সবার মাঝে ছিল ভ্রাতৃত্ব, ছিল প্রেম, ছিল ভালোবাসা। সবাই ছিল সহজ সরল মানবজাতি। মানুষকে মানুষ বলে সম্মান করতো একে অপরকে। দেশমাতৃকা বাংলা ছিল সবার শান্তির আবাস। তাইতো কবিরা গেয়ে উঠতেন 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি'। কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, 'আবার আসিব আমি এই বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে, জলাঙগীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার সবুজ করুণ ডাঙ্গায়।' তাই এই মায়ময় বাংলায় অরাজকতার কোন স্থান নেই। তবে বড়ই আফসোস হয়, হায়! মানুষের বিবেকের আজ কি হলো, মারামারি, হত্যা, নৈরাজ্য যেন দিনের পর দিন বেরেই চলেছে। বিবেকের যেন আজ মৃত্যু ঘটেছে।

আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে নির্মমভাবে হত্যা করতেও মানুষ আজ দ্বিধা করছে না। বাস ভর্তি যাত্রিকে পুড়িয়ে দিতে আমরা দেখেছি, রাজনের মত শিশুকে পিটিয়ে হত্যা করতে দেখেছি, মাতৃগর্ভে শিশুর বুকে বুলেট বৃদ্ধ হওয়ার দৃশ্যও দেখতে হলো, আর কোন ধরণের নৈরাজ্য বাকী রয়েছে যা সামনে আমাদেরকে দেখতে হবে? হায়! বিবেক, তোর আজ হলো কি, তুই কুরআন খোলে পড়ে দেখ, আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে কি বলেন, তিনি বলছেন 'পৃথিবীতে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমরা এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না' (সূরা আল আরাফ, আয়াত: ৫৭)। সমাজে বিশৃঙ্খলা করার কোনো শিক্ষা ইসলামে পাওয়া যায় না। তাহলে কেন হে অবাধ্য আত্মা! এতো হানাহানি আর নৈরাজ্য? যারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে তারা শুধু শান্তিকামী মানুষেরই শত্রু নয় বরং তারা মহান আল্লাহতাআলারও শত্রু। ইসলাম আমাদেরকে উশৃঙ্খল জীবন পরিহার করে বিনয়ী এবং নম্র হয়ে চলার শিক্ষা দেয়। যদি কেউ কষ্ট দিতে চায় ইসলামের শিক্ষা হল তার জন্যও তুমি শান্তির দোয়া কর। যেমন বলা হয়েছে, 'আর রহমান আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্র হয়ে চলে এবং অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম' (সূরা আল ফোরকান, আয়াত: ৬৪)। সব ধর্মই চায় শান্তি, সব মানুষ চায় শান্তি অথচ আজ প্রতিটি মানুষ চরম অশান্তির মাঝে দিনাতিপাত করছে। হায়! কাঁদছে মানুষ, কাঁদছে মসজিদ, কাঁদছে মন্দির কোথাও যেন শান্তি নেই। মানুষের মনে আজ কোনো শান্তি নেই শুধু আহাজারি আর আহাজারি। একটি দেশের মানুষই যদি বিপর্যস্ত হয়ে যায় তাহলে সেখানে শান্তি আসতে পারে না।

যতদিন মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে না ততদিন পৃথিবী অশান্তই থাকবে, পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত তখনই হতে পারে যখন মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে। মানুষের জন্য প্রেমপ্রীতি জন্মা না নিলে সে মানুষ হয় কিভাবে। সবার সাথে, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন মানুষ হিসেবে তার প্রতি প্রীতিময় সম্পর্ক রাখার শিক্ষাই পবিত্র কোরআন থেকে পাওয়া যায়। আল্লাহপাক বলেন 'তিনিই তাদের হৃদয়কে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বেঁধে দিয়েছেন। তুমি যদি পৃথিবীর সব কিছুও ব্যয় করতে তবু তাদের হৃদয়কে এভাবে প্রীতির বন্ধনে বাঁধতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহই তাদের হৃদয়কে পরস্পর বেঁধে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়' (সূরা আনফাল, আয়াত: ৬৪)।

ইসলাম কাউকে হত্যা করার শিক্ষা দেয় না। হত্যার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা হল–'আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে এর প্রতিফল হবে জাহান্নাম। সেখান সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর আল্লাহ্‌ তার প্রতি রাগান্বিত। তিনি তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য এক মহা আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন' (সূরা আন নেসা, আয়াত: ৯৪)। ইসলামের শিক্ষা কত উন্নত যে, বল-প্রয়োগ করে ইসলামের প্রচার করতে পর্যন্ত বারণ করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'একজন মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যার হাত এবং জিহ্বা হতে অন্যেরা নিরাপদ থাকে' (বুখারী-মুসলিম)। বস্তুত: ইসলামী-শিক্ষা এক মুসলমানকে শান্তি-প্রিয়, বিনয়ী এবং মহৎ গুণাবলীর অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই শিক্ষা ভুলে পরস্পর হানাহানির নীতি কোনো ক্রমেই ইসলাম সমর্থন করে না–একথা অনেকেই বাস্তব ক্ষেত্রে বেমালুম ভুলে বসেছে। যদি আমার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ না থাকে তাহলে আমার কার্যে প্রমাণ করে যে আমি শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী নই। আমাদের প্রত্যেককে ভেবে দেখতে হবে, আমি যে কাজ করছি তা কি আমার ধর্মে অনুমতি আছে? আমরা আশা করবো মাতৃগর্ভের শিশুটির ওপর যারা এমন ন্যাক্কারজক হামলা করেছে তাদেরকে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং বিশ্বের সকল শিশুর প্রতি সবাই যেন মমতার হাত প্রসারিত করে এই কামনাই করি।

masumon83@yahoo.com

# প্রসঙ্গ : এখরাজে নেযাম

কৃষিবিদ ঃ ফজল-ই-ইলাহী

বড় কঠিন এবং কষ্টের একটা বিষয়ে লেখার বাসনা নিয়ে কলম হাতে নিলাম। 'এখরাজে নেযাম' অর্থাৎ যুগ খলীফা কর্তৃক ঐশী জামা'তের কোন সদস্যকে জামা'তী ব্যবস্থাপনার অংশ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া। তবে সে যত দুর্বলই হউক বা যত শাস্তি প্রাপ্তই হোক না কেন তাকে আমরা অ-আহমদী বলতে পারি না। কেননা তখনও তিনি নিজেকে আহমদী বলেই দাবি করেন এবং স্বীকার করেন। এতটুকু দাবি করার অধিকার তিনি সংরক্ষণ করেন। তবে সাময়িকভাবে জামা'তের ব্যবস্থাপনা হতে তাকে পৃথক করে দেয়া হয়। তার কাছ থেকে কোন আর্থিক সেবা গ্রহণ করা হয় না। সাময়িকভাবে তার পারিবারিক কোন আয়োজনে পারতপক্ষে যোগ দেয়া যায় না। এমনি ধরনের কিছু কিছু সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন করা হয়। এ অবস্থা ঐ ব্যক্তির জন্য মানসিক একটি বড় আঘাত। ইহা একজন খাঁটি আহমদীর জন্য বজ্রপাত তুল্য যন্ত্রণা বই আর কিছুই নয়। একটা হাতুরি দিয়ে মাথার মস্তিষ্ক বরাবর স্থানে আঘাত করলে শরীরের অঙ্গগুলো যেমনি ভাবে হঠাৎ করে নিস্তেজ হয়ে যায় তেমনি ভাবে 'এখরাজে নেযাম' আদেশটিও সে ব্যক্তিকে সমস্ত সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে তাকে আধ্যাত্মিকভাবে নিস্তেজ করে দেয়। তার আধ্যাত্ম উৎকর্ষতাকে প্রশ্ন বিদ্য করে দেয়। সে তখন আত্মিক অস্থিরতায় ভুগতে থাকে। খাঁটি ঈমানদারের জন্য এ অবস্থাটি অসহ্যজনক ও বেদনাময়। এমতাবস্থায় নিপতিত হওয়ার পর সে আত্মার জন্য তখন খোদার কাছে কান্না ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ খোলা থাকে না। জীবনে এমন দুর্বিসহ পরিণতি হতে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা ও বিনীত দোয়া করা প্রত্যেক আহমদীরই উচিত। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সাবধান থাকা উচিত। অন্যথায় এহেন নির্মম আঘাত যে কোন সময় যে কোন আহমদীর জীবনে এসে তার পুণ্যসার ঈমানকে শূন্য করে দিতে পারে। এক শান্তি ও ঐশী সৌহার্দময় পরিবেশ থেকে বঞ্চিত করে বিনষ্ট জীবনে পরিণত করতে পারে। সুতরাং অবমানিত এ অবস্থা থেকে একাগ্র দোয়ায় চেষ্টায় বসে নিজেকে রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, এ ধরনের শাস্তির বিধান আহমদীয়া খেলাফতেই প্রবর্তন রয়েছে, এমনটি ভাবা কারোর পক্ষেই ঠিক নয়। শাস্তির অনুরূপ বিধান ইসলামের প্রারম্ভিক সময়েও আমরা লক্ষ্য করে থাকি। রাসূলে করীম (সা.) স্বয়ং কোন কোন সাহাবীকে তাঁদের ধর্মকর্ম শৈথিল্য কিংবা অনিয়মের দায়ে কখনো ঐ একই শর্তের শাস্তি আরোপ করেছিলেন। শারিরীক অসুস্থতা কিংবা জটিল কোন বিঘ্নতা না থাকা সত্বেও রাসূল (সা.)-এর তিন সাহাবী হযরত কাব্ বিন মালেক (রা.), হযরত মুরারাহ বিন রাবি (রা.) এবং হযরত হিলাল বিন উমাইয়্যাহ (রা.) অনেকটা অবহেলা এবং আলস্যের কারণে তাঁরা তাবুক অভিযানে যান নি। অথচ এ অভিযানে যাওয়ার জন্য তাঁরা রাসূল (সা.)-এর পক্ষ হতে আদিষ্ট ছিলেন। এ অপরাধ জনিত কারণে রাসূল করীম (সা.) তাঁর সাহাবী ত্রয়ীকে আল্লাহ্‌র আদেশে ৫০ দিনের জন্য সাময়িক বয়কটের মাধ্যমে অনুরূপ শাস্তি (এখরাজে নেযাম) প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁদের সাজার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'লার কুরআনের ৯ ঃ ১১৮ নং আয়াতে বলেন, "এবং তিনি (সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন তাহাদের) তিনজনের প্রতিও যাহারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল–এমনকি ভূপৃষ্ঠে নিজ বিশালতা সত্বেও তাহাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের জন্য তাহাদের জীবন দুর্বিসহ হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারা বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিল যে, আল্লাহ্ হইতে বাঁচিবার জন্য তাঁহারই আশ্রয় ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় নাই; অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন যেন তাহারা (তাঁহার দিকে) প্রত্যাবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ই সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।" বর্ণিত এ শাস্তির বিধান পবিত্র কুরআনের বাণীও স্বীকার করে। উল্লেখিত এ শাস্তি ছিল ঐ সাহাবী ত্রয়ীর জন্য সামাজিক বয়কট। এ সাজা প্রাপ্ত সাহাবীগণ ঐ দিনগুলোতে সারাক্ষণ আন্তর্দাহে দগ্ধ হয়েছেন। এতদকারণে তাঁরা এতটাই কাতর হয়ে গিয়েছিলেন যার পরিণামে তাঁরা ভাবছিলেন গোটা পৃথিবীটাই বুঝি তাদের জন্য ছোট হয়ে গিয়েছে। তাঁরা তাঁদের এ অপরাধ অকপট চিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ইহা যে কেবল তিন সাহাবীর জন্যই দুঃখের কারণ ছিল তা-ই নয়, বরং ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র তরফের ঘোষিত এ শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং বিনা বাক্যে তাঁরা বিনম্র চিত্তে তা মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তিতে তাঁরা অত্যন্ত অনুতাপে বিনয়বনতার সাথে বিদগ্ধ চিত্তে কান্নাসহ দোয়ার মাধ্যমে ঐ সাজা হতে খোদার তরফ থেকে ক্ষমা লাভ করেছিলেন। এ ঘটনাটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রণিধানযোগ্য একটি শিক্ষা। পবিত্র ও অনুগত আত্মা কোন কারণে সাময়িক কোন শাস্তি প্রাপ্ত হলেও তাঁরা কদাচ খোদার আঁচল ছাড়ে না। তাঁরা খোদা প্রদত্ত পথ হতে কখনো বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না। এ ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়। ঐশী সদস্যগণের আত্মার শুদ্ধির প্রয়োজনে এ শাস্তির বিধান পূর্বেও ছিল বর্তমানেও আছে, ইহাই মূল কথা।

এবার আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থিত আলোচনায় ফিরে আসি। মানুষের আত্মা উৎকর্ষতার ৩টি স্তরে বিচরণ করে। নফসে আম্মারা, ইহা আত্মাসমূহের সর্বনিম্ন স্তর। এ

স্তরে বিচরণরত আত্মাকে অবাধ্য আত্মা বলে বিবেচনা করা হয়। যার আত্মা এ স্তরে অবস্থান করে তাকে সুশীল মানুষ বলা যায় না। ঐ আত্মা তার সাধুতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এসব আত্মার অর্জিত পুণ্যতার পরিমাণ এতই অল্প যে, সে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। এমতাবস্থায় ঐ আত্মার ওপর শয়তানী প্রভাব প্রবল থাকে। যার ফলে সে অপকর্ম সাধনের দিকেই বেশী প্রয়াসী থাকে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, আমাদের দেশে যারা এখরাজে নেযাম হচ্ছেন তাদের প্রায় সবাই-ই বিবাহ সংক্রান্ত অনিয়মের কারণে অর্থাৎ জামা'তের বিধান পরিপন্থী বিবাহ করে এখরাজ হচ্ছেন। কেউ কেউ অন্য কোন কারণেও এখরাজ হয়ে থাকেন তবে সে সংখ্যা খুবই স্বল্প। বিষয়টি খুবই সাধারণ। রিপুর তাড়নার বশবর্তি হয়ে তারা জামা'তের কঠিন সিদ্ধান্তের সম্মুখিন হচ্ছেন। জাগতিক অতি তুচ্ছ একটা মোহকে তারা উপেক্ষা করতে পারছেন না। আহমদী হয়ে সততায় চলতে গিয়ে আমাদের অনেকেরই আর্থিক দৈন্যতা দেখা দিয়েছে, অন্যের দ্বারা অনেকে নির্যাতিত হয়েছেন, কারোর সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে, আমাদেরকে মালী কুরবানী করতে হচ্ছে, কারোর আত্মীয় স্বজনসহ অনেক আপনজন শহীদ হয়েছে। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এতসব কুরবানী সত্ত্বেও কেবলমাত্র বিবাহের মত সাধারণ একটি বিষয়ের তাড়না ও মোহ আকর্ষণে আমাদের কিছু কিছু ছেলেমেয়ে নেযামে খেলাফতের শাস্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে এ কথাই বলা যায় যে, আহমদী হয়েও আমাদের কেউ কেউ তাদের স্বীয় আত্মাকে উৎকর্ষমণ্ডিত করে আম্মারার (অবাধ্য আত্মা) স্তর হতে এর উর্ধ স্তরে লাওয়ামা (তিরস্কৃত আত্মা) স্তরে উন্নীত করতে সমর্থ হয়নি। ফলে রিপুর মোহে জড়িয়ে যাওয়া থেকে তারা নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছেনা। আমাদের অনেকেই আরো অনেক কিছু ত্যাগ করেই যাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ এ নগন্য একটি চাহিদার মোহে নিজেকে এখরাজের শাস্তিতে দোষী করছেন যা খুবই অনুতাপের কথা। যারা এমনটি করছেন তারা নিতান্তই ভুল করছেন। পবিত্রতার সাথে প্রতারণা করছেন। খোদার ভালবাসায় শৈথিল্য দেখাচ্ছেন, বয়আতের শর্ত ভঙ্গ করছেন। মহান সত্তার সাথে অশিষ্টাচার আচরণ করছেন। এমনটি কোন ক্রমেই মেনে নেয়ার মত নয়। আহমদী হয়ে আনুগত্যের বৃত্তে প্রবেশের পর আমরা কোন ভাবেই আর এর বাইরে যেতে পারি না। নিম্নস্তরের খাবার খেতে পারি না। এতে করে বয়আতের শর্তের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হয়। এর ফলে পারিবারিক দুর্যোগ দেখা দেয়। সব ধরণের অপবিত্রতা তা যত ছোট্টই হউক না কেন তা থেকে সর্বৈব মুক্ত থাকার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়ে আমরা আহমদী। আমরা আমাদের আত্মাসমূহকে আম্মারার স্তর হতে লাওয়ামা তৎপর মুৎমাইন্না তথা শান্তি প্রাপ্ত আত্মা ঐ স্তরে নীত করার মানসে আহমদী হয়েছি। আমরা সদা-সর্বদাই প্রত্যাশা করি আমাদের মহানুভব খোদা যেন আমাদের আত্মাকে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মায় পরিণত করেন। এ সাফল্য কামনাই আমরা আমাদের পবিত্র নেতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট নিজেকে সোপর্দ করেছি, স্বীয় ইচ্ছা ও কামনা বাসনাকে তাঁর সমীপে বিক্রি করে দিয়েছি। সুতরাং অতঃপর আমি কী করে আবার একই অপকর্ম তথা তাঁর নিষেধকৃত কাজে জড়াতে পারি? ইহা তো কোন আহমদীরই বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এমন চরিত্রের মানুষেরা কি নিজেকে কখনো খাঁটি আহমদী বলে ঘোষণা দিতে পারে? এমন ভ্রমপ্রমাদ চরিত্রের মানুষ বানানোর জন্য তো মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ জামা'তের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সে বিশ্বের তাবৎ মানুষের আত্মাকে পবিত্র করতঃ সকল প্রকার অপবিত্রতা ও অশান্তির দুষ্ট ছোবল থেকে মুক্ত রেখে প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রশান্তিতে ভরা সমাজ গড়বে।

পৃথিবীর সব দুর্জনকে সুজনে পরিণত করবে। অতএব কারণেই একজন খাঁটি আহমদী ও নন-আহমদীর আত্মার গুণগত মান কখনো এক হতে পারে না। আর আনুগত্যের মানও এক হতে পারে না। সরবত তৈরীর উপাদানের মিষ্টতার গুণ ছাড়া যেমন কোন সুমিষ্ট-সুস্বাদু সরবত হয় না তেমনি আহমদী একটি নেক ও পুণ্যতা বিজড়িত সংসারে সমগুণের নারী পুরুষের আগমন ছাড়া সে সংসার পুণ্যতায় পরিপূর্ণ হতে পারে না। সে ঘরের শান্তি ও সৌন্দর্য দীর্ঘ মেয়াদী হয় না। ঘুণ নামক পোকা যেমন কোন ঘরের সুসজ্জিত আসবাবপত্রকে কেটে ঘরের সৌন্দর্য বিনষ্ট করে দেয় তেমনি ভাবে একটি অ-আহমদী সদস্য আহমদী সংসারে ঢুকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতায় সজ্জিত আহমদীর নিলয় এর সৌন্দর্যকে ম্লান করে একে ঔজ্জ্বল্যহীন করে দেয়। সংসারের সব ক'টি সদস্যের ঐকান্তিক চেষ্টা যার ফলে তারা লাওয়ামার স্তরে কিংবা তদোর্ধ স্তর মুৎমাইন্না (শান্তি প্রাপ্ত আত্মা) মাকামে পৌঁছার সাধনায় ব্রত ঠিক তখনই ঐ নন-আহমদী সদস্য সেকাজে তাদেরকে প্রকট জোরে বাধা দিয়ে থামিয়ে দেয়ার প্রয়াস নেয়। মনে রাখতে হবে যে, কুজন ও সুজনে কখনো সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে একই সংসারে বিপরীত বিশ্বাসের সদস্য থাকলে সে সংসার কখনও সুসংসার হবে না। তদ্রূপ সংসার শয়তানী প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। কেননা মানুষের দুর্বল আত্মা শয়তানের প্রভাবে খুব সহজেই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। ফলে সহসাই পদস্খলন ঘটে। অতএব এ কারণেই আত্মার হেফজতের লক্ষ্যে সামাজিক এ ধরণের নষ্ট প্রভাব থেকে বেঁচে থাকার ঐকান্তিক চেষ্টা থাকা দরকার। এ কারণেই এমন অকল্যাণকর বিবাহ বন্ধন থেকে দূরে থাকার জন্য স্বর্গীয় খেলাফতের পক্ষ হতে জোর তাগিদ রয়েছে। আমি আহমদী, আমি স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যগুণের মুসলমান। আমি প্রতিপদে প্রতিক্ষণ খেলাফতের নির্দেশ মেনে চলার নিমিত্তে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে আছি। আমার খলীফা যা অপছন্দ করেন, আমার নেযাম আমাকে যা করতে বারণ করেন আমি কখনো তেমনটি করতে পারি না। আমার দ্বারা এমনটি সাধিত হওয়া অবশ্যই অনোচিত।

এমনই শর্তে আমি আমার সত্তাকে যুগ খলীফার ইচ্ছাধীন সপে দেয়ার পর আমি কখনো এর বিপরীত কোন কাজ করতে পারি না। যদি করি তবে নেযামের বিধানে দন্ডিত হবো ইহাই স্বাভাবিক। এরজন্য আমি অবশ্যই অন্য কাউকে দোষারোপ করার অধিকার রাখি না। এরফলে আমাদের ক্ষেত্রে কমজোর আত্মা শাস্তির আগুনে দগ্ধ হবে, ইহা মোটেই অস্বাভাবিক কথা নয়। এমন জনদের স্বপক্ষে নেযাম কিছু করবে এমটি প্রত্যাশা করা মোটেই ঠিক নয়। কেবল বিয়ে কেন, এর চেয়েও কঠিন কোন প্রতিকুলতায় আমি আমার পবিত্রতাকে বিনষ্ট করে এখরাজ নেযাম হবো না এমনি দৃঢ় প্রত্যয়ে আহমদীয়াতকে আগলিয়ে রাখবো প্রত্যেক আহমদীকে এমনি মনমানসিকতা

সম্পন্ন হওয়া উচিত। এমন নির্মল চিত্তের বিশ্বাসীকে তার খোদা অবশ্যই সাহায্যদান করবেন, ইহা ঐশী জগতের অনঢ় এবং সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত। তবে স্বর্গীয় বিধান হলো এমন ধরনের সাহায্য পাওয়ার জন্য অসাধারণ ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সাথে অপেক্ষমান থাকতে হবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।

হে আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! যারা সবে মাত্র বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বয়সে উপনীত হয়েছ, তোমাদের প্রতি খাকসারের বিনীত নিবেদন এই যে, তোমরা উল্লেখিত বিষয়ের হীন চক্রে নিপতিত হবার পূর্বে সাবধান থাক, সতর্ক হও। দোয়ায় নিমগ্ন থেকে ক্রন্দন চিত্তে তোমার খোদা সকাশে সাহায্য যাচনা কর যেন পরম করুণাময় খোদা তোমাদেরকে এ ধরনের বিপদ-বালাই থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। নিন্দিত এ শাস্তি যেন কোনক্রমেই তোমাদেরকে গ্রাস না করে। শাস্তির এ-কাল তিলক যেন কোন ভাবেই তোমাদের ভাগ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে। অতিকষ্ট সাধ্যে সাজানো সুন্দর এ জীবনকে জাগতিক সাধারণ মোহ যেন কোনভাবেই নোংরা না করতে পারে। এরজন্য সদা সকাতরে দোয়ায় ব্রত থাক। কেননা মমতাময় স্বর্গীয় সেই সত্তার অপার অনুগ্রহ ব্যতীত ধ্বংসের সমূহ সম্ভাবনা হতে বেঁচে থাকার মোটেই কোন উপায় নাই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, “কুরআনে যে নরকের সংবাদ দিয়েছে এ দুনিয়ার লালসাই হলো সে নরক, সুধীজন এতে হৃদয় আকৃষ্ট করবে কেন? এ ব্যভিচারিণীর (পৃথিবী) প্রতি মুগ্ধ হওয়া অন্যায়। কেননা সে ধর্ম, সত্য ও পবিত্রতার শত্রু। এ দু'মুখী প্রেমিকার প্রেমে কি লাভ? যেকিনা কখনো সন্ধি, কখনো বা যুদ্ধ করে সে তোমাকে বিনাশ করে। বরং সেই প্রেমাধারের সাথে হৃদয় বাঁধ যার ভালবাসা তোমাকে ভারী শৃংখল হতে মুক্ত করবে। তোমার মৃত্যুর দিন তোমার পরিণয়ের দিবস হবে, যদি পুণ্য ও নেকীর সাথে তোমার পরিণাম হয়” (আল ওসীয়্যত)। তাঁর (আ.) নির্দেশিত এই আদর্শের আলোকে জীবন গড়াই আমাদের প্রত্যেকটি আহমদীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। তবেই আমরা হবো বিশ্ব বিজয় করার ঐশী জগতের নির্বাচিত সৈনিক।

হে আমার প্রিয় অনুজগণ! তোমাদেরকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে অনুরোধ করছি, তোমরা মোটেই আর এ দুষ্ট মোহে পদযুগল বাড়িও না। এই মোহ তোমাদের ক্ষতি বৈ মোটেই কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি চাও যে স্বর্গ জগত তোমার প্রশংসা করুক, তোমার প্রতি প্রীত থাকুক, সেখানে তোমার একটি সম্মানজনক আসন হউক তবে তোমাকে অবশ্যই এমন পদস্খলন থেকে সর্বৈব মুক্ত থাকতে হবে। অহর্নিশি দোয়া করছি তুমি তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যে অবিচল থেকে এ চেষ্টায় সফল হও।

আমরা জানি যে, একীনের (বিশ্বাসের) ধাপ ৩টি। এলমুল একীন (বিশ্বাসমূলক জ্ঞান), আইনুল একীন (দর্শনমূলক জ্ঞান), অতঃপর সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞান হাক্কুল একীন অর্থাৎ (অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান)। আমরা আহমদীরা এলমুল ও আইনুল একীনের ধাপ পেড়িয়ে ইনশাআল্লাহ্ হাক্কুল একীনের ধাপে পদর্পণ করব এবং করছি। আমাদের অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাস হল, আমরা অবশ্যই স্বর্গ স্বীকৃত সততায় প্রতিষ্ঠিত। খোদার মনোনীত দলের অন্তর্ভুক্ত। খোদার সান্নিধ্য অর্জনে সচেষ্ট। স্বর্গীয় নেযাম ঐশী খেলাফতের সাথে আছি। তাহলে আমি কী করে, কোন্ সাহসে কোন্ স্বার্থে এ পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছি? তা হলে হাক্কুল একীনের স্বার্থকতা কোথায়? যদি আমি এমনটি করেই বসি তবে এর পরিণামে আমার জন্যে নির্ধারিত শাস্তি সুকঠিনই হবে, ইহাই তো স্বাভাবিক।

আমাদের অন্তর দুঃখে জর্জরিত হয়, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আমরা মানসিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ি যখন শুনি যে তুমি বা তোমাদের কেউ শুধুমাত্র নেযামের নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিয়ে করার অপরাধে এখরাজে নেযাম হচ্ছ। এটা কেমন কথা যে, জাগতিক এ তুচ্ছ বিষয়টিকে বর্জন করে তোমরা এর আকর্ষণ থেকে বিচ্যুত হয়ে বেরিয়ে আসতে পরছ না? আমরা তো এই মর্মে প্রস্তুত যে, এখন তোমাদের কাঁধে হাল রেখে আমাদের অবস্থান হতে বিদায় নিব অথচ তোমার কিনা তদোপযুক্ত না হয়ে এখরাজ হচ্ছ। বিষয়টি ভীষণভাবে আমাদের অন্তরকে পীড়া দেয়। মর্মে ঘা লাগে। এমনটি যেন আর না হয়, ইহা আমাদের সর্বশেষ প্রত্যাশা। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, “তোমরা জেনে রাখ, এ পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাক-চিক্য, সৌন্দর্য তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক আত্মশ্লাঘা এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র.....”(৫৭ঃ২১), তাই বলছি, তোমরা এ তুচ্ছ বিষয়ের মোহ হতে প্রত্যাবর্তন কর। প্রিয় খোদার নির্দেশিত পথে চলে তাঁর প্রিয়জন হওয়ার চেষ্টা কর। ইহা জামা'ত ও তোমার নিজের উভয়ের জন্যই কল্যাণময়।

***এবার বিবাহযোগ্য ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে দু একটি কথা বলছি ঃ***

আপনারা স্মরণ রাখুন বহিঃসমাজে বিভিন্ন ধরনের নোংরামি বারি স্রোতের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় ছেলেমেয়েদেরকে কেবল শাসন ও স্বীয় দৃষ্টির নাগালে রেখেই বরং নিরঙ্কোশ ভাল রাখা সম্ভব নয়। এরজন্য প্রয়োজন সন্তানদের বুঝানোর পাশাপাশি আন্তরিকতাপূর্ণ ও হৃদয় নিংড়ানো দোয়া জারি রাখা। এ প্রচেষ্টায় সফলতার জন্য সর্বশক্তিমান খোদার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুকম্পা লাভ দরকার। এরজন্য চেষ্টার পরও ডুকরে কাঁদতে হবে সেজদায় আর যাচনা করতে হবে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সার্বিক নিরাপত্তা। সন্তানকে অগত্যা যদি সহশিক্ষা পরিবেশে পাঠাতেই হয় তবে পূর্ব হতেই এরজন্য খলীফা হুযূর (আই.)-এর নিকট হতে তাঁর দোয়াসহ অনুমোদন আনিয়ে নিন। ইহা সন্তান ও অভিভাবক উভয়ের জন্যই হবে কল্যাণকর। এরফলে উৎকণ্ঠা লাঘব হবে। পাঠ ও শিক্ষায় বরকত লাভ হবে। সন্তানদের দায়িত্ব বোধ বাড়বে। মূলত এসবই আমরা যারা অভিভাবক আমাদের সবারই কাম্য। আমাদের সব মনোবাঞ্ছা পুরণের জন্য উল্লেখিত পন্থাসমূহ অবলম্বন ছাড়া আর অন্য কোন পথ খোলা নেই। অবিরাম অবিরত দোয়া করুন “ইয়াকানাবুদু ওয়া ইয়া কানাস্তায়ীন, হে আমার মমতাময় খোদা! আমরা (কেবলই) তোমার ইবাদত করি এবং (কেবলই) তোমার সাহায্য যাচনা করি”। মহান সেই সত্তার দরবারে এ দোয়া গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের কোন প্রচেষ্টাতেই এ বিপদসঙ্কুল আগ্রাসন থেকে নিস্তার পাব না। হে আমাদের খোদা! তুমি আমাদের প্রতি সীমাহীন দয়ায় অনুকম্পাশীল হও। তুমি আমাদের ঈমান ও আমলের সার্বিক নিরাপত্তা দান কর।

***যারা এখরাজে নেযাম হয়েছেন তাদের জন্য অন্যান্যদের করণীয়***

পৃথিবীর কোন মানুষই ভুলের উর্ধে নয়। সে সুবাদে যে কোন সময় যে কোন কারণেই আমাদের যে কারোরই পদস্খলন হতে পারে। পার্থিব কোন ভুল কর্ম ও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণেই আমাদের কেউ কেউ এখরাজ হচ্ছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি আহমদীয়াত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। সে আর আহমদীয়াতের সদস্য নহে। তার সম্পর্কে এরূপ কঠোর ভাবা কোন আহমদীরই উচিত নয়। ঐ ব্যক্তির জন্য এ আদেশটি আকস্মিক একটা হোচট মাত্র। তার এ পতন অবস্থা থেকে উঠে আসার জন্য আমাদের প্রত্যেককে সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। সামনের সময়ে এমনও হতে পারে যে, ঐ তিনিই পুণ্যতা অর্জনের প্রতিযোগিতায় হয়তবা আমাদের সবাইকেই ছাড়িয়ে যেতে পারেন। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো এ বিপদগ্রস্থ ভ্রাতা ও ভগ্নির জন্য খাস দিলে দোয়া জারি রাখা। তাকে খলীফা আকদাস (আই.)-এর নিকট তার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা যুগ খলীফা কর্তৃক ক্ষমা না হওয়া পর্যন্ত তার আত্মা পুনঃ পবিত্রতা লাভে সমর্থ হবে না। তিনি যদি তার এ অন্যায়ের জন্য খলীফা সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা না করেন তবে পরিণামে তিনি অন্ধকার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবেন। তার সাধনার সকল অর্জন বিনাশ প্রাপ্ত হবে। এতসব কথা তাকে বুঝিয়ে হুযুর (আই.)-এর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়ার কাজে তাকে সহমর্মিতার সাথে সহযোগিতা করতে হবে। যেন আবার তাকে আমরা আমাদেরই একজন করে আমাদের সহ-সাথী করে নিতে পারি। আমরা কোন ভাবেই তাকে ছেড়ে দিয়ে পথ চলতে পারি না। তার ঈমানী সব দুর্বলতা ক্ষমা করিয়ে নিয়ে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে সফলতার জন্য একজন উদ্দীপ্ত সতীর্থকে সাথে করে আবার পথ চলব। আমরা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিজয় লগ্নে তাকে বঞ্চিত রাখতে চাই না।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সবার দুর্বলতাকে দূর করুন, আমাদের জীবনকে পুণ্যতায় পরিপূর্ণ করুন। আমাদের কাংখিত বিজয়কে আমাদের জন্য সহজ ও তরান্বিত করুন, আমিন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর একটি সহযোগী সংগঠন 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট'। এটি মানব সেবায় অসামান্য অবদানের জন্য ইতোমধ্যেই জাতিসংঘ কর্তৃক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে। সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক এই আন্তর্জাতিক সেবা-সংস্থাটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২৯টি দেশে সরকারী অনুমোদন নিয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় রত।

HUMANITY FIRST

**আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা**
**'হিউম্যানিটি ফার্স্ট'**
**সারা বিশ্বে মানবতার সেবায় রত।**

যোগাযোগ : **www.humanityfirst.org**

IT ACADEMY

**৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১**

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

**আমাদের বিশেষত্বঃ**
১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

**আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স**
**ওয়েবপেজ ডিজাইন**
**(HTML, CSS, Wordpress)**

**আমাদের কোর্স সমূহঃ**
1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

**ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ**
১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

**বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ**
**সৈয়দ খালেদ হাসান**
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

**মোহাম্মদ সাইদুর রহমান**
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৯১১ ৫০১৮৩২

## পাক্ষিক আহমদী-তে আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

**লেখা পাঠানোর ঠিকানা :**

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল : ০১৭১৬-২৫৩২১৬
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com, masumon83@yahoo.com

# গিবত একটি জঘন্য পাপ

**মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

(১০ম ও শেষ কিস্তি)

আজ আপনাদের সামনে সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যা তিনি (আই.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বক্তৃতায় করেছেন। অন্যায় সন্দেহ; গোয়েন্দগিরি ও গিবতের আজন্ম পরিত্যাগ করার জন্য হুযূর (আই.) অনেক তাগিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেছেন। সূরা হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন– হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বার বার সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক। (কেননা) কোন কোন সন্দেহ অবশ্যই পাপ। আর (কারো ওপর) গোয়েন্দাগিরি করো না এবং একে অন্যের গিবত (অর্থাৎ কুৎসা) করো না। তোমাদের কেউ কি নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা এটা ঘৃণা করবে। আর আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বার বার তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। এই আয়াতে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে আর প্রথম দুইটি বিষয় তো নিষেধ করা হয়েছে। তৃতীয় যে বিষয়টি রয়েছে অর্থাৎ গিবত এর মাঝে সেই দুইটি বিষয়ও চলে আসে। কেননা সন্দেহের সাথে গোয়েন্দাগিরী রয়েছে আর তার ওপরই গিবত হয়ে থাকে। অতএব এই আয়াতে এটি বলা হয়েছে যে গিবত করা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমতুল্য। এখন দেখুন সে যতবড় অত্যাচারীই হোক না কেন বা শক্ত হৃদয়ের অধিকারী হোক না কেন যে কখনও এটি সহ্য করতে পারবে না যে সে তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাবে এটি চিন্তা করলেও বমি বমি ভাব চলে আসে।

কায়েস থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে যে, উমর বিন উলআস (রা.) তিনি তার কতক বন্ধুদের সাথে একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার পেট ফুলে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ পড়েছিল। তখন তিনি (রা.) বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ এটিকে পেট ভরে খেয়ে নেয় তাহলে তার জন্য এটি উত্তম হবে যে সে কোন মুসলমান ভাইয়ের মাংস খায় অর্থাৎ গিবত করে বা পরচর্চা করে (আল আদাবুল মুফরাদ, লিল বুখারী বাবুল গিবত ওয়া কাওলুল্লাহি তা'লা ওয়ালা ইয়াগতাব বা'যাকুম বা'যা)

আমাদের মধ্য থেকে কারো পক্ষে কি এটি সম্ভব যে সে তার মৃত ভাইয়ের মাংস খায় বা মৃত জীবজন্তুর মাংস খায়। কারো পক্ষেই এটি করা সম্ভব নয়। তাহলে আমরা জেনে শুনে কেন মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাই। আমাদের প্রত্যেককে গিবত পরিহার করতে হবে, কারো গোয়েন্দাগিরি করা যাবে না। অনেকে এমন আছেন যারা এমন মৃত জীবজন্তু থেকে যে দুর্গন্ধ আসে তা সহ্য করতে পারে না বা কতক এমন আছেন যারা এগুলোর পাশ দিয়ে যেতেও পারেন না এবং দেখতেও পারেন না। কিন্তু তারা কোন মজলিসে বসে গিবত, পরনিন্দা, পরচর্চা এভাবে করে থাকে যে এটি কোন বিষয়ই নয় আর অবস্থা যদি এমনই হয় তাহলে তা অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা।

প্রত্যেককে নিজের পর্যালোচনা করা উচিত। এটিও আল্লাহ্ তা'লার একটি অনুগ্রহ যে তিনি তাঁর বান্দার প্রতি কতটা মেহেরবান। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন ধরনের কথাবার্তা যদি পূর্বে বলেও থাক তাহলে ইস্তেগফার কর, আল্লাহ্ তা'লার তাক্ওয়া অবলম্বন কর, নিজেদের ধ্যান ধারণাকে ঠিক কর নিশ্চয় আমি অনেক দয়াশীল এবং তওবা গ্রহণকারী। আমার কাছে ক্ষমা চাও তাহলে আমি অনুগ্রহ করে তোমাদের দিকে দৃষ্টি দিব। কতক লোক গিবত ও পরনিন্দার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানে না। কোন কোন সময় হাসি তামাশার ছলে গিবত করা হয়ে থাকে। এই বিষয়টি আরো একটি সুস্পষ্টভাবে আপনাদের সামনে রাখছি।

আল্লামা আলুসি "ওয়ালা ইয়াগতাব বা'যাকুম বা'যা" এই আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেন– এর অর্থ হল তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন অন্যের নিকট এ কথা না বলে যা সে নিজের সম্পর্কে তার অনুপস্থিতিতে করাকে অপছন্দ করে। আর যে বিষয় সে অপছন্দ করে এর অর্থ এটি হবে যে, যেসব কথা তার ধর্মীয় বা জাগতিক কোন বিষয় করা হয়, তার জাগতিক অবস্থা সম্পর্কে করা হয়, তার ধন-সম্পদ নিয়ে করা হয়। অথবা তার অবয়ব ও আকৃতি নিয়ে করা হয় অথবা তার চরিত্র নিয়ে করা হয়, অথবা তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে করা হয় অথবা তার দাস ও সেবকদের নিয়ে করা

হয় অথবা তার পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে অথবা তার সম্পর্কিত কোন বিষয় করা হয়। (রুহুল মাআনী)

অতএব এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি কেউ কারো অনুপস্থিতিতে অন্যের সাথে আলোচনা করে আর এতে যদি সে কষ্ট পায় বা অপছন্দ করে তাহলেও এটি গিবত করা হবে।

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, এইসব কথা এমন যে যদি কারো অনুপস্থিতিতে বলা হয় তাহলে সে অপছন্দ করে। এখন দেখুন যে, অধিকাংশ সভাতেই মানুষ এগুলো নিয়েই নিমজ্জিত থাকে। অন্যের সম্পর্কে তো করতেই থাকে কিন্তু যখন নিজের সম্পর্কে করা হয় তখন সে অপছন্দ করে। যেভাবে আমি বলেছি, সে যদি জানতে পারে যে তার সম্পর্কে অমুক অমুক সভায় এসব কথা হয়েছে তাহলে সে কষ্ট পায়, সহ্য করতে পারে না বরং তৎক্ষণাৎ মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এ কারণে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে না তা যেন তার অন্য ভাইয়ের জন্যও পছন্দ না করে। সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও যেন সে তাই পছন্দ করে।

কতক লোক এই পৃথিবীতে সাময়িক আনন্দ উপভোগ করার জন্য গোয়েন্দাগিরি ও গিবত করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ অফিসে কর্মরত একজন তার সহকর্মী সম্পর্কে বা কারখানায় কর্মরত ব্যক্তি তার সহকর্মীর কোন দুর্বলতা অনুসন্ধান করে এবং তা অফিসারের কাছে বলে দেয় যেন সে অফিসারের প্রিয়ভাজন হতে পারে। আর কতকের স্বভাবই এমন থাকে যে তারা অযথাই অন্যের দোষত্রুটি অন্বেষণ করে। স্মরণ রাখা উচিত যে এমন লোকদের সম্পর্কে রসূল করীম (সা.) বলেছেন– এমন লোকেরা কখন জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অতএব কে এমন বুদ্ধিমান যে কিনা সাময়িক আনন্দের জন্য, জাগতিকতার জন্য এবং অল্প একটু মজা নেওয়ার জন্য, সে তার জান্নাতকে নষ্ট করে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) মলফুযাত ৮ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৪১ (নতুন সংস্করণ) এর আলোকে বলেন– মহিলাদের মাঝে গিবতের ব্যধি বেশি পাওয়া যায়। তিনি বলেন– এটি তো সেই যুগের মহিলাদের অবস্থা ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গাফিলদের একটি বড় সংখ্যা এই ব্যধি থেকে পবিত্র হয়েছে এবং নিজেদেরকে ধর্মের সেবার জন্য উপস্থাপন করেছে। আর কতক এমন রয়েছেন যারা ধর্মের সেবার ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়েও এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু এখনও কোন কোন গ্রামে ও শহরে যেখানে মহিলারা না ধর্মের সেবা করে আর না অন্য কোন কাজ, তারাই এই গিবতের ব্যধিতে আক্রান্ত।

তদ্রুপ পুরুষদের সম্পর্কেও অভিযোগ আসে যে তারা সভায় বসে লোকদের বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে। আর এমন লোকদের স্ত্রী সন্তানরা উপার্জন করে ঘরের ব্যয়ভার চালান। এমন লোকেরা এতে লজ্জাবোধও করেন না। যাই হোক এই (গিবতের) ব্যধি মহিলার মাঝে হোক বা পুরুষের মাঝে এটি থেকে বেঁচে চলা উচিত।

নেযামে জামাতেরও উচিত যে খোদ্দাম এবং লাজনারা যেন এতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে কেননা এই ব্যধি গ্রাম্য মহিলা, অশিক্ষিতদের মাঝে বেশি পাওয়া যায়। তাদের মাঝে এই ব্যাধিও রয়েছে যে তারা অবসর সময়ে অন্যের ঘরে অসময়ে চলে আসে। আর যদি কোন গরীব তার আভিজাত্যের রহস্য কায়েম করে রেখেছে সে তার ঘরে প্রবেশ করে এবং রান্না ঘর পর্যন্ত চলে যায়। কি কি রান্না করা হয়েছে তা দেখতে থাকে তারপর সহানুভূতি না দেখিয়ে, তাকে কোন প্রকার সাহায্য না করে অথবা তার জন্য দোয়ার মজলিসে কথা বলা হয় যে সে টাকা বাঁচায়। তরকারীর স্থলে আচার বানিয়েছে।

অথবা খুব অল্প তরকারি ছিল বা এটি ছিল, খুবই কৃপণ। সে কৃপণ হোক আর যাই হোক সে তার ঘর চালাচ্ছে যেভাবেই চালাক এটি তোমার কাজ নয় যে তুমি কারো ঘরে প্রবেশ করে তার দোষত্রুটি অন্বেষণ করবে আর যখন এমন অভিজাত লোকদের ঘরে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আসে তখন এইসব মহিলারা এক্টিভ হয়ে যায়। অনেক কর্মঠ হয়ে যায়। যেখান থেকেই সম্বন্ধ আসুক না কেন তারা সেখানে পৌঁছে যায় আর বলে যে তার ঘরে তো কিছুই নেই। সেখান থেকে তুমি কোন আসবাবপত্র ও (যৌতুক) পাবে না। এই মেয়ের মাঝে অমুক দোষত্রুটি রয়েছে। আমি তোমাদের বলছি অমুক জায়গায় একটি ভাল সম্বন্ধ রয়েছে। এখানে সম্পর্ক করো না ওখানে কর। যাই হোক জামাতে এমন লোকদের সংখ্যা খুবই কম তারপরও চিন্তার বিষয় যে আমরা যে সমাজে বসবাস করছি তা এমনই আর সমাজ এতে প্রভাবিত হয়। আর এটি বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এরূপ লোকদের সম্পর্কে একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আব্দুর রহমান বিন গানাম (রা.) এবং হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত রসূল করীম (সা.) বলেন– আল্লাহ্ তা'লার পছন্দনীয় বান্দা সে অর্থাৎ যখন তার সাথে দেখা হয় তখন আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয় আর আল্লাহ্ তা'লার অপছন্দনীয় ব্যক্তি গিবত ও পরনিন্দা করতে থাকে। বন্ধুবান্ধবদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। নেক ও পবিত্র লোকদের কষ্টে, পরিশ্রমে, বিশৃঙ্খলায়, ধ্বংস ও গুনাহের দিকে নিক্ষেপ করতে চায়। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল– মুসনাদুশ শামীন)। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদী পুরুষ ও মহিলাকে এ থেকে রক্ষা করুন।

অপর একটি হাদীসে এসেছে–হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূল (সা.) বলেন– তোমাদের মধ্য থেকে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সে ব্যক্তি যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী, নরম স্বভাবের, লোকদের প্রতি ভালবাসা রাখে এবং লোকেরাও তাকে ভালবাসে। আর আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি পরনিন্দাকারী, বন্ধুদের সম্পর্কের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং নিরপরাধ ব্যক্তিদের ওপর অপবাদ লাগানোকারী। (তারগীব ও তারহীব)

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন– দেখুন গিবতের কারণে সেই সকল পুণ্যকাজ অর্থাৎ নামায, রোযা,

সদকা, কোন দরিদ্রকে সাহায্য করা সকল পুণ্যকাজ আমলনামা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। শুধুমাত্র এ কারণে যে সে গিবত করত। এ সম্পর্কে যতই হাদীস পড়া হয় ততই ভয়ভীতি বাড়তে থাকে। এর একটি চিকিৎসা আর তা হলো মানুষ যেন সর্বদা ইস্তেগফার করতে থাকে।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত আমরা যেন গিবত না করে প্রতিনিয়ত বেশি বেশি ইস্তেগফার ও দরূদ পাঠ করি। ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, যার কাছে গিবত করা হচ্ছে তার উচিত হবে যে সে যেন গিবতকারীর সত্যায়ন না করে আর না যার সম্পর্কে করা হয়েছে। কারণ এতে অন্যায় সন্দেহ সৃষ্টি হবে। (ফাতহুল বারী, ১০ম খণ্ড)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– যদি তুমি তোমার কোন বন্ধুর দোষত্রুটি বর্ণনা করতে চাও তাহলে প্রথমে তুমি তোমার নিজের দোষত্রুটির দিকে দৃষ্টি দাও। (আহইয়া এ উলুমুদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৭)

হুযূর (আই.) মলফুযাতের উদ্ধৃতির আলোকে বলেন–'এক ব্যক্তি ছিল যিনি অন্যকে গুনাহগার দেখতে পেয়ে তার খুব সমালোচনা করল এবং বলল যে সে জাহান্নামে যাবে। কিয়ামতের দিন খোদা তা'লা তাকে জিজ্ঞেস করবে যে কেন? তোমাকে এই ক্ষমতা কে দিয়েছে? জান্নাত ও জাহান্নামে পাঠানো তো আমার কাজ। জান্নাত ও জাহান্নামে আমিই পাঠাই। তুমি কে?" যে ব্যক্তি সমালোচনা করেছিল এবং নিজেকে পুণ্যবান মনে করেছিল তাকে বলল যে, যাও আমি তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছি আর এই গুনাহগার বান্দা যার তুমি অভিযোগ করতে যে এই ব্যক্তি এমন এবং জাহান্নামে যাবে। তাকে আমি জান্নাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি বলেন–প্রত্যেক মানুষের বুঝা উচিত যে এমন যেন না হয় যে অন্যের জন্য গর্ত তৈরি করে নিজেই সে গর্তে পড়ে যাই। (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০-১১ রাবওয়া কর্তৃক প্রকাশিত)

বর্তমানে ও লোকেরা এমন কথা বলে যে অমুক ব্যক্তি খুব খারাপ, গুনাহগার, জাহান্নামী। তারপর কতক লোক নিজের বুযুর্গী প্রকাশ করার জন্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে যে তুমি অমুক নেকী করেছ কিনা, নামায পড়েছ কিনা, এমন করেছ কিনা, নামাযের মাঝে দোয়া কর কিনা, কিভাবে দোয়া কর, দোয়াতে কান্না আসে কিনা, আর সে উদ্ধৃতি দিয়ে বলে যে যার কান্না আসে না তার হৃদয় শক্ত হয়ে গিয়েছে। এসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলা যা খুবই খারাপ। এটি তো বান্দা ও খোদা তা'লার বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে জিজ্ঞের করার কোন অধিকার নেই। অসাধারণ একটি নসীহত করা হয়ে থাকে জলসার ও খুতবার মাঝে যে এভাবে নামায পড়া উচিত এভাবে নামায আদায় করা উচিত এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার দিকে ঝুকা উচিত। কোন ব্যক্তির এটি কাম্য নয় যে সে খুঁটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করবে আর যখন সে তার অবস্থা সম্পর্কে জেনে যাবে তখন বলবে তুমি এতদিন যাবৎ নামাযে কান্না করো নি, তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলেছ বা নিজেকে ধ্বংসে নিপতিত করেছ। অতএব এমন লোকদের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে খোদা তা'লার এখতিয়ার তার হাতে নেই। হতে পারে তোমার কান্নাকে খোদা তা'লা রদ করে দিবেন এবং তার না কান্নাকে আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করে নিবেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই সকল নসীহতের ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং গিবতের ব্যধি থেকে রক্ষা করুন। যাই-হোক যেভাবে বলেছেন অনেক বেশি ইস্তেগফার করা প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করেন এবং আমাদের তওবা গ্রহণ করেন। (আমীন)

(খুতবা জুমুআ ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩, বায়তুল ফতুহ লন্ডন) (দৈনিক আলফজল ১৩ এপ্রিল ২০০৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ৭ অক্টোবর ২০০৫ এর জুমুআর খুতবাতেও বলেছেন গিবত সম্পর্কে। তিনি (আই.) এক পর্যায়ে বলেন, 'আমাদের রোযা তখনই কাজে আসবে বা তখনই রোযা ঢালস্বরূপ হবে যখন আমরা মিথ্যা বলব না, গিবত করব না, কারো দোষ খুঁজে বেড়াব না। আমাদের অন্যর দোষ না খুঁজে নিজেদের দোষত্রুটি নিয়ে পর্যালোচনা করা উচিত যে আমাদের নিজেদের মাঝে কি-কি দোষত্রুটি রয়েছে।

রোযা রেখে যদি গিবত করা হয় তাহলে এ রোযার কোন অর্থ হয় না। আমাদের সকলকে পরিপূর্ণ ভাবে গিবত পরিহার করতে হবে।

অতএব কারো দোষত্রুটি দেখলে সম্ভব হলে আমরা যেন ক্ষমা করি আর তা না হলে যেন তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখি অন্যের নিকট প্রকাশ না করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের চিন্তা-চেতনাকে যেন স্বচ্ছ পানির ন্যায় টলটলে ও পরিষ্কার করে দেয়।

বাংলাদেশের ৯৮ তম জলসা সালানার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এর বক্তৃতার একাংশে হুযূর (আই.) গিবত সম্পর্কে বলেন। আমাদের প্রত্যেকের গিবতের অভ্যাস পরিহার করা উচিত। প্রত্যেকের নিজেকে নিয়ে পর্যালোচনা করা উচিত।

শেখ সাদী (রহ.) লোকেরা বিচ্ছুকে জিজ্ঞেস করল শীতের সময় তুমি বাইরে বের হওনা কেন তখন কিচ্ছু উত্তর দিল যে গরমের সময় আমার এমন কি সম্মান করা হয় যে আমি শীতের সময়ও বাইরে আসব। গিবতকারীও বিচ্ছুর চেয়েও কোন অংশে কম নয় যে কথার দ্বারা আঘাত করতেই থাকে। গিবতকারী সর্বদাই ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকে। (হিকায়াতে সাদী (রা.) দৈনিক আল ফযল ২৫ এপ্রিল ১৯৯৮)

গিবতের কারণে সমাজ ও পরিবেশ নষ্ট হয়, সম্পর্ক খারাপ হয়, ইহকাল ও পরকাল সবই নষ্ট হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে গিবতের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে গিবত পরিহার করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযাবাননার"

অর্থাৎ– হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে ও পরকালে কল্যান দান কর আর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

# ঈমান কী, মু'মিন-মুত্তাকী কারা

**খন্দকার আজমল হক**

(৩য় ও শেষ কিস্তি)

আজ মানুষ ইহকালের সুখ ভোগ, আরাম আয়েশ নিয়ে ব্যস্ত। তারা আজ সংসার প্রেমে মগ্ন। ধর্ম এখন বাহ্যিক রূপ নিয়েছে। তারা পার্থিব সম্পদ আহরণকেই তাদের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। এজন্য তারা কোন প্রকার দুস্কর্ম করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মানুষের ভেতর হতে নৈতিকতাবোধ উঠে গিয়েছে। মানুষকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ কুরআন পাকে সর্তক করে বলেছেন "তুমি বল, তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্র এবং তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের আত্মীয়গণ এবং যে ফল তোমরা অর্জন করেছো এবং ব্যবসা বানিজ্য, যার মন্দকে তোমরা ভয় কর এবং বাসগৃহসমূহ যা তোমরা ভালবাস, যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয় তবে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ মীমাংসা প্রকাশ করেন, এবং আল্লাহ্ অবাধ্য জাতিকে হেদায়েত দান করেন না"। (৯:২৪) এ সম্পর্কে আল্লাহ্ আরও বলেছেন "এবং জেনে রাখ যে নিশ্চয় তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি যাঁর নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে" (৮:২৯)

ইহকালের পরেও যে এক জীবন আছে তা স্বীকার করলেও অধিকাংশ লোকেরই এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ বা ভ্রুক্ষেপ নেই। সবাই জানে যে পার্থিব জীবন নশ্বর, মৃত্যুর মধ্যেই এর পরিসমাপ্তি। এই দেহ যা মাটির সাথে মিশে যাবে বা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তবুও তার ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশের জন্য মানুষের যত প্রচেষ্টা। সে এও স্বীকার করে যে এই দেহ ধ্বংস হয়ে গেলেও আত্মা অমর। দৈহিক মৃত্যুর পর সে আর একটি জীবন লাভ করে যাকে পারলৌকিক জীবন বলে, যার শেষ নেই। আল্লাহ্ বলেছেন "বাল তু'ছিরুনাল হায়াতুদ্দুনিয়া ওয়াল আখেরাতু খায়রাঁও ওয়া আবকা"। অর্থ "কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছ, অথচ পরকালই অধিক উত্তম ও স্থায়ী" (৮৭:১৭-১৮) আল্লাহ্‌র এই সতর্ক বাণী থাকা সত্ত্বেও সে অস্থায়ী জীবনের প্রতিই ঝোঁকে। পরকালের কথা ভুলে যায়।

কোরআন পাক হতে আরও জানা যায় যে ইহকালে যে যেরূপ কর্ম করবে পরকালে সে সেরূপ ফল লাভ করবে, কেননা ইহকালই কর্মের সময়। ইহকালে সৎকর্ম না করলে পরকালে গিয়ে আফসোস করেও কুল পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ বলেই দিয়েছেন, "এবং তোমাদের কারো ওপর মৃত্যু আসার পূর্বে আমরা তোমাদের যে রিযক দিয়েছি তা হতে খরচ কর যেন তাকে বলতে না হয় যে, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি কেন আমাকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে না যাতে আমি কিছু দান খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। বস্তুত আল্লাহ্ কাউকেও অবকাশ দেন না যখন তার নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয় এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছেন"। (৬৩:১১-১২) কর্মের প্রতিফলদান সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন "যে ব্যক্তি মু'মিন সেকি দুস্কর্মকারীর সমতুল্য হতে পারে? তারা কখনও সমান হতে পারে না। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য হবে চিরস্থায়ী আবাসগৃহের বাগানসমূহ যা তাদের কৃত কর্ম অনুযায়ী আপ্যায়ন স্বরূপ হবে। কিন্তু যারা দুস্কর্ম করেছে তাদের জন্য বাসস্থান হবে জাহান্নাম, যখনই তারা তা হতে বের হবার ইচ্ছে করবে তখনই তাদেরকে তার মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, এখন তোমরা জাহান্নামের আবাসের স্বাদ গ্রহণ কর যাকে তোমরা মিথ্যা বলে অস্বীকার করতে"। (৩২:১৯-২১) এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "তিনটি জিনিস মৃতলোকের সাথে যায়। দু'টি ফিরে আসে এবং একটি তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে গমন করে তার আত্মীয় স্বজন, কিছু মাল সম্পদ ও তার আমল, পরে তার জাতি গোষ্ঠি ও মাল সম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার আমল"। (বুখারী, মুসলিম)

পরকাল সম্পর্কে একটি হাদিসের বর্ণনা এরূপ। হযরত সাদ্দাম (রা.) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "হে লোকগণ! দুনিয়া একটি অস্থায়ী সম্পদ। তা থেকে পূণ্যবান ও পাপি উভয়ই ভোগ করতে থাকে। আর আখেরাত একটি সত্য প্রতিশ্রুতি। সেখানে বিচার করবেন ন্যায়পরায়ণ সর্বময় শক্তির অধিকারী বাদশাহ। তিনি (নিজ ফয়সালায়) সত্যকে বহাল রাখবেন এবং বাতিলকে মুছে ফেলবেন। সুতরাং তুমি আখেরাতের সন্তান হও এবং দুনিয়ার সন্তান হবে না। কেননা প্রত্যেক মাতার সন্তান তার অনুযায়ী হয়ে থাকে"। (বায়হাকী হিলাইয়াম আবু সোলাইমান বর্ণিত)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন "স্মরণ রেখ যে, জীবন বলতে অনন্ত জীবনকে বুঝায় যা ভবিষ্যতে কামেল মানুষ প্রাপ্ত হবেন। এটা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করছে যে ব্যবহারিক শরীয়তের ফল পরলোকে অনন্ত জীবন লাভ যা আল্লাহ্ তা'লার দীদারের খাদ্য, যা সর্বদা কায়েম থাকবে" (ইসলামী নীতি দর্শন)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর কিশতিয়ে নূহ ও ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকে ইসলামী

জীবন ব্যবস্থার ওপর বিস্তারিত দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। প্রত্যেক আহমদীকে এই দু'টি বই বার বার পাঠ করে তা আমল করা উচিৎ। তিনি এসব দিক নির্দেশনা কুরআন, হাদীস থেকেই দিয়েছেন। আহমদীদের স্মরণ রাখতে হবে যে তারা হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে মেনেছে। তাদের আচার আচরণ চেহারা এবং পোশাক পরিচ্ছদের ভেতর এমন স্বাতন্ত্র থাকতে হবে যেন লোকে বলে যে সে নিশ্চয় আহমদী। একটি বাস্তব উদাহরণ দেয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কিশোরগঞ্জ থাকাকালে আব্দুল হাই নামক এক প্রবীণ আহমদী ওখানকার জামাতের সদস্য ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। তিনি একদিন এক ঘটনার উল্লেখ করেন। একবার তিনি বাসে যাচ্ছিলেন, পথে একজন মেয়ে বাসে উঠেন। কিন্তু বাসে কোন ছিট ছিলনা। মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। একটি ছেলে উঠে মেয়েটিকে বসার জায়গা করে দিল। তখন মেয়েটি ছেলেটিকে বলল যে সে নিশ্চয় আহমদী। মেয়েটি কিন্তু আহমদী ছিল না। জানা গেল যে ছেলেটি বস্তুতই আহমদী ছিল। আহমদীদের এরূপ স্বভাবের হতে হবে। হযরত খলিফাতুল মসীহ খামেস (আই.)ও আহমদীদের এরূপ স্বাতন্ত্র সৃষ্টির কথা বলেছেন। আমরা বয়আতের সময় প্রতিজ্ঞা করি "ম্যায় দীনকো দুনিয়া পার মোকাদ্দাম রাখুংগা" অর্থাৎ- আমি ধর্মকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিব"। বেঁচে থাকতে হলে দুনিয়ার কাজ করতে হবে। হযরত রসূল করীম (সা.) ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ও অন্যান্য নবীগণও সংসারী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ধর্মীয় জীবনকে সাংসারিক জীবনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ও দুনিয়াদারী ছেড়ে দিতে বলেননি। তিনি বলেছেন, "এবং আল্লাহ্ যা কিছু তোমাকে দিয়েছেন তুমি তা দ্বারা পরকালের বাসগৃহের অনুসন্ধান কর এবং তোমার পার্থিব জীবনকেও ভুলোনা"। (২৮:৭৮)

এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়াতে মাল সম্পদ অন্বেষণ করে, ভিক্ষা বৃত্তি হতে বাঁচার জন্য, পরিবারের খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যে এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের লক্ষ্যে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লার সাথে এমনভাবে মিলিত হবে যে তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে অর্জন করল বটে, কিন্তু গর্ব, অহংকার ও ধনের আধিক্য প্রকাশের নিয়তে, সে আল্লাহ্ তা'লার সাথে এমনভাবে মিলিত হবে যে তিনি তার ওপর ভীষণভাবে রাগান্বিত হবেন"। (বায়হাকী, সোয়াবুল ঈমানে, আবু নোয়াঈমকৃত লিহিয়া)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন "সীমার মধ্যে থেকে উপকরণ অবলম্বন করতে আমি তোমাদের নিষেধ করি না বরং তা হতে নিষেধ করি যে অন্যান্য জাতির ন্যায় তোমরা শুধু উপকরণের দাসে পরিণত হও এবং সেই খোদাকে ভুলে যাও যিনি উপকরণ সমূহের ব্যবস্থা করে থাকেন। তোমাদের যদি চক্ষু থাকে তবে দেখতে পাবে যে খোদাই খোদা মাত্র, অবশিষ্ট বাকি সব তুচ্ছ" (কিশতিয়ে নূহ)।

অত্রএব দেখা গেল যে দুনিয়ার উপায় উপকরণ নিষিদ্ধ নয়। খোদাকে ছেড়ে দুনিয়ার প্রতি ঝোঁকা নিষিদ্ধ। খোদাকে লাভ করার জন্য কোন প্রকার কঠোরতা যা সন্যাস ব্রত অবলম্বনের ও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ বা তাঁর রসূলেরও তা কাম্য নয়। আল্লাহ্ বলেছেন, "আর যে আছে সন্যাসব্রত, তারা নিজেরাই এটা প্রবর্তন করেছিল যার নির্দেশ আমরা তাদের দেই নি, তারা অবশ্য আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য তা করেছিল। কিন্তু তারা তার যথোচিত মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি"। (৫৭:২৮)

হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সা.) এর কতক সাহাবা পরস্পর 'তরক এ দুনিয়া' (সন্যাসব্রতের) পণ করলেন। কেহ বললেন তিনি বিবাহ করবেন না, কেহ বললেন অনবরত নামায পড়বেন এবং নিদ্রাপরিহার করবেন, কেহ বললেন রোযা রাখবেন। রোযা ছাড়বেন না। এ খবর হযরত রসূল করীম (সা.) এর নিকট পৌঁছালে তিনি বললেন, "এরা কেমন লোক যারা এরূপ বলে? আমিতো রোযাও রাখি, ইফতারও করি, নামাযও পড়ি এবং ঘুমাইও। আমি বিবাহও করেছি সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নত হতে বিমুখ হয়েছে সে আমার নয়" (মুসলিম)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন "অন্যান্য লোক এই পথ উদ্ভাবন করেছে যে তারা চির কুমার থাকবে। বা খোজা হবে এবং যে কোন উপায়ে হোক সন্যাসব্রত অবলম্বন করবে। কিন্তু আমরা মানুষের ওপর এই আদেশ অবশ্য পালনিয় করিনি। একারণে তারা এসব অভিনব প্রথা পূর্ণরূপে পালন করতে পারে নি। (ইসলামী নীতি দর্শন)

জানা গেল যে ইহকালের উপায় উপকরণ সংগ্রহের অনুমতি থাকলেও পরকালের কাজকেই প্রাধান্য দিতে হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে পরকালের কাজের উদ্দেশ্য খোদা প্রাপ্তি। এজন্য খোদার স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন, "সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না" (২:১৫৩)।

প্রবন্ধটির প্রারম্ভেই উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ বলেছেন যে তার যিকর বা স্মরণই শ্রেষ্ঠ। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত খোদার উদ্দেশ্যেই করা হয়। এজন্য এসবই খোদাকে স্মরণের মাধ্যম। কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য নফল এবাদতের মাধ্যমেও খোদাকে স্মরণ করা হয়। বিভিন্ন দোয়া দরুদের মাধ্যমেও খোদাকে স্মরণ করা যায়। খলিফাতুল মসীহগণ অনেক সময় বিভিন্ন দোয়ায় তাহরীক করে থাকেন। এগুলো খোদাকে স্মরণের মাধ্যম। বিভিন্ন জাগতিক কার্যের ভিতরও খোদাকে স্মরণ করা যায়। যে কোন কাজের সময় খোদার নাম নিয়ে করলেই খোদাকে স্মরণ করা হয়। অনেকে লাফ ঝাঁপ বা বিভিন্ন কসরত করে কালেমা পড়ে যেকের আসকার করে থাকেন। কিন্তু তা কুরআন বিরোধী। আল্লাহ্ বলেছেন "এবং স্মরণ কর তোমার প্রভুকে মনে মনে কাকুতি মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চস্বরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় এবং তুমি গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না"। (৭:২০৬) এ জন্য খোদার আরেফ বান্দাগণ সর্বদা নীরবে নিভৃতে খোদার স্মরণে নিমগ্ন থাকেন।

মানুষ আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে যেন গাফেল না হয় সেজন্য আল্লাহ্ কুরআন পাকে সতর্ক করে বলেছেন, "হে যারা ইমান এনেছ!

তোমাদের ধণ সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে উদাসিন না করে এবং যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে” (৬৩:১০)। অতএব আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে যেন আমরা বিমুখ না হই, সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

আল্লাহ্‌র স্মরণ মু’মিন বান্দাদের হৃদয়ে প্রশান্তি দান করে। আল্লাহ্‌ বলেন “স্মরণ রেখ! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে”। (১৩:২৯) এটাই আত্মার খোরাক ও আখেরাতের সম্পদ। তবে এই স্মরণ খোদার প্রতি অনুরক্ত হয়ে বিগলিত অন্তরে হতে হবে। এই স্মরণ যখন হৃদয়ে প্রশান্তি দান করবে তখনই তাকে বলা হবে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা বা নাফস মুৎমাইন্না। যার সম্পর্কে সূরা ৮৯ আয়াত ২৮-৩১ য়ে বর্ণিত হয়েছে।

নিজ সন্তান সন্ততিদের শৈশব হতেই তালিম তরবিয়ত প্রদান করা প্রত্যেক মু’মিন বান্দার কর্তব্য। আল্লাহ্‌ তা’লা আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন, “রাব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া জুর্‌রি ইয়াতিনা কুররাতা আ’ইউনি ওয়াজ আলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা”। অর্থ “হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান ও সন্ততিদের মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও”। (২৫:৭৫)। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী সন্তান সন্ততি যেন মুত্তাকী হয় তার জন্য আমাদের এই দোয়া করতে হবে। নিজেরা যেমন মুত্তাকী হব তেমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদেরও মুত্তাকী বানাতে হবে। সন্তানদের শৈশব হতেই উপযুক্ত ভাবে তালীম তারবীয়ত না দিলে বড় হলে তারা নাগালের বাইরে চলে যাবে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে কীভাবে সন্তানদের তালীম দিতে হয়, তা আল্লাহ্‌ তা’লা আমাদের বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ বলেন “এবং এ বিষয়ে ইব্রাহীম নিজ সন্তানদেরকে পূর্ণ তাগিদ করল এবং ইয়াকুবও (এই বলে) “হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় থাকা ব্যতিরেকে আদৌ মৃত্যু বরণ করবে না”। (২:১৩৩) আরও দেখুন (২:১৩৪)।

অনেকে বলেন যে, সন্তানগণ তাদের কথা শুনেনা। কথায় বলে, সময়ের এক ফোঁর অসময়ের, দশ ফোঁর। সময়মত তালীম না দিলে পরিবেশ, বন্ধু বান্ধবদের প্রভাবে সন্তানগণ পরে পিতা মাতার অবাধ্য হয়ে পড়ে। এজন্য বাড়িতে যেমন ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, তেমন খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। খোদার সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌ বলেন “মানুষ যা চায় তাকি সে পায়?” (৫৩:২৫) খোদার সাহায্য না পেলে মানুষ নিজের চেষ্টায় কোন কিছুতেই সফল হতে পারে না।

মানুষ মনে করে যে, সে দুনিয়ায় যে ধন দৌলত, সহায় সম্পত্তি কৃষি সম্পদ অর্জন করে, সব নিজের বিদ্যা বুদ্ধি ও শ্রম দ্বারা অর্জন করে। কিন্তু আল্লাহ্‌ বলেন তিনি রিযিকদাতা। মানুষ যা কিছু অর্জন করে সবই আল্লাহ্‌র দান। আল্লাহ্‌ বলেন, তিনি রাজ্যের মালিক। যাকে ইচ্ছা তিনি রাজা বানান, যার নিকট হতে চান রাজত্ব কেরে নেন, যাকে চান ইজ্জত দান করেন, যাকে চান লাঞ্ছিত করেন। যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন। (৩:২৭-২৮) এ সম্পর্কে কুরআনে অনেক উদাহরণ বর্তমান।

হযরত মূসা (আ.) এর সময় কারুন অনেক ধন সম্পদের মালিক ছিল। এই ধন সম্পদ রাখার জন্য তার এত ধনাগার ছিল যে, তার চাবি বহনের জন্য কয়েকজন লোক লাগত। এজন্য কারুন গর্ব করত। যখন তাকে বলা হত যে আল্লাহ্‌ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা হতে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর। তখন সে বলত যে, সে ঐ সকল সম্পদ তার নিজের জ্ঞান বলে পেয়েছে। তখন আল্লাহ্‌ তাকে তার সম্পদ সহ মাটিতে প্রোথিত করে দিলেন। (২৮:৭৭-৭৯,৮২) অন্য এক স্থানে আল্লাহ্‌ বলেছেন “তোমরা কী চিন্তা করেছো, যা তোমরা ক্ষেতে বপন কর, তোমরা তা উদ্ভব কর না আমরা তার উৎপাদনকারী”। (৫৬:৬৪-৬৫) সূরা কাহাফ ও সূরা কালামেও দু’জন কৃষকের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্‌পাক জানিয়ে দিয়েছেন যে যে সম্পদ সে লাভ করেছে তা আল্লাহ্‌রই দান এতে তার গর্ব করার কিছু নেই। এজন্য তাকে আল্লাহ্‌র শোকর গুজার করতে হবে (কৃপণতা না করে) যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হবে এবং দোয়ায় মগ্ন থাকতে হবে। (১৮:৩৩-৪৩/৬৮:১৮-৩৩) কুরআনের এত সব উদাহরণ থাকতেও মানুষ আমিত্বের বড়াই করে। বুদ্ধি বিবেক আল্লাহ্‌র দান, তাই তার আমিত্বের বড়াই বিবেচিত হবে না।

মু’মিন-মুত্তাকীদের আরও কয়েকটি বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে ও তা থেকে দূরে থাকতে হবে। মিথ্যা একটি বড় পাপ, যাকে কুরআন পাকে প্রতিমার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অহংকার আর একটি অপরাধ যা মানুষকে কুফরের পর্যায়ে নিয়ে যায়। হিংসুকের হিংসা হতেও দূরে থাকতে হবে। সূরা ফালাকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। গিবত (পরনিন্দা, পরচর্চা) ও একটি জঘন্য অপরাধ। এ সম্পর্কে একটি সূরাই নাযেল হয়েছে। (হোমাজা) কুরআন পাকে বলা হয়েছে, যারা গিবত করে তারা যেন নিজের ভাইয়ের গোশত খায়। মু’মিন-মুত্তাকীগণ এর কাছেও যায় না (৪১:১৩)।

আল্লাহ্‌ মানুষকে চিন্তা বা বিবেকের স্বাধীনতা দিয়েছেন। কোন কাজটা ভাল, কোন কাজটা মন্দ, তা তিনি বলে দিয়ে সঠিক পথ বেছে নিতে বলেছেন। আল্লাহ্‌ বলেছেন “নিশ্চয় আমি তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি হয়তো সে কৃতজ্ঞ হবে নয়তো সে অকৃতজ্ঞ হবে”। (৭৬:৪) তিনি এও বলেছেন যে, সঠিক পথে চললে সে পুরস্কৃত হবে, অন্যথায় তাকে শাস্তি পেতে হবে। তিনি বলেছেন যে, সে যদি সঠিক পথে চলবার জন্য অগ্রসর হয় তবে আল্লাহ্‌ তাকে সাহায্য করবেন। তবে তাকে আগে অগ্রসর হতে হবে। এজন্য বিবেকের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্‌ আমাদের তৌফিক দিন, যেন আমরা সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারি। “রাব্বানা ফাগফিরলানা জুনুবানা ওয়া কাফ্‌ফের আন্না সাইয়ে আতেনা ওয়া তাওয়াফ ফানা মায়াল আবরার”। অর্থ “অতএব, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্ট সমূহকে আমাদিগ হতে দূরীভূত করে দাও এবং আমাদেরকে পূণ্যবানদের সাথে সামিল করে মৃত্যু দাও”। (৩:১৯৪) আমিন।

# আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৪র্থ কিস্তি)

**১৯৩৭**

বঙ্গীয় জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারায় ১৪-১৬ অক্টোবর ১৯৩৭ তারিখ ২১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন জলসার কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ ঃ–

**নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কন্‌ফারেন্স**

নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কন্‌ফারেন্সের একবিংশতি অধিবেশনের তারিখ ১৪, ১৫, ১৬ অক্টোবর মোতাবেক ২৮, ২৯ ও ৩০ আশ্বিন ধার্য হয়েছে এবং উক্ত অধিবেশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মসজিদুল মাহ্‌দীর প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় বিশিষ্ট আহমদী আলেমগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। সভার প্রথম দুই দিবস পুরুষদের জন্য এবং তৃতীয় দিবস মহিলাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। প্রোগ্রাম নিম্নে প্রদত্ত হল।

**প্রোগ্রাম**

**১৪ অক্টোবর –১ম অধিবেশন– বেলা সাড়ে দশটা হতে ১টা পর্যন্ত**

১। কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠ

২। প্রাদেশিক আমীরের অভিভাষণ

৩। গত বছরের কার্য বিবরণী

৪। নবী ও নেতা মৌলবি বদর উদ্দিন আহমদ সাহেব বি-এল,

৫। নবী কাকে বলে ও নবীর আগমনের লক্ষণসমূহ–

মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব, আহমদীয়া মিশনারী

নামায 'যোহর' ও 'আসর' একত্রে-

**২য় অধিবেশন– বেলা ২টা হতে ৫টা পর্যন্ত**

১। কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠ

২। জগতের বর্তমান অশান্তি ও তার প্রতিকার– মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ সাহেব বিএল,

৩। ভাওয়ালের মোকদ্দমা ও খৃষ্টধর্ম– মৌলবী আব্দুর রহমান খাঁ সাহেব বিএল,

৪। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের কতিপয় ঘটনা– মৌলবী গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব বি এল

৫। নবীর আবির্ভাব কখনও ক্ষান্ত হবার নয়–'খাতামান্ নাবীয়ীন' ও লা-নাবীয়া-বাদী'র প্রকৃত অর্থ– এ সম্বন্ধে পুরাতন বুযূর্গগণের অভিমত– মৌলানা কাজী খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব, বি. সি. এস

**১৫ অক্টোবর–১ম অধিবেশন– বেলা সাড়ে দশটা হতে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত**

১। কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠ

২। ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব এবং খেলাফতই আহমদীয়াতের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ– মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব

৩। 'পেসেরে-মাউদ' খেলাফতে সানিয়ার জামানার আহমদীয়াতের ইতিহাস– মৌলবী মোজ্জাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব, বি. এ. আহমদীয়া মিশনারী

জুম্মার নামায সাড়ে ১২টা হতে ২টা পর্যন্ত

**২য় অধিবেশন– বেলা ২টা হতে ৫টা পর্যন্ত**

১। কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠ

২। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার সমাধান– মৌলবি হোসাম উদ্দীন হায়দার সাহেব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

৩। ইসলামের খলীফার অধিকার– খলিফার প্রতি মুসলমানদের কর্তব্য– খলীফা, আমীর ও প্রেসিডেন্ট পদের বিভিন্ন দায়িত্ব– মৌলবী আউসাফ আলী সাহেব, উকীল

৪। আমরা আহমদী হয়ে কি পেয়েছি– খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব বি.এ., বি-টি, –ভূতপূর্ব লন্ডন ও জার্মান মিশনারী

৫। তাহরীকে জাদীদ বা আহমদীদের রণ-সম্ভার– প্রেসিডেন্ট

**মহিলা কনফারেন্স**

**১৬ অক্টোবর–১ম অধিবেশন–বেলা সাড়ে দশটা হতে ১টা পর্যন্ত**

***২য় অধিবেশন***

(মাসিক আহমদী, সেপ্টেম্বর ১৯৩৭)।

জলসা সালানা কর্মসূচি অনুসারে সমাপ্তির পর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ :–

**নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কনফারেন্সের একবিংশ অধিবেশন**

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে বিগত ১৪, ১৫ ও ১৬ অক্টোবর মোতাবেক ২৮, ২৯ ও ৩০ আশ্বিন তারিখে নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কনফারেন্সের একবিংশতি অধিবেশন ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদুল-মাহদীর প্রাঙ্গনে সুসম্পাদিত হয়ে গিয়েছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানের আমীর খান বাহাদুর মৌলবি আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব এম,এ, বি-টি, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হতে নিমন্ত্রিত মহোদয়গণ উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করেছেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের ভূতপূর্ব পেলেষ্টাইন ও দামেস্কের সুযোগ্য মোবাল্লেগ মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, মৌলবি ফাজেল, আমাদের কনফারেন্সে যোগদান করতে কাদিয়ান (পাঞ্জাব) হতে আগমন করেন। তাঁর আগমনে স্থানীয় আহমদীগণের এবং মেহমান ও ডেলিগেট ভাইদের মধ্যে অধিকতর উৎসাহের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় আমীর মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম সাহেবের তত্ত্বাবধানে তথাকার আহমদী ভ্রাতৃবৃন্দ আগত মেহমানদের থাকবার ও খাবার যথোচিত বন্দোবস্ত করতে যত্নবান ছিলেন। অনবরত বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও কন্‌ফারেন্সের কার্য আশানুরূপ কৃতকার্যতার সহিত সম্পাদিত হয়েছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

কনফারেন্সের প্রথম দিবস প্রথম অধিবেশনে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত ও কবিতা পাঠের পর প্রাদেশিক আমীর জনাব খান বাহাদুর মৌলবি আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী, এম, এ বি-টি মহোদয় তাঁর সারগর্ভ ও উৎসাহপূর্ণ অভিভাষণে বঙ্গীয় আহমদী ভ্রাতৃ ও ভগ্নীকে তাদের কর্তব্য কার্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁর পর রঙ্গপুর নিবাসী মৌলবি বদর উদ্দিন আহমদ বি, এল, উকিল, 'নবী ও নেতা' এবং মৌলবি জিল্লুর রহমান সাহেব আহমদীয়া মিশনারী 'নবী কাকে বলে ও নবীর আগমনের লক্ষণসমূহ' সম্বন্ধে সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ বক্তব্য প্রদান করেন।

অতঃপর যোহর ও আছরের নামাজ একত্রে পাঠ করার পর কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। এতে প্রথমে কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠের পর মৌলবি দৌলত আহমদ খাঁ সাহেব, বি-এল, মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব মৌলবি ফাজেল, মৌলবি আব্দুর রহমান খাঁ সাহেব, বি-এল, মৌলবি আবু মোহাম্মদ হোসামউদ্দিন হায়দার সাহেব ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মৌলবি কাজী এ, কে, এম, খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব বি-সি,এস পর্যায়ক্রমে 'জগতে বর্তমান অশান্তি ও তার প্রতিকার', 'ইসলামের এবং আহমদীয়াতের উদ্দেশ্য', 'ভাওয়ালের মোকদ্দমা ও খ্রীষ্টধর্ম' সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার সমাধান' এবং নবীর আবির্ভাব কখনো ক্ষান্ত হবার নয়–খাতামান্নাবীঈন ও লা-নাবীয়া-বা-আদীর প্রকৃত অর্থ এবং এ সম্বন্ধে পুরাতন বুযুর্গদের অভিমত প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদান করে উপস্থিত ভদ্রমন্ডলীকে আপ্যায়িত করা হয়। কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিবস, প্রোগ্রাম অনুযায়ী কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠের পর প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব, মোবাল্লেগ, মৌলবি মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব বি-এ, মোবাল্লেগ, খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী সাহেব, বি-এ, বি-টি, ভূতপূর্ব জার্মান মিশনারী পর্যায়ক্রমে 'ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব এবং খেলাফতই আহমদীয়াতের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ' 'পেসেরে-মাওউদ খেলাফতে সানিয়ার জামানায় আহমদীয়াতের ইতিহাস', এবং 'আমি আহমদী হয়ে কি পেয়েছি' বিষয়ে বহু শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদানে খেলাফতের প্রকৃত উদ্দেশ্য, জগতে বর্তমান আহমদী খেলাফতের অগণিত আশীষ এবং আহমদীয়াতের দান বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর জুম্মার নামায আরম্ভ হয় এবং আমাদের ভূতপূর্ব মিসরের মোবাল্লেগ মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, মৌলবি ফাজেল জুম্মার খুৎবায় সকলকে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে ইসলামের প্রকৃত দান হতে উপকৃত হতে উপদেশ প্রদান করেন। জুম্মার নামায অন্তে কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং কুরআন শরীফ ও কবিতা পাঠের পর আমাদের ১৭ অক্টোবর 'তবলিগ ডে' উপলক্ষ্যে প্রচারিত এলান কনফারেন্সে ঘোষণা করে স্থানীয় আমীর মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব সকলকেই পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দেন যে, বর্তমান জগতের বিশেষতঃ মুসলমান সমাজের পক্ষে কেবল আহমদী সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়ে বর্তমান খলীফাতুল-মসীহ্‌র আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী নিজ কার্যকলাপ চালনা করলেই প্রকৃত শান্তি ও আশীষ লাভ হতে পারে।

অতঃপর, (ক) হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্‌'র প্রতি বঙ্গীয় আহমদী সম্প্রদায়ের ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শনার্থে এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী সতত কার্যে তৎপর থাকবার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(খ) আমাদের পরলোকগত হেকিম মৌলবি আবু তাহের মাহমুদ আহমদ সাহেবের মৃত্যুতে– যিনি ১৯২৩ সাল হতে ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনবরত কোলকাতা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীরের দায়িত্বপূর্ণ কার্য পরিচালনা করে আসছিলেন এবং তৎসঙ্গে ১৯৩২ হতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ারও আমীরের দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেছেন– তাঁর আত্মার উন্নতি কামনা ও তাঁর পরিবারের সকলের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপনার্থে দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপর মৌলবি আউসাফ আলী উকিল সাহেব, 'খলীফা, আমীর ও প্রেসিডেন্ট পদের বিভিন্ন দায়িত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অবশেষে মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, 'হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের কতিপয় ঘটনা' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদানের পর সকলকে আপ্যায়ন করা হয়। তারপর দোয়া করে পুরুষদের কনফারেন্সের কার্য সম্পন্ন করা হয়।

### মহিলা কন্‌ফারেন্স

আহমদীয়া মহিলা কনফারেন্স ১৬ অক্টোবর শনিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও কবিতা পাঠের পর সভাপতির অভিভাষণ এবং তৎপর মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

বেলা আড়াই ঘটিকা হতে সাড়ে তিন ঘটিকার মধ্যে যোহর ও আসরের নামায পড়ার পর মৌলানা আবুল আতা সাহেব মিশরের মোবাল্লেগ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর খান বাহাদুর মৌলবি আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব এম, এ, বি টি এবং স্থানীয় আমীর মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব বি, এল উকিল, বক্তৃতা করেন এবং মহিলাদেরকে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও কুরবানী বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর সকলে মিলে দোয়া করে কনফারেন্সের কার্য সমাধা করেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। (মাসিক আহমদী, নভেম্বর ১৯৩৭)

(চলবে)

# ‘চলে গেলেন প্রাণের প্রিয় মানুষটি’

দীর্ঘ কালের এমন একজন সুপরিচিত, স্বনামধন্য কিংবদন্তি স্বজনের নাম যিনি বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং জামা’তের খেদমতের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তিনি হলেন সদ্য প্রয়াত আমজাদ আহমদ খান চৌধুরী। যাঁর পরিচয় তিনি নিজেই তৈরী করে রেখে গেছেন। ৮ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা ডিউক মেডিকেল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তাঁকে স্মরণ করে যখন এই লেখাটি লিখছি তখন তিনি হীম শীতল কফিনে বাক্সবন্দী হয়ে আছেন সুদূর আমেরিকায়। দেশের স্বজনেরা অপেক্ষা করে আছেন কখন আসবে পরপারে চলে যাওয়া এই মানুষটি। এতকাল প্রিয় জনেরা বিমান বন্দরে ফুলের শুভেচ্ছায় বরণ করার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত। আর এখন অপেক্ষা করবে বরফ ঢাকা নিস্প্রাণ নীথর একজন বন্ধুপ্রতীম মানুষটির জন্য।

তাঁর মৃত্যুর পর বাংলাদেশের ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াগুলোতে প্রতিবেদন ও ছবি প্রচার করছিল এমনই একটি ছবি যেন হাস্যউজ্জ্বল শিশুসারল্যের প্রতিচ্ছবি।

এ পর্যন্ত লিখেছিলাম আমজাদ ভাই স্মরণে। ১৪ই জুলাই শেষ বিকেলে তাঁর মরদেহ তাঁর সহধর্মী ও স্বজনেরা আবেগমন পরিবেশে গ্রহণ করেন। বিমান বন্দরে সব ফরমালিটি সহজে হয়ে যায়। সেখান থেকে সরাসরি বকশী বাজার মসজিদে নেয়া হয়। এখানে প্রথম নামাযে জানাযা হয়, অনেক মানুষের উপস্থিতিতে। জানাযার নামাজ পড়ান আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের ন্যাশনাল আমীর সাহেব। লাজনাদের হলে তাঁকে যখন আনা হয়, তখন এক হৃদয় বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আর তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি যদি এ সময়ে দেশে না থাকতাম তাহলে মরণত্তোর চক্ষু দান করা এই মহান ব্যক্তিত্বের শেষ যাত্রা দেখতে পেতাম না। জানাযা শেষে সেদিন আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টির ঢল নেমেছিল। এর মধ্যে কাঁদা মাটিতে মাঠ ভড়ে গিয়েছিল। আমরা অনুভব করলাম এর আগেই কি চমৎকারভাবে জানাযা সম্পন্ন হলো।

তারপর দিন অর্থাৎ ১৫ই জুলাই নরসিংদীর ঘোড়াশাল ও ঢাকার বাড্ডায় প্রাণ আর এফ এল গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নেয়া হয়। সবশেষে আমার বাড়ীর পাশে বিজয় স্মরণীর সামরিক যাদুঘরে বিশিষ্ট গণ্যমান্য জনের উপস্থিতে শেষ নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন সকাল থেকে মেঘলা আকাশ, টিপটপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সবুজ ঘেরা চত্তরটা যেন অন্যদিনের তুলনায় সেদিন আরও বেশি গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছিল। সেদিন বিকেলে সামরিক বাহিনীর বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং পরিবারের সদস্যদের দোয়ার মাধ্যমে তাঁকে বনানী সামরিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয় অন্তিম শয্যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সহধর্মিনী সাবিহা ভাবি ছিলেন সহযোগী বন্ধুর মত। দু’জনের সহযোগিতা ও ভালবাসায় গড়ে উঠেছে এই পরিবার, এই প্রতিষ্ঠান।

স্মৃতিচারণ থেকে বলতে ইচ্ছে করছে, এই পরিবারের সাথে আমরা আত্মীয়তায় আবদ্ধ হয়েছি ১৯৬৫ সনে। তারপরও তাঁর সাথে সচরাচর দেখা হয় নি, দেখা হয়েছে হাতে গোনা কয়েকবার। তবু আমাদের পরিবারের প্রতি তাঁর একটা সহজাত মমত্ববোধ ছিল। এর মধ্যে আমি মেলবর্ণে চলে গিয়েছিলাম, শুনেছি উনি আমার খোঁজ-খবর জানতে চেয়েছেন।

এমন কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা চির বিদায় নেয়ার পরও মানুষের প্রাণে চিরদিন বেঁচে থাকেন। মানুষের জন্যই মানুষ, এর উদাহরণ তিনি। প্রাণ থেকে তিনি কোটি মানুষের প্রাণে চিরদিন রয়ে যাবেন।

প্রফেসর ডঃ সালাম, ডঃ জাফরুল্লাহ্‌ খান চৌধুরী আমাদের জামা’তের যেমন গর্ব, তেমনি এক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অগ্রদূত আমজাদ আহমদ খান চৌধুরীও দেশের সীমানা পেরিয়ে যে খ্যাতি অর্জন করেছেন এর জন্য আমরা তেমনি গর্বিত।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য্য, সহ্য ও শান্তি দান করুন। তিনি একটি আদর্শপূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত পরিবার গড়ে তুলে তাঁর যিক্‌রে খায়েরের পথকে সুগম ও প্রশস্ত করে গেছেন।

আল্লাহ্‌ তা’লা তাঁর সব পুণ্যকর্ম গ্রহণ করুন ও কল্যাণপূর্ণ জান্নাতের অধিকারীগণের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

**লায়লা নার্গিস (শেলী),**
তেজগাঁও, মুনিপুড়ী পাড়া, ঢাকা

# সংবাদ

## চট্টগ্রাম জামা'তের পতেঙ্গা হালকার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ৩১শে জুলাই ২০১৫ তারিখে শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম পতেঙ্গা হালকার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়।

স্থানীয় হালকা প্রেসিডেন্ট জহির আহমদ সাকিলের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মিজানুর রহমান, বাংলা নযম পাঠ করেন আসিফ মাহ্‌দী জয়।

বক্তৃতা পর্বে, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মানব প্রেম' এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুল মান্নান, 'মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ পড়ার গুরুত্ব' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মৌ. মোজাম্মেল হক (মোয়াল্লেম), এবং 'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর শান' এ প্রসঙ্গে জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা পূর্বক সমাপনী বক্তৃতা রাখেন সভাপতি। দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। এতে ২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

**আব্দুল মান্নান**

---

## সিলেট সদরে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সিলেট সদরে প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরীর বাসাতে ১লা রোযা হতে ১০ রোযা পর্যন্ত জামাতের সকল সদস্য/সদস্যার জন্য বিশেষ তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্লাসে কুরআন পাঠ, কুরআন নাযেরা, নযম, হাদীস, দোয়া, ইলহাম ও দ্বীনিমালুমাত প্রশ্নের ওপর আলোচনা করা হয় এবং শিখানো হয়। খাকসারের সাথে সাথে সহযোগিতা করেছেন প্রেসিডেন্ট সাহেব, স্থানীয় কায়েদ ও মোতামাদ সাহেব। প্রতিদিন বিকাল ৩টা হতে ৬টা পর্যন্ত ক্লাস নেয়া হয়। এরপর দরসে কুরআন ও ইফতারীর ব্যবস্থা ছিল। ক্লাস শেষে পাঁচটি গ্রুপে পরীক্ষা নেয়া হয়। এতে ৩৪ জন অংশ নেন। ১০ম রোযায় সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশনের মাধ্যমে উক্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে।

## লাজনা ইমাইল্লাহ ঘাটুরার আঞ্চলিক তালিম ক্লাস অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ ঘাটুরার উদ্যোগে গত ২৩, ২৪ এবং ২৫ মে ২০১৫ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার তিনদিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস ঘাটুরা জামা'তে অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাসে শুদ্ধ কুরআন পাঠ, নামায অর্থসহ, হাদীস এবং ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নেয়া হয়। কেন্দ্র থেকে লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের সদর সাহেবাও এতে উপস্থিত থেকে তালিম-তরবিয়তী বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। দোয়ার ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে।

**প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ, ঘাটুরা**

## 'ঈদ পুণর্মিলনী'

গত ৩১ জুলাই ১৫ ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সিলেট এর উদ্যোগে 'ঈদ পুণর্মিলনী' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী বাসাতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব কুতুবুর রহমান ও নযম পাঠ করেন জনাব কবির আহমদ চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী। এরপর শিশু কিশোররা কবিতা, ছাড়া ও আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে মুখরিত করে তুলে। আনসার, খোদ্দাম ও আতফালগণ ঈদের দিনের ঈদ উদযাপন সম্পর্কে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। তারপর খাকসার ঈদের তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করি। সবশেষে সভাপতি সাহেব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘটে।

***মুহাম্মদ আমীর হোসেন***

## পুস্তক সেমিনার অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলীর উদ্যোগে গত ১০/০৭/২০১৫ তারিখে 'আম্মাজান' বই-এর ওপর একটি পুস্তক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর উক্ত পুস্তকের ওপর আলোচনা করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত সেমিনারে ১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

**আমাতুল হাফিয (সিথি)**

# এইচ.এস.সি পরিক্ষাথীদের ক্যারিয়ার গাইডলাইন ও তরবিয়ত অধিবেশন সফলতার সাথে সমাপ্ত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের আয়োজনে এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ ও লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দু'দিন ব্যাপি ২০১৫ সালের এইচ, এস, সি পরীক্ষার্থীদের (খোদ্দাম এবং লাজনা) নিয়ে ক্যারিয়ার গাইড লাইন এবং তরবিয়তী অধিবেশন গত ৩১ শে জুলাই থেকে ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বকশী বাজারস্থ দারুদ তবলিগ কমপেক্সে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। মোহতারম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ ৩১ জুলাই সকাল ১০.০০ ঘটিকায় উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

এইচ এস সি পাশের পর একজন আহমদী ছাত্র/ছাত্রী কোন বিষয়ে পড়াশুনা করা উচিত, পর্দা, আদব কায়দা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সেশনে আলোচনা এবং প্রশ্নউত্তর অনুষ্ঠান হয়। আলোচক হিসেবে ছিলেন দেশের আহমদী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ইউনির্ভাসিটি শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষক, সদর আনসারুল্লাহ, সদর লাজনা ইমাইল্লাহ এবং ন্যাশন্যাল আমীর বাংলাদেশ। এছাড়া ফেসবুকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন দেয়া হয়। উপস্থিত ছাত্রদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অনুভূতি জানতে চেয়ে একটি আলোচনা আনুষ্ঠান হয়। মোহতরম ইউনুস আলী নায়েব সদর-৪ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

দু'দিনের অনুষ্ঠানে মোট লাজনা শিক্ষার্থী ছিলেন ১৬ জন, খোদ্দাম ছিলেন ১৬ জন মোট ৩২ জন শিক্ষার্থী এবং ২১ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ১ জন অ-আহমদী মেয়ে শিক্ষার্থী মেহমান হিসেবে ছিলেন। ১ আগস্ট সন্ধ্যায় মোহতরম ন্যাশন্যাল আমীর সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপনী ঘোষণা করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মোহতরম সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ এবং লাজনা অংশে লাজনা সদর উপস্থিত ছিলেন ।

**তালিম বিভাগ**

# গাজীপুর জামা'তে মাসিক তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৬/০৬/২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতে তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রোযা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করা হয় এবং পরবর্তীতে ঐ বক্তব্যের ওপরে একটি কুইজ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং সঠিক উত্তর প্রদানকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভাটি পরিচালনা করেন ডাঃ জায়েদুল কাদের, সেক্রেটারী তরবিয়ত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, গাজীপুর। উক্ত সভায় ৪১ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

***ডাঃ জায়েদুল কাদের***

# ময়মনসিংহে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩ জুলাই/ ১৫ রোজ শুক্রবার বাদ আছর তবলীগি খাসের অধীনে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব প্রকৌশলী ডাঃ হাফিজুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ময়মনসিংহ। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মেহেদী হাসান সামাদ। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতার ওপর আলোচনা করেন জনাব শরীফ আহমদ। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মৌ. মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ, জোনাল ইনচার্জ ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা জোন। এরপর সকলে হুযুর (আই.)-এর খুতবা শ্রবণ করেন। শেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়া এবং রাতের খাবারের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উল্লেখ্য যে ৯ জন মেহমানসহ মোট ৪১ জন এতে উপস্থিত ছিলেন।

**মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ**

# মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার ঈদ উপলক্ষে বিশেষ ওয়াকারে আমল

গত ১৭/০৭/২০১৫ তারিখ রোজ শুক্রবার তথা পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগের দিন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে এক বিশেষ ওয়াকারে আমল করা হয়। উক্ত ওয়াকারে আমলে মোহতামীম ওয়াকারে আমল জনাব ইকবাল খোকন ও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার কায়েদ জনাব সাঈদুর রহমান-এর নেতৃত্বে শুরু হয়, এই ওয়াকারে আমলে ৫০ জন খোদ্দাম ও ২৫ জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন। ওয়াকারে আমলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মসজিদ পরিস্কার, বিশেষ ইফতারি বিতরণ, ঈদ উৎসব পালনের জন্য স্টেজ তৈরি, দারুত তবলিগ মসজিদ কমপ্লেক্স সাজসজ্জা ও পরিস্কার পরিচ্ছান্ন করা এবং বাচ্চাদের জন্য ঈদের বিশেষ গিফট অর্থাৎ চিপস, জুস, কেক ও চকলেট সম্মলিত একটি গিফট প্যাকেট তৈরির কাজ।

***পারভেজ মোশারফ***

# মিরপুর জামা'তের প্রবীণ ও অসুস্থ আহমদীদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর-এর আওতাধীন যে সকল ভ্রাতা বার্ধক্য জনিত কারণে বর্তমানে চলাফেরায় অক্ষম এবং জামতের সাথে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করতে অপারগ এবং যারা অসুস্থ, এমন ভ্রাতাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। শুভেচ্ছা বিনিময় কালে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের ফলমূল নিয়ে যাওয়া হয়। এতে তারা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেনঃ-

জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, জনাব আতাউর রহমান, জনাব মোহাম্মদ পানা উল্লাহ্, জনাব সৈয়দ মোশারফ হোসেন, জনাব একরামুল হক, জনাব উমর রেজা আব্দুল্লাহ্, জনাব আবুল হোসেন পাটুয়ারী, জনাব আব্দুর রহমান ভূঁইয়া, জনাব এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম।

তাদের সাথে সাক্ষাৎকালে অতীতে তাদের জামাতী কর্মকাণ্ডের স্মৃতিচারণ করা হয়। সকলেই জামাতের এই উদ্যোগের ভূঁয়সী প্রশংসা করেন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

**মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন**

## শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌড়াইল হালকার প্রবীন আহমদী মরহুম মাহবুবুর রহমান মোল্লা সাহেব-এর স্ত্রী গত ২৭ জুলাই ২০১৫ তারিখে সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার পিতার নাম হাবিবুল্লাহ্ সিকদার (নাটাই) মাতার নাম আমেনা বেগম, মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর, মৃত্যুকালে ৩ মেয়ে, ২ ছেলে ও ১০ জন নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। তিনি মৃদুভাষী, ভদ্র সরলমনা একজন মানুষ ছিলেন। তিনি জামা'তের মানুষদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন ও মানুষের উপকারে আসতেন, সুস্থ সময়ে জামা'তের সেবায় নিজেকে উদার মনে পেশ করতেন, তার এই মহতগুণগুলো কবুল করে যেন আল্লাহ্ আমাদের শ্রদ্ধেয় মাতাকে বেহেশতবাসীদের শামিল করে নেন, সেজন্য সকল আহমদী ভাইবোনদের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

**মরহুমার কনিষ্ঠ পুত্র**
**আফছার মোল্লা**
সেক্রেটারী ইশায়াত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

## কৃতি ভাই-বোন

সম্প্রতি ফিলিপাইনের ম্যানিলায় গত ২৬ শে জুলাই ২০১৫ ফেয়ারমন্ট হোটেল বলরুম-২ এ এ্যালোহা মেন্টাল এ্যারিথম্যাটিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে নাফিসা মালিয়াত সিনিয়র সেকশনে দ্বিতীয় রানারআপ এবং জুনিয়র সেকশনে আয়ান আহমদ আব্দুল শাফি প্রথম রানারআপ স্থান অধিকার করে। বর্তমানে নাফিসা মালিয়াত শাহিন ইংলিশ মিডিয়াম (সেমস্) স্ট্যার্ন্ডাড সিক্সে এবং আয়ান আহমদ আব্দুল শাফি বাচা ইংলিশ মিডিয়াম- স্ট্যার্ন্ডাড থ্রীতে অধ্যয়নরত।

নাফিসা মালিয়াত এবং আয়ান আহমদ আব্দুল শাফি, জনাব তাসভীর আহমদ ফাহিম ও মিসেস আরিফা রহমানের সন্তান। তাদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং ভবিষ্যতে লেখা পড়ায় কৃতিত্ব অর্জনের জন্য সকল আহমদীর কাছে আমরা দোয়া প্রার্থী।

দোয়াপ্রার্থী
**তাসভীর আহমদ ফাহিম ও**
**মিসেস আরিফা রহমান**
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও

**আপনার জামা'ত বা মজলিসের সংবাদ পাঠাতে নিচের ঠিকানায় ই-মেইল করুন**

**pakkhik_ahmadi@yahoo.com, masumon83@yahoo.com**

# দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে খেলাফত দিবস পালিত

## চট্টগ্রাম

যথাযথ ধর্মীয়ভাব-গাম্ভীর্যের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামে গত ২৭ মে, ২০১৫ বুধবার খেলাফত দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতি ছিলেন মোহতরম আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম, জনাব প্রিন্সিপাল মোনেম বিল্লাহ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ডা. মহিউদ্দিন আহমদ। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব ইমরান সাঈদ আকাশ।

বক্তৃতাপর্বে প্রথমেই খোলাফায়ে রাশেদীনের বিভিন্ন ঘটনার আলোকে সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু, মোয়াল্লেম। তিনি তার বক্তব্যে খোলাফায়ে রাশেদীনগণের নির্বাচনের প্রেক্ষাপট, তাঁদের জীবনাদর্শ, এতায়াতসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন।

এরপর খেলাফতের কল্যালরাজির ওপর অত্যন্ত প্রাণবন্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন মওলানা জাফর আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। পরবর্তীতে বাংলা নযম পেশ করেন জনাব আবুল খায়ের এবং বর্তমান বিশ্বে খেলাফতের অবদান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব আলহাজ্ব নেছার আহমদ। সবশেষে মোহতরম আমীর সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে সর্বমোট আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, নাসেরাত, আতফালসহ ৮০ জনসদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

*আলহাজ্ব নেছার আহমদ*

## তাহেরাবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তাহেরাবাদে গত ২৭শে মে ২০১৫ বাদ আসর মসজিদ প্রাঙ্গণে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুর রাজ্জাক, নযম পাঠ করেন জনাব মাহিদুর রহমান। বক্তৃতা পর্বে খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন জনাব শহীদুল ইসলাম, জনাব জিন্নাত আলী, জনাব ফরহাদ হোসেন ও জনাব আব্দুল খালেক মোল্লা। সবশেষে সভাপতি সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া করে সভা সমাপ্ত করেন। সভায় ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

**মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন**

## ফাজিলপুর

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফাজিলপুর এর উদ্যোগে গত ১৯/০৬/২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সাইফুল ইসলাম জসিম এর সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব নূর এলাহি জসিম। নযম পাঠ করেন জনাব সাইফুল ইসলাম। বক্তৃতা পর্বে খলিফাদের দোয়া কবুলিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খাঁন। খেলাফতের আনুগত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

**মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম**

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা

গত ১২.০৬.২০১৫ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ খুলনার উদ্যোগে খেলাফত দিবস উদযাপিত হয়। উক্ত দিবসে সভানেত্রী ছিলেন জহুরা তাজনীন (ভাইস প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা)। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মিনান্নাহার মফিজ। হাদীস পড়ে শোনান সোফিয়া খিলাত। নযম পেশ করেন আয়শা কমল (সেতু)। এরপর বক্তৃতা পর্বে 'খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন জহুরা তাজনীন। 'খেলাফত বিষয়ের বিভিন্ন দিক' নিয়ে আলোচনা করেন দীনা নাসরীন। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

**রোকসানা মঞ্জুর ডলি**

## নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনা

গত ২০.০৬.২০১৫ তারিখ শুক্রবার নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনার উদ্যোগে খেলাফত দিবস উদযাপিত হয়। এতে সভানেত্রী ছিলেন তাহেরা মাজেদ, সেক্রেটারী নাসেরাত, লা: ই: খুলনা। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন লাবিবা আফ্রাদ।

হাদীস পাঠ করেন আইভি রহমান। নযম পেশ করেন আনুখা আফ্রাদ। 'খেলাফত বিশ্ব মানবতার দরবারে আহমদীয়াতের উপঢৌকন' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নাইমা জামিল অনুভা। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

*তাহেরা মাজেদ রাফা*

# আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

## (এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

### হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত ৭ আগস্ট, ২০১৫ জুমুআর খুতবার সারমর্ম

হুযূর (আই.) আজও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ভাষায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এবং তাঁর পবিত্র সাহাবীদের জীবনি হতে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্রচেতা সাহাবীদের মাঝে বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাহার ছিল। যারা তাদেরকে কাছ থেকে দেখেছেন বা নিকটাত্মীয় ছিলেন তারা তাদের বিশেষ কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করলেও এসব সাহাবী বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (আ.)-ও একজন সাহাবী ছিলেন এবং তিনি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রবীণ সাহাবীদের দেখেছেন এবং তাদের সাহচর্য লাভ করেছেন।

এসব প্রবীণ সাহাবীর ভেতর যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তিনি দেখেছেন তা বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন সময়, যেমন মৌলভী বোরহান উদ্দিন জেহলমী সাহেবের বয়আত গ্রহণের ঘটনা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, মৌলভী সাহেব মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন এবং তিনি চুপিচুপি ঘরে দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঘরের মধ্যে পায়চারী করছেন এবং লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত হাঁটছেন। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দ্রুত পায়চারি দেখেই তিন বলে উঠেন, ইনি সত্যবাদী আর ইনি অবশ্যই অনেক দূরের গন্তব্যে যাবেন।

যদিও তিনি একজন ওহাবী মৌলভী ছিলেন কিন্তু সাধারণ ওহাবীদের মতো কট্টোর ছিলেন না এবং কোনরূপ দলিল-প্রমাণের ধার ধারেন নি বরং শুধুমাত্র মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দ্রুত হাঁটতে দেখেই তাকে চিনতে সক্ষম হন।

হুযূর প্রসঙ্গক্রমে বলেন, ওহাবীরা ওহী ও ইলহামে বিশ্বাসী নয়। আর তারা নবী ও আউলিয়াদের সাধারণ মানুষের চেয়ে বড় কিছু বলে মনে করে না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, নবী ও আউলিয়াদের ব্যক্তি সত্তায় খোদার নূর বা জ্যোতি থাকে। তারা খোদার নূর দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করেন। তাঁরা বৃষ্টির মত, তাঁদের আগমনের ফলে যে বারী বর্ষিত হয় এরফলে আধ্যাত্মিক জগতে প্রাণের সঞ্চার ঘটে, আধ্যাত্মিক জগত সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠে।

হুযূর আরো বলেন, সকল ওহাবী কট্টোর বা উগ্র মনমানসিকতার অধিকারী এমনটিও ঠিক নয় কেননা, আফ্রিকাতে হাজার হাজার ওহাবী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা নিশ্চিত হয়ে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়েছেন।

এরপর হুযূর মাদ্রাজ নিবাসী নিষ্ঠাবান সাহাবী শেঠ আব্দুর রহমান মাদ্রাজী সাহেবের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও আর্থিক কুরবানীর বরাতে তার ব্যবসায় লোকসান হওয়া সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি ইলহাম অর্থাৎ, "আল্লাহ্ ভাঙ্গা কাজকে জোড়া লাগিয়ে দেন আর সঠিক জিনিষকেও ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেন আর তাঁর এরূপ করার রহস্য কেউ ভেদ করতে পারে না।"

হযরত শেঠ সাহেব সে যুগে ৫০০ রূপি পর্যন্ত মাসে চাঁদা পাঠাতেন। যখন ব্যবসায় ধ্বস নামে তখন কোন বন্ধু তাকে ২/৩ হাজার টাকা ব্যবসার জন্য ধার দিলে সেখান থেকেও প্রথমে ৫০০টাকা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খিদমতে ধর্মসেবার জন্য পাঠিয়ে দেন।

বিপদাপদে বা পরীক্ষার সময় এবং মামলা-মোকদ্দামার ক্ষেত্রেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে ধৈর্য, অবিচলতা এবং খোদার ওপর দৃঢ় আস্থা প্রদর্শন করেছেন তা আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ এবং আমাদের জীবন চলার পাথেয়। আর ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে যারা কাজ করে তারাই মূলতঃ খোদার সাহায্য পেয়ে থাকেন।

একটি কুসংস্কারের খন্ডন করে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, সপ্তাহের সব 'দিন'ই বরকতময়। খোদার দেয়া কোন 'দিন' শুভ বা অশুভ হতে পারে না। কেননা, তাঁর রহমত সব দিনেই প্রকাশ পায়।

এরপর পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে হুযূর বলেন, শরীর অনাবৃত করলে নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না বরং তাকে আরো অসুন্দর ও কুশ্রী দেখায়। মানুষের বাহ্যিকতা দেখে সৌন্দর্যের মান নির্ণয় করা যেতে পারে না। পোষাকের মাধ্যমে খোদা মানুষের দুর্বলতা ঢেকে রাখেন তাই যারা সেই পোষাক খুলে ফেলে তাদের দুর্বলতাও প্রকাশ পেয়ে যায় এবং এবং তাদের সৌন্দর্য লোপ পায়।

এরপর নির্ধারিত সময় সেহরি খাওয়ার গুরুত্ব এবং এর তাৎপর্য এবং মানুষের জীবনে সঙ্গীর প্রয়োজন সম্পর্কে হুযূর দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেন। হয় মানুষ কারো হয়ে যায় অথবা কাউকে নিজের করে নেয়। শিশু কন্যারা ছোট্ট বয়সে পুতুল খেলে, পুতুলের বিয়ে দেয় আবার মায়ের অনুকরণে তাদের বুকের সাথে জড়িয়ে রাখে। আর ছেলেরা বিয়ের আগে মায়ের ন্যাওটা থাকে এবং বিয়ের পর স্ত্রীকে জীবনসঙ্গী করে নেয়। মোটকথা সঙ্গী ছাড়া মানুষের জীবন ধারণ মুশকিল হয়ে পরে।

হুযূর খুতবার শেষদিকে যার প্রতি ভালবাসা থাকে মানুষ কীভাবে উম্মাদের মত তাকে অনুসরণ করে সে সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, মানুষের ভালবাসায় যদি মানুষ উম্মাদের মত আচরণ করতে পারে তাহলে যে খোদা আমাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন তার ডাকে সাড়া দেওয়া আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি ভেবে দেখা কর্তব্য।

আজকাল এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে মসজিদের উপস্থিতি বেড়ে গেছে, আবার ধীরে ধীর তা করতে থাকবে। আমি আপনাদের স্মরণ করাচ্ছি, আল্লাহ্ আমাদেরকে নিয়মিত নিষ্ঠার সঙ্গে পাঁচবেলার নামায ও জুমুআর নামায পড়ার তৌফিক দিন।

# Programme Jalsa Salana UK 2015

## Friday 21st August

13:00 Jumu'ah and Asr prayers
16:25 Hoisting of Liwa-e-Ahmadiyyat
16:30 Recitation of the Holy Qur'an, Urdu Translation, Urdu and Persian Poem
Inaugural address by Hazrat Amirul Momineen Khalifatul Masih(V) (May Allah be his Helper)
20:30 Maghrib and Isha Prayers

## Saturday 22nd August

**SECOND SESSION**

10:00 Recitation of the Holy Qur'an, Urdu translation and Urdu Poem
10:20 National reformation is related to personal reformation (Urdu)
By Maulana Muhammad Tahir Nadeem, Arabic Desk, London
10:50 Existance of God on the basis of scientific & logical evidence (English)
By Dr Zahid Khan, Sadr Qadha Board, UK
11:20 Urdu Poem
11:30 Anecdotes of the acceptance of Prayers of Ahmadiyya Caliphs (Urdu)
By Maulana Abdul Majid Tahir, Add. Wakilut Tabshir, London
12:00 Hazrat Khalifatul Masih V (May Allah be his Helper) arrives in Ladies Jalsa Gah
Recitation of the Holy Qur'an, Translation and Urdu Poem
Address by Hazrat Amirul Momineen Khalifatul Masih V (May Allah be his Helper)

## THIRD SESSION

15:00 Short speeches by distinguished guests
16:00 Recitation of the Holy Quran, Urdu Translation and Urdu Poem
Address by Hazrat Amirul Momineen Khalifatul Masih V (May Allah be
his Helper)

## Sunday 23rd August

**FOURTH SESSION**

10:00 Recitation of the Holy Qur'an, Urdu Translation and Urdu Poem
10:20 The status of Imam Mahdi[as] according to the Holy Prophet[sa] (Urdu)
By Maulana Muhammad Hameed Kausar, Nazir Dawat Ilallah, North India
10:50 The Promised Messiah[as] and Preaching of Islam in the West (English)
Mr Jonathan Butterworth, Add. Sec. Waqf e Jadid (New Ahmadis), UK
11:20 Urdu Poem
11:30 Teachings of the Holy Qur'an on the world peace (Urdu)
by Maulana Ataul Mujeeb Rashed, Missionary Incharge UK and Imam Masjid Fazl London
12:00 The character of An Ahmadi: Ambassador of Islam (English)
By Mr Rafiq Ahmed Hayat, Amir Jama'at Ahmadiyya, UK
12:45 Annoucements and preparation of International Bai'at
13:00 International Bai'at (Initiation Ceremony)

## FINAL SESSION

15:00 Short speeches by distinguished guests
16:00 Recitation of the Holy Qur'an, Translation, Arabic Qaseeda and Urdu Poem
Academic Awards distribution
Ahmadiyya Peace Prize annoucement
Concluding address by Hazrat Amirul Momineen Khalifatul Masih V
(May Allah be his Helper)
Concluding Prayer

* ২১ আগস্ট, ২০১৫ হুযূর (আই.) জলসার উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করবেন বাংলাদেশ সময় রাত ৯.৩০ মিনিট।

* ২২ আগস্ট, ২০১৫ হুযূর (আই.) লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করবেন বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫.০০ মিনিট।

* ২২ আগস্ট, ২০১৫ হুযূর (আই.) বক্তৃতা প্রদান করবেন বাংলাদেশ সময় রাত ৯.২০ মিনিট।

* ২৩ আগস্ট, ২০১৫ আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ মিনিট।

* ২৩ আগস্ট, ২০১৫ হুযূর (আই.) জলসার সমাপ্তি বক্তৃতা প্রদান করবেন বাংলাদেশ সময় রাত ৯.২০ মিনিট।

# নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিম্নলিখিত পদ সমূহে জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে।

| ক্রম | পদের নাম | পদের সংখ্যা | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা | অভিজ্ঞতা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | প্রশাসনিক কর্মকর্তা/প্রাইভেট সেক্রেটারী | ০১ টি | ৪০ উর্দ্ধ | যে কোন বিষয়ে স্নাতক বা সমমান | সংশ্লিষ্ট কাজে নূন্যতম ০৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা |
| ৩। | ষ্টোর কিপার | ০১ টি | ২৫ - ৩০ বৎসর | যে কোন বিষয়ে স্নাতক বা সমমান | ষ্টোর ব্যবস্থাপনায় ০২-০৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা |
| ৪। | মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার | ০১ টি | ২২ - ৩০ বৎসর | ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং | বড় স্থাপনা মেইনটেনেন্স এ ০৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতা |
| ৫। | ইন্সপেক্টর বাইতুল মাল | ০২ | ২২ - ৩০ বৎসর | যে কোন বিষয়ে স্নাতক বা সমমান | প্রয়োজন নাই |
| ৬। | অফিস সহকারী | ০৩ | ২২ - ৩০ বৎসর | কমপক্ষে বি.এ. বা সমমান | প্রয়োজন নাই |
| ৭। | ড্রাইভার | ০২ টি | ২৫ - ৩০ বৎসর | নূন্যতম এস এস সি বা সমমান | হালকা ও মাঝারি/ভারী গাড়ি চালানোর বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ নূন্যতম ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা |
| ৮। | ক্লিনার | ০৩ টি | ২০ - ২৫ বৎসর | কমপক্ষে ৫ম শ্রেনী বা সমমান | প্রয়োজন নাই |

১ হতে ৬ নং পদে আবেদনে আগ্রহী সকল আবেদনকারীকে অবশ্যই কম্পিউটার চালনায় পারদর্শি হতে হবে এবং যারা ওয়াকফে নও তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

উল্লিখিত পদ সমূহে আবেদনে আগ্রহী প্রার্থীগন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বরাবরে আবেদন করবেন এবং আবেদনপত্র সমূহ আগামী ৩১শে আগষ্ট ২০১৫ইং এর মধ্যে নিম্নের ঠিকানায় পৌছাতে হবে এবং আবেদন সমূহ নিম্নের বর্ননা মোতাবেক হতে হবে।

(১) নাম :
(২) পিতার নাম :
(৩) মাতার নাম :
(৪) স্থায়ী ঠিকানা :
(৫) বর্তমান ঠিকানা :
(৬) জন্ম তারিখ :
(৭) জাতীয়তা :
(৮) বয়াত গ্রহণের তারিখ/জন্মগত :
(৯) শিক্ষাগত যোগ্যতা :
(১০) অভিজ্ঞতা :

আবেদনপত্রে সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দিতে হবে :

১। পাসপোর্ট সাইজের ৩(তিন) কপি সদ্য তোলা রঙ্গিন ছবি ২। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার স্বপক্ষে সনদ পত্রের অনুলিপি।
৩। বয়স প্রমানের জন্য জন্ম সনদ বা জাতীয় পরিচয় পত্রের অনুলিপি।৪। স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের প্রত্যয়নপত্র।
৫। আনসারুল্লাহ এর যয়ীম/ খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ সাহেবের প্রত্যয়নপত্র।

আবেদন সমূহ প্রেরনের ঠিকানা :- ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ, ৪ বকশি বাজার রোড, ঢাকা -১২১১

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে ।

মাহবুবুর রহমান
জেনারেল সেক্রেটারী

সূত্র :- আমুজাবা/জিএস/নিয়োগ সার্কুলার/২০১৫-১৬/৬২(২২২) তারিখ: ০৫/০৮/২০১৫

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিতরন:
১। সকল স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবান।
২। সকল মুরুব্বী /মোয়াল্লেম সাহেবান।
৩। সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী, অনুগ্রহ করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পাক্ষিক আহমদীর ১৫আগষ্ট ২০১৫ এর সংখ্যায় ছাপাবেন।

মাহবুবুর রহমান
জেনারেল সেক্রেটারী

অবগতির জন্য অনুলিপি:- ন্যাশনাল অফিস বিয়ারার্স, আ.মু.জা . বাংলাদেশ।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

## পবিত্র কুরআনের দোয়া

### ৪

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

### ৫

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।" (সূরা আলে ইমরান: ৯)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

### ৬

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

## হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

### ৭

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

### ৮

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থঃ হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

## হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

### ৯

رَبِّ كُلُّ شَيْئٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।

অর্থ: হে আল্লাহ! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

### ১০

يَارَبِّ فَاسْمَعْ دُعَائِيْ وَمَزِّقْ اَعْدَاءَكَ وَاَعْدَائِيْ وَاَنْجِزْ وَعْدَكَ وَانْصُرْ عَبْدَكَ وَاَرِنَا
اَيَّامَكَ وَ شَهِّرْلَنَا حُسَامَكَ وَلَا تَذَرْ مِنَ الْكَافِرِيْنَ شَرِيْرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

**www.ahmadiyyabangla.org**

**www.alislam.org**
**www.mta.tv**

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

**Software Developer & MIS Solution Provider**

**Md. Musleh Uddin**
CEO & MIS Consultants

BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

**হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন**

**ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)**
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
**সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ**
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

**চেম্বার :**
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

**সিরিয়ালের জন্য:**
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

**সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)**
**(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)**

**AMECON**
**NIAZ METALLIC**

**Meer Hasan Ali Niaz**
Founder

**Mobile: 01713001536, 01973001536**

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 3rd Issue

The Ahmadi Fortnightly

15th August, 2015 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

# জলই জীবন/ WATER THERAPY

## জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন । (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ মাস। (৪) বহুমুত্র (Diabetes) ১ মাস। (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) ৩ মাস। (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

## জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগেই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

“দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হারদাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা”

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

## শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com